শান্তিনিকেতন

প্রথম খণ্ড

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ছয় আনা

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস
২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কান্তিক প্রেস
২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

যিনি আমাকে

হিন্দুস্থান ও পারস্যের ভক্তগণের

বাণী আস্বাদন করিতে শিখাইয়াছিলেন,

সেই অগ্রজ ও গুরু পরলোকগত

অবনীমোহন সেন

মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতিতে

গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম।

অযোগ্য সেবক

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

ভূমিকা

শান্তিনিকেতনে যে সব সাধকের রচনাবলী সংগ্রহ করিবার মানস আছে, কবীর তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইঁহার নাম অবশ্য আমাদের দেশে অবিদিত নহে, কিন্তু ইঁহার মধুর রচনাবলী অল্প লোকেই জানেন। আর তাঁহার নামে গ্রথিত যে সব জঞ্জাল ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ দোহা প্রভৃতি প্রচলিত আছে, তাহাতে তাঁহার সত্যকে আরও আচ্ছন্ন করিয়াছে।

বাল্যকালহইতে আমি কাশীতে ও নানা তীর্থে যে সব সাধকের সহিত পরিচিত হই, তাঁহাদের কাছে আমি কবীরের নানাবিধ গভীর "বাণী" শুনিতে পাই। এখন কবীরের বচনসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া আমি ভারতের যত স্থানহইতে কবীরের বচন মুদ্রিত হইয়াছে, সমস্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। আর তাহা

ছাড়া যাঁহাদের সঙ্গীত ও হস্তলিখিত পুঁথি-হইতে আমি বিশেষভাবে সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কাশীর বরুণা আদিকেশববাসী দক্ষিণ বাবা, গৈবীর ঝুলন বাবা, ছছুআ তালের নির্ভয় দাস, চৌকণ্ডীর দীনুদেব, ও অন্ধ সাধু সূরশ্যামদাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের নানাস্থানহইতে যে সব পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তক কয়খানিহইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

(১) বীজকমূল—খেমরাজ কৃষ্ণদাস, বোম্বাই।

(২) বীজক কবীর সাহবকা—পূর্ণদাস সাহব, বুরহানপুর।

(৩) কবীর শব্দাবলী (দুই ভাগ)—এলাহাবাদ।

(৪) কবীর সাগর (১১ ভাগ)—ভারত পথিক স্বামী যুগলানন্দ, বোম্বাই।

(৫) সত্য কবীরকী সাখী—শিবহর, রশীদপুর।

(৬) কবীর মন্‌শূর—স্বামী প্রেমানন্দজী ও মকনজী কুবের, বোম্বাই।

(৭) পরমার্থ রাজনীতি ধর্ম্ম—সাধু কাশীদাস, বোম্বাই।

(৮) পংচ গ্রন্থী—মহাত্মা রামরহস সাহব-কৃত।

(৯) সংজ্ঞা পাঠ—মহাত্মা পূরণ সাহব-কৃত।

(১০) কবীরোপাসনা পদ্ধতি—মকনজী কুবের।

(১১) কবীর কঁসৌটী—লেহনা সিংহ, পাটিয়ালা।

(১২) কবীর বাণী—মহারাজ বিশ্বনাথ জী, রীঁবা, বুন্দেলখণ্ড।

ইহা ছাড়া আরও বহু স্থানের বহু গ্রন্থ-হইতে সাহায্য পাইয়াছি।

নানাবিধ পাঠের মধ্যে যে পাঠটি সঙ্গত মনে হইয়াছে এবং যাহা সাধকেরা সঙ্গত মনে করিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহা

ছাড়া যাঁহাদের সঙ্গীত ও হস্তলিখিত পুঁথি-হইতে আমি বিশেষভাবে সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কাশীর বরুণা আদিকেশববাসী দক্ষিণ বাবা, গৈবীর ঝুলন বাবা, ছছুআ তালের নির্ভয় দাস, চৌকণ্ডীর দীনদেব, ও অন্ধ সাধু সূরশ্যামদাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের নানাস্থানহইতে যে সব পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তক কয়খানিহইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

(১) বীজকমূল—খেমরাজ কৃষ্ণদাস, বোম্বাই।

(২) বীজক কবীর সাহবকা—পূর্ণদাস সাহব, বুরহানপুর।

(৩) কবীর শব্দাবলী (দুই ভাগ)—এলাহাবাদ।

(৪) কবীর সাগর (১১ ভাগ)—ভারত পথিক স্বামী যুগলানন্দ, বোম্বাই।

(৫) সত্য কবীরকী সাখী—শিবহর, রশীদপুর।

(৬) কবীর মন্‌শূর—স্বামী প্রমানন্দজী ও মকনজী কুবের, বোম্বাই।

(৭) পরমার্থ রাজনীতি ধর্ম্ম—সাধু কাশীদাস, বোম্বাই।

(৮) পংচ গ্রন্থী—মহাত্মা রামরহস সাহব-কৃত।

(৯) সংজ্ঞা পাঠ—মহাত্মা পূরণ সাহব-কৃত।

(১০) কবীরোপাসনা পদ্ধতি—মকনজী কুবের।

(১১) কবীর কঁসৌটী—লেহনা সিংহ, পাটিয়ালা।

(১২) কবীর বাণী—মহারাজ বিশ্বনাথ জী, রীঁবা, বুন্দেলখণ্ড।

ইহা ছাড়া আরও বহু স্থানের বহু গ্রন্থ-হইতে সাহায্য পাইয়াছি।

নানাবিধ পাঠের মধ্যে যে পাঠটি সঙ্গত মনে হইয়াছে এবং যাহা সাধকেরা সঙ্গত মনে করিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহা

বলা বাহুল্য যে আমরা অনেক উপদেশহইতে বাছিয়া বাছিয়া এই রচনাবলী সংগ্রহ করিয়াছি। সাধকদের এমন বহু কথা থাকে, যাহা সেই যুগেরই উপযোগী। আবার একই কথা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে কথিত হয়; আবার এমন কথাও থাকে, যাহা সেই সাধকের যুগেই সুবোধ্য। এই সব হিসাব না করিলে চলে না।

কবীরের একটি বিস্তৃত প্রবেশিকা ও জীবনী কবীরের রচনাবলী সব খণ্ড মুদ্রিত হইলে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এইরূপ অনেক খণ্ড ছাপিবার মত সংগ্রহ আমাদের হাতে আছে।

এখন কবীরের জীবনী সম্বন্ধে দুই একটি মাত্র কথা বলিয়া রাখিব। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে সোমবারে কবীর কাশীস্থ লহরতালাব নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে মাঘ মাসে কাশীর নিকটবর্ত্তী বস্তী জেলার মগহর গ্রামে দেহত্যাগ

করেন। তাঁহার সময়েই গোরক্ষনাথ, নানক, চৈতন্য ভারতের নানা স্থানে ধর্ম্মসাধনা করিতেছিলেন। দিল্লীপতি সিকন্দর সাহ লোদীর সহিত তাঁহার বহুবার সাক্ষাৎ হয়। কবীর মুসলমানের সন্তান। কেহ কেহ বলেন, তিনি মুসলমানের পালিত। তাঁহার পিতার নাম নূর ও মাতার নাম নীমা। রামানন্দের শিষ্য হইলেও তিনি গৃহস্থ সন্ন্যাসী ছিলেন; লোঈ তাঁহার পত্নী। তিনি ভিক্ষা করিতেন না, কাপড় বুনিয়া খাইতেন। অল্পাহারী, শীর্ণ, ধ্যানমগ্ন, সদানন্দ এই গৃহস্থসাধুটি অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন। পুত্র হইলে তাহার নাম রাখিলেন কমাল—অর্থাৎ ভাগ্যের পরিপূর্ণতা; কন্যার নাম রাখিলেন কমালী। এখন সাম্প্রদায়িক সাধুরা সেই সব সহজ কথা, নানা অসম্ভব কথাদ্বারা চাপিয়া ফেলিতে চাহেন; যেন এইরূপ গৃহস্থজীবন একটা নিন্দার কথা। পরে এই সব বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে।

কবীর দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী ছিলেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সকল সীমাকে পূর্ণ করিয়াই সকল সীমার অতীত। তাঁহার ব্রহ্ম কাল্পনিক (Abstract) ব্রহ্ম নহেন, তিনি একেবারে সত্য (Real); সমস্ত জগৎ তাঁহার রূপ। সব বৈচিত্র্য সেই অরূপেরই লীলা। কল্পনার দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে হইবে না; ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমাহিত, সেই সহজের মধ্যে নিমজ্জিত হইতে হইবে। কোথায়ও যাওয়া আসার প্রয়োজন নাই, ঠিক যেমনটি আছে তেমনটিতে প্রবেশ করাই সাধনা।

কবীর লেখাপড়া জানিতেন না। অসাধারণ প্রতিভা ও সাধনার বলে সর্ব্ববিধ জ্ঞানেই তাঁহার অব্যাহত প্রবেশ ছিল। তাঁহার সমস্ত বচন "ভাষা হিন্দী"তে রচিত। "ভাষা" কিনা চলিত ভাষা—

সংস্কৃত কূপজল কবীরা ভাষা বহতানীর।
জব চাহোঁ তবহি ডুবৌ শান্ত হোয় শরীর॥
(সত্য কবীর কী সাখী, অচানক অঙ্গ)

হে কবীর, সংস্কৃত কূপজল, ভাষা প্রবহমান জলধারা ; যখনই চাও তখনই ডুব দাও, শরীর জুড়াইয়া যাইবে।

কবীরের অনুবাদ যতটা সম্ভব, যথাতথ করিয়াছি। তবে "ভাষায়" বিভিন্ন কালে ও পুরুষে উলট-পালট থাকে ; কখনও কর্ত্তা, কখনও কর্ম্ম, কখনও ক্রিয়া উহ্য থাকে ; বাংলায় তাহা চলে না। তাই দুই এক জায়গায় একটু আধটু মূলহইতে সরিতে হইয়াছে ; নহিলে সবই একেবারে "মূলঘেঁষা" অনুবাদ। অনেক শব্দের ও রচনাপ্রণালীর পরিবর্ত্তনই করি নাই। আশা করি, হিন্দী-ভাবের বাংলা ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া আসিলে, পরে আর মন্দ লাগিবে না।

কবীরের পরিভাষাতেও মাঝে মাঝে গোলমাল লাগে।—লগন = মিলন ও প্রেম। লৌ = ধ্যান। হসন = হাস্য ও আনন্দ ; কল্যাণ ও ভদ্র। সঞ্জীবন = জীবনাধার। শব্দ = সঙ্গীত ; সাধনার সঙ্গীতকেই শব্দ বলা হয়,

কবীরের সঙ্গীতাবলীর নাম শব্দাবলী। সাহব=স্বামী। রাম অর্থ যিনি আত্মাতে রমণ করিতেছেন; দশরথের পুত্র রামকে তিনি একেবারেই মানিতেন না। যথা—

সিরজনহার ন ব্যাহী সীতা
জল পথান নহিঁ বংধা।
বৈ রঘুনাথ এক কৈ সুমিরৈ
জে সুমিরৈ সো অংধা॥
(বীজক মূল, ৬২ পৃষ্ঠা)

দশরথ সুত তিহু জানা।
রামনামকা মর্ম্ম হৈ আঁনা॥
(বীজক কবীর সাহবকা, ২৮৬ পৃষ্ঠা)

বহুতর সম্প্রদায়ী কবীরের অনেক বচনের মধ্য হইতে নানারূপ শব্দ তুলিয়া লইয়া বৃথা "রাম" শব্দ ভরিয়া দিয়াছেন। কারণ তাঁহারা অনেকেই এখন রামোপাসক। ভাষায় "তে" বিভক্তিচিহ্নদ্বারা তৃতীয়া পঞ্চমী ও সপ্তমীর বোধ হয়। বাংলাতে এরূপ সুবিধা না থাকায়,

অনেক স্থানে মূলের জমাট অর্থ রক্ষা করিতে পারা যায় নাই। মূলে আমরা যেরূপ বানান ও ব্যাকরণের অশুদ্ধি পাইয়াছি, সেইরূপই রাখিয়াছি; কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি নাই।

ভূমিকা সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে যে সব সাধুভক্তদের সাহায্য পাইয়াছি ও যাঁহাদের গ্রন্থ আমার প্রয়োজনে লাগিয়াছে, সকলের কাছেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। আমার সহযোগী ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু শরৎকুমার রায় মহাশয় এই গ্রন্থের প্রুফ আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন; তাঁহার কাছে আমি ঋণী। যাঁহার উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে আমার এই গ্রন্থ প্রকাশ করাই হইত না, সেই পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম,
শান্তিনিকেতন, বোলপুর।
১লা আশ্বিন, ১৩১৭।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

কবীর দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী ছিলেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সকল সীমাকে পূর্ণ করিয়াই সকল সীমার অতীত। তাঁহার ব্রহ্ম কাল্পনিক (Abstract) ব্রহ্ম নহেন, তিনি একেবারে সত্য (Real) ; সমস্ত জগৎ তাঁহার রূপ। সব বৈচিত্র্য সেই অরূপেরই লীলা। কল্পনার দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে হইবে না ; ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমাহিত, সেই সহজের মধ্যে নিমজ্জিত হইতে হইবে। কোথায়ও যাওয়া আসার প্রয়োজন নাই, ঠিক যেমনটি আছে তেমনটিতে প্রবেশ করাই সাধনা।

কবীর লেখাপড়া জানিতেন না। অসাধারণ প্রতিভা ও সাধনার বলে সর্ব্ববিধ জ্ঞানেই তাঁহার অব্যাহত প্রবেশ ছিল। তাঁহার সমস্ত বচন "ভাষা হিন্দী"তে রচিত। "ভাষা" কিনা চলিত ভাষা—

> সংস্কৃত কূপজল কবীরা ভাষা বহতানীর।
> জব চাহেঁা তবহি ডুবৌ শান্ত হোয় শরীর॥
>
> (সত্য কবীর কী সাখী, অচানক অঙ্গ)

হে কবীর, সংস্কৃত কূপজল, ভাষা প্রবহমান জলধারা; যখনই চাও তখনই ডুব দাও, শরীর জুড়াইয়া যাইবে।

কবীরের অনুবাদ যতটা সম্ভব, যথাতথ করিয়াছি। তবে "ভাষায়" বিভিন্ন কালে ও পুরুষে উলট-পালট থাকে; কখনও কর্ত্তা, কখনও কর্ম্ম, কখনও ক্রিয়া উহ্য থাকে; বাংলায় তাহা চলে না। তাই দুই এক জায়গায় একটু আধটু মূলহইতে সরিতে হইয়াছে; নহিলে সবই একেবারে "মূলঘেঁষা" অনুবাদ। অনেক শব্দের ও রচনাপ্রণালীর পরিবর্ত্তনই করি নাই। আশা করি, হিন্দী-ভাবের বাংলা ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া আসিলে, পরে আর মন্দ লাগিবে না।

কবীরের পরিভাষাতেও মাঝে মাঝে গোলমাল লাগে।—লগন=মিলন ও প্রেম। লৌ=ধ্যান। হসন=হাস্য ও আনন্দ; কল্যাণ ও ভদ্র। সঞ্জীবন=জীবনাধার। শব্দ= সঙ্গীত; সাধনার সঙ্গীতকেই শব্দ বলা হয়,

কবীরের সঙ্গীতাবলীর নাম শব্দাবলী। সাহব=স্বামী। রাম অর্থ যিনি আত্মাতে রমণ করিতেছেন; দশরথের পুত্র রামকে তিনি একেবারেই মানিতেন না। যথা—

সিরজনহার ন ব্যাহী সীতা
জল পথান নহিঁ বংধা।
বৈ রঘুনাথ এক কৈ সুমিরৈ
জে সুমিরৈ সো অংধা॥
(বীজক মূল, ৬২ পৃষ্ঠা)

দশরথ সুত তিহুঁ জানা।
রামনামকা মর্ম্ম হৈ আঁনা॥
(বীজক কবীর সাহবকা, ২৮৬ পৃষ্ঠা)

বহুতর সম্প্রদায়ী কবীরের অনেক বচনের মধ্য হইতে নানারূপ শব্দ তুলিয়া লইয়া বৃথা "রাম" শব্দ ভরিয়া দিয়াছেন। কারণ তাঁহারা অনেকেই এখন রামোপাসক। ভাষায় "তে" বিভক্তিচিহ্নদ্বারা তৃতীয়া পঞ্চমী ও সপ্তমীর বোধ হয়। বাংলাতে এরূপ সুবিধা না থাকায়,

অনেক স্থানে মূলের জমাট অর্থ রক্ষা করিতে পারা যায় নাই। মূলে আমরা যেরূপ বানান ও ব্যাকরণের অশুদ্ধি পাইয়াছি, সেইরূপই রাখিয়াছি; কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি নাই।

ভূমিকা সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে যে সব সাধুভক্তদের সাহায্য পাইয়াছি ও যাঁহাদের গ্রন্থ আমার প্রয়োজনে লাগিয়াছে, সকলের কাছেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। আমার সহযোগী ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু শরৎকুমার রায় মহাশয় এই গ্রন্থের প্রুফ আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন; তাঁহার কাছে আমি ঋণী। যাঁহার উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে আমার এই গ্রন্থ প্রকাশ করাই হইত না, সেই পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম,
শান্তিনিকেতন, বোলপুর।
১লা আশ্বিন, ১৩১৭।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

সূচী

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

কবীর

কবীর-পরখ।

১

কোই রহীম কোই রাম বখানৈ,
কোই কহে আদেস।
নানা ভেষ বনায়ে সবৈ মিল,
ঢূঁর ফিরে চহুঁ দেস॥
কহৈ কবীর অন্ত না পৈহো
বিনা সত্য উপদেশ॥

কেহ বলেন, রাম আমার উপাস্য, কেহ বলেন আমার উপাস্য রহিম, কেহ বলেন প্রত্যাদেশই আমার চালক, এইরূপে সকলে

নানা ভেখ ধারণ করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া মরিতেছেন। কবীর বলেন, সত্য জ্ঞান ভিন্ন কখনই সেই রহস্যের অন্ত পাইবে না।

২

মন তু নাহক দুন্দ মচায়ে
কর অস্নান ছুবো নহি কাহু
পাতী ফূল চঢ়ায়ে।
মূরতসে দুনিয়া ফল মাঁগৈ,
অপনে হাথ বনায়ে॥
যহ জগ পূজে দেব দেহ্রা,
তীরথ বর্ত অনৃহায়ে॥
চলত ফিরত মেঁ পাঁব দুঃখিত ভয়ে
যহ দুঃখ কহাঁ সমায়ে॥
সাঁচে কে সঙ্গ সাঁচ বসত হৈ
ঝূঠে মার হঠায়ে
কহৈঁ কবীর জহঁ সাঁচ বস্তু হৈ
সহজ দর্শন পায়ে॥

হে কবীর, কেন তুমি ব্যর্থ গোলমাল করিতেছ? তুমি নিত্য স্নান কর এবং অন্যকে ছুঁইতে তোমার ঘৃণা হয়—নিত্য তুমি পুষ্পপত্রদ্বারা দেবতাকে পূজা করিতেছ। পৃথিবীর লোক নিজ নিজ হস্তে মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার কাছেই ফল আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। সমস্ত জগৎ দেবমূর্ত্তি, জীনমূর্ত্তি পূজা করিতেছে, তীর্থ, ব্রত, স্নান করিতেছে। পর্য্যটন করিতে করিতে চরণ ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে, এই দুঃখের কোথায় অবসান হইতে পারে? সত্যের সঙ্গে সেই সত্যময় বাস করেন—মিথ্যাকে মারিয়া হঠাইয়া দেয়। কবীর বলেন, যেখানে সত্যবস্তু আছেন, সেখানে সহজেই তাঁহার দর্শনলাভ হয়।

৩

সাধো পাঁড়ে নিপুন কসাঈ।
বকরী মার ভেড় কো ধাবে।
দিলমে দরদ ন আঈ॥

কর অস্নান তিলক দে বৈঠে
বিধি সে দেবী পূজাঈ।
আতম মার পলক মে বিনসে
রুধির কী নদী বহাঈ॥
অতি পুনীত উঁচে কুল কহিয়ে
সভা মাঁহি অধিকাঈ।
ইনসে গুরুদীচ্ছা সব মাঙ্গে
হাঁসি আবৈ মোহিঁ ভাঈ॥
পাপ করণ কো কথা শুনাবৈঁ
করম করাবেঁ নীচা।
গায় বধৈ সো তুরুক কহাবৈ
যহ ক্যা ইনসে ছোটে॥

হে সাধো, পুরোহিত বড় নিপুণ কসাই। (প্রাণহন্তা) পাঁঠা মারিয়া সে মেষের প্রতি ধাবমান—চিত্তে একটুও দয়া বোধ করে না। স্নান করিয়া তিলক ধারণ করিয়া বসিয়া বসিয়া সে যথারীতি তাহার দেবীকে পূজা

করে—আর পলকের মধ্যে প্রাণহিংসা করিয়া রক্তের নদী বহাইয়া দেয়। আবার অতি পবিত্র উচ্চকুল বলিয়া সভার মাঝে গৌরব করে। ইহাদেরই নিকট লোকে দীক্ষা গ্রহণ করে, শুনিয়া আমার হাসি পায়। ইহারা পাপ কথা শুনায়, নীচ কর্ম্ম করায়—হায়রে, যাহারা গো বধ করে তাহাদের তো ইঁহারা তুরুক বলেন। ইঁহারা কি তাহাদের অপেক্ষা কম নাকি?

৪

অরে ইন্ দুহুঁ রাহ ন পাঈ।
হিন্দুকী হিংদবাঈ দেখী,
তুর্কন কী তুর্কাঈ।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো,
কৌন রাহ হ্বৈ যাঈ॥

হায়রে, এই উভয়েই পথ পায় নাই। হিন্দুর হিন্দুয়ানী দেখিয়াছি, মুসলমানের

মুসলমানী দেখিয়াছি। কবীর বলেন, হে সাধো, কোন পথে আমি যাই ?

৫

সাধো দেখো জগ বৌরানা।
সাঁচ কহো তো মারন ধাবৈ
ঝুঁঠে জগ পতিয়ানা।
হিন্দু কহত হৈ রাম হমারা
মুসলমান রহিমানা।
আপস মে দোউ লড়ে মরত হৈঁ
মরম কোই নহিঁ জানা॥
বহুত মিলে মোহিঁ নেমী ধর্ম্মী,
প্রাত করে অস্নানা।
আতম ছোড়ে পষানৈ পূজৈঁ,
তিনকা থোথা জানা॥
পীতর পাথর পূজন লাগে,
তীরথ বর্ত্ত ভুলানা।
মালা পহিনে টোপী পহিনে,
ছাপ তিলক অনুমানা॥

সাধো শব্দে গারত ভূলে,
আতম জ্ঞান ন জানা।
ঘর ঘর মন্ত্র জো দেত ফিরত হৈঁ,
মায়াকে অভিমানা।
গুরুবা সহিত শিষ্য সব বূড়ে,
অন্তকাল পছতানা॥
বহুতক দেখা পীব ঔলিয়া,
পঢ়ৈঁ কিতাব কুরানা।
কহৈঁ মুরীদ কবর বতলাবৈঁ,
উনহুঁ খুদান জানা॥
হিন্দুকী দয়া মেহর তুরকন কী,
দোনোঁ ঘরসে ভাগী।
বহ করে জিবহ বহ ঝটকা মারৈঁ,
আগ দোউ ঘর লাগী।
যা বিধি হসত চলত হৈঁ হমকো
আপ কহাবৈ স্যানা
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
ইন মেঁ কৌন দিবানা।

হে সাধু, দেখ জগৎ কেমন পাগল। যদি সত্য কথা বল তবে তোমাকে মারিতে চাহিবে, যদি মিথ্যা বল তো বিশ্বাস করিবে। হিন্দু বলেন, আমার রাম, মুসলমান বলেন আমার রহিম—পরস্পরে উভয়ে মারামারি করেন অথচ মর্ম্মকথা কেহই বুঝিলেন না। আবার ধর্ম্মও বিধিরপালক নিত্য প্রাতঃস্নায়ী অনেক দেখিয়াছি। তাঁহাদের জ্ঞান স্থূল, কারণ তাঁহারা পরমাত্মাকে ছাড়িয়া পাষাণকে পূজা করেন। কেহ বা পিত্তল মূর্ত্তি পাষাণমূর্ত্তি পূজা করেন, তীর্থব্রতে কেহবা ভ্রান্ত রহিয়াছেন, কেহ কেহ বা মাল্য ধারণ করেন, টুপী পরিধান করেন, ছাপা তিলক করেন, দোঁহা জপ করেন, ভজন গান করেন—কেবল জানেন না পরমাত্মাকে। ঐ যে মিথ্যা অভি-মানে মত্ত হইয়া ঘরে ঘরে মন্ত্র দিয়া ফিরিতে-ছেন—শিষ্যের সহিত সেই গুরু রসাতলে যাইতেছেন—অন্তকালে পরিতাপ হইবে।

পীর ফকীরও বহুত দেখিয়াছি—কেহবা ধর্ম্ম-গ্রন্থ কেহবা কোরাণ পড়েন তাঁহারা সবাই শিষ্য করেন—গুপ্তবার্ত্তা বলেন—অথচ ঈশ্বরকে জানেন না। হিন্দুর দয়া মুসলমানের করুণা উভয়ের ঘর হইতে পলাইয়াছে। একজন বলি দেয় অন্যজন জবাই করে—উভয়ের ঘরেই আগুন লাগিয়াছে। তাঁহারা নিজেদের বুদ্ধিমান মনে করেন এবং আমাকে উপহাস করেন। কবীর কহেন—হে সাধু, ইহার মধ্যে কে পাগল আমাকে বল?

৬

না জানে সাহব কৈসা হৈ।
মুল্লা হোকর বাংগ যো দেবে।
ক্যা তেরা সাহব বহরা হৈ।
কীড়ী কে পগ নেবর বাজে,
সোভী সাহব সুনতা হৈ॥

মালা ফেরী তিলক লগায়া,
লম্বী জটা বঢ়াতা হৈ।
অন্তর তেরে কুফর কটারী,
য়োঁ নহি সাহব মিলতা হৈ॥

জানিনা সেই ঈশ্বর কেমন? ঐ যে মুল্লা চীৎকার করিয়া ডাকিতেছেন তাহার অর্থ কি? তোমার প্রভু কি বধির? হায়, অতি ক্ষুদ্র কীটের চরণেও যে নুপূর বাজে তাহাও তিনি শুনিতে পান্। মালাই ফিরাও, তিলকই লাগাও, লম্বা জটাই বাড়াও তোমার অন্তরে শাণিত খড়্গ;—এমন করিয়া ঈশ্বর মেলে না।

৭

সাধো সো জন উতরে পারা
জিন মনতে আপা ডারা॥
কোঈ কহে মৈঁ জ্ঞানী রে ভাই,
কোঈ কহে মৈঁ ত্যাগী।

কোঈ কহে মৈঁ ইন্দ্রী জীতী,

অহং সবন কো লাগী ॥

কোঈ কহে মৈঁ জোগীরে ভাই,

কোঈ কহে মৈঁ ভোগী।

মৈঁ তো আপা দূর ন ডারা

কৈসে জীবে রোগী।

কোঈ কহৈ মৈঁ দাতারে ভাই,

কোঈ কহে মৈঁ তপ্‌সী।

নিজতত্ত নাম নিশ্চয় নহিঁ জানা

সব ভর্মমে খপ্‌নী ॥

কোঈ কহৈ জোগ সব জানূঁ,

কোঈ কহে মৈঁ রহনী।

আতমদেব সোঁ পরচো নাহীঁ,

য়হ সব ঝূটী কহনী ॥

কোঈ কহৈ ধর্ম্ম সব সাধে,

ঔর বর্ত সব কীন্‌হা।

আপকী ভরম নিকসী নাঁহী হো,

কলেস বহুত শির লীন্‌হা ॥

গরব গুমান সব দূর নিবারে,
করনীকা বল নাহীঁ।
কহেঁ কবীর সাহবকা বন্দা,
পহুঁচা নিজ পদ মাহীঁ ॥

যে জন মন হইতে আপনাকে দূর করিয়াছে সেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। কেহ কহেন আমি জ্ঞানী, কেহ কহেন আমি ত্যাগী, কেহ কহেন আমি ইন্দ্রিয়জেতা—অভিমান কিন্তু সকলেরই লাগিয়া আছে। কেহ বলেন আমি যোগী, কেহ বলেন আমি ভোগী, অভিমানই দূর হইল না—এখন রোগী বাঁচে কেমন করিয়া? কেহ কহেন আমি দাতা, কেহ কহেন আমি তপস্বী, আত্মার তত্ত্ব কেহই নিশ্চিতরূপে জানিলেন না—সকলেই ভ্রমের মধ্যে নিমগ্ন। কেহ কহেন আমি সব যোগ জানি, কেহ কহেন রহস্য জানি—সেই আত্মদেবকে যখন জানা হয় নাই তখন

এই সব কথাই ব্যর্থ। কেহ বলেন সব ধর্ম্ম সাধন করিয়াছি, কেহ বলেন সব ব্রত পালন করিয়াছি—কিন্তু আত্মার ভ্রান্তি যদি দূর না হইয়া থাকে তবে কপালে অনেক ক্লেশ আছে। গর্ব্ব অভিমান যে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, কর্ম্মবন্ধন তাহার কাছে শক্তিহীন। কবীর কহেন, আমি সেই স্বামীর ভৃত্য—নিজপদে আমি উপনীত হইয়াছি।

৮

মো কো কহাঁ ঢূঁড়ো বন্দে।
মৈঁতো তেরে পাসমেঁ।
না মৈঁ দেবল না মৈঁ মসজিদ,
না কাবে কৈলাস মেঁ।
না তৌ কৌন ক্রিয়া কর্ম্ম মেঁ,
নহীঁ যোগ বৈরাগ মেঁ॥
খোজী হোয় তো তুরতে মিলিহৌ,
পল ভরকী তালাস মেঁ।

কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো,
সব শ্বাঁসো কী শ্বাঁস মেঁ ॥

হে সেবক, আমাকে কোথায় অনুসন্ধান করিতেছ ? আমি তোমারই পার্শ্বে রহিয়াছি। আমি কোন মন্দিরে নাই, মস্‌জিদে নাই। কাবা তীর্থে আমি নাই, কৈলাসে আমি নাই, ক্রিয়া কর্ম্মে আমি নাই, যোগে, বৈরাগ্যে আমি নাই। যদি অন্বেষণ করিতে জান তবে তৎক্ষণাৎ আমার দেখা পাইবে— এক নিমেষ খুঁজিলেই পাইবে। কবীর কহেন—হে সাধো, আমি সকল নিঃশ্বাসের নিঃশ্বাসের মধ্যে আছি।

৯

ঐসী দিবানী দুনিয়াঁ,
ভক্তিভাব নহি বুঝে জী।
কোই আবে তো বেটা মাংগে,
যহী গুসাঈঁ দীজৈ জী ॥

কোই আবে দুখ কা মারা,
হম পর কিরপা কীজৈ জী।
কোই আবেতো দৌলত মাংগে,
ভেঁট রুপৈয়া লীজৈ জী।
সাঁচেকো কোই গাহক নাহীঁ,
ঝুঠে জগত খোজে জী।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো,
অংধো কো ক্যা কীজৈ জী॥

হায়, এই দুনিয়া এমন পাগল যে ভক্তির ভাব কেহ বুঝে না। কেহ পুত্রপ্রার্থী হইয়া আসিয়া বলে, "হে গোসাঞী, আমাকে পুত্র দাও।" কেহ দুঃখ-পীড়িত হইয়া আসে আর বলে, "আমার উপর কৃপা কর।" কেহ আসিয়া ধন প্রার্থনা করে এবং ধন উপহার দেয়। সেই পরম সত্যের গ্রাহক কেহ নাই—সকলেই মিথ্যাকে অন্বেষণ করে। কবীর

কহেন—"হে সাধু, এই অন্ধদের লইয়া কি করা যায় ?"

১০

সন্তন জাত ন পূছো নিরগুনিয়াঁ।
সাধ ব্রাহ্মণ, সাধ ছত্তরী,
সাধৈ জাতী বনিয়াঁ।
সাধন মাঁ ছত্তীস কৌম হৈ,
টৈঢ়ী তোর পুছনিয়াঁ॥
সাধৈ নাউ সাধৈ ধোবী,
সাধ জাতি হৈ বরিয়াঁ।
সাধন মাঁ রৈদাস সন্ত হৈঁ;
সুপচ ঋষি সো ভঁগিয়াঁ।
হিন্দু তুর্ক দুই দীন বনে হৈঁ,
কছু নঁহী পহচনিয়াঁ॥

সাধুদের জাতি জিজ্ঞাসা করা বৃথা। কারণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেই সাধনা করিতেছে। সাধনার মধ্যে ছত্রিশ জাতি

আছে। সাধকের জাতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করাই অদ্ভুত। নাপিত সাধনা করিয়াছেন, ধোপা সাধনা করিয়াছেন, ছুতোর সাধনা করিয়াছেন। সাধনার মধ্যে রৈদাস সাধক আছেন, শ্বপচ ঋষি তো জাতিতে চামার। হিন্দু মুসলমান সব জাতির লোকই সাধক হইয়াছেন, ইহার মধ্যে কিছুরই বিচার নাই।

১১

জাকে প্রেম ন আবত হিয়ে।

কাহ ভয়ে নর কাসী বসে সে,
কা গংগা জল পিয়ে।
কাহ ভয়ে নর জটা বঢ়ায়ে
কা গুদরীকে সিয়ে॥
কাহে ভয়ে কংঠীকে বাঁধে,
কাহ তিলক কে দিয়ে।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
নাহক ঐসে জিয়ে॥

যাহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয় নাই তাহার কাশীবাস করিলেই বা কি, গঙ্গাজল পান করিলেই বা কি, কন্থা শিলাই করিলেই বা কি? তাহার কণ্ঠী পরিলেই বা কি, তিলক লাগাইলেই বা কি? কবীর কহেন—হে ভাই, তাহার বাঁচিয়া থাকাই বৃথা।

১২

কা জোগী মুদ্রা কবৈ,
সাহিব গতি-ন্যারী।
ঝাড়ী জংগল রে ফিরৈঁ,
অন্ধে বৈপারী।
পূজা তর্পন জাপ মেঁ,
ভূলে ব্রহ্মচারী॥
উলটা পবন চঢ়ায়কে,
জীবৈঁ অধিকারী।
বায় তজকে অজগর ভয়ে,
গয়ে বাজী হারী॥

সুন্ন মহল কহাঁ সোইয়ে
জহঁ নিস অঁধিয়ারী।
কহৈঁ কবীর রহঁ সোইয়ে,
রবি সসি উজিয়ারী॥

আমার স্বামীর নিগূঢ় লীলা। যোগী মুদ্রা-যোগ অভ্যাসের দ্বারা তাঁহাকে কেমন করিয়া জানিবে? অন্ধ ধর্ম্মের ব্যবসায়ী ঝাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ব্রহ্মচারী পূজা তর্পণ জপে ভুলিয়া আছে। কুম্ভকের দ্বারা যোগী যে প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন, তিনি জগতের বায়ু ত্যাগ করিয়া অজগর সর্পের ন্যায় শক্তি-লাভ করিয়া এই বিশ্বখেলায় বাজী হারাইলেন—ব্রহ্মকে পাইলেন না।

শূন্য আমার মন্দির, গভীর রজনীর ন্যায় সেখানে অন্ধকার—কোথায় আমি বিশ্রাম করিব? কবীর কহেন, "সেইখানে শয়ন কর, যেখানে তোমার মন্দিরে রবি শশী দীপ্যমান।"

১৩

মন ন রঙ্গায়ে,
রঙ্গায়ে জোগী কপড়া ॥
আসন মারি মন্দির মেঁ বৈঠে
ব্রহ্ম ছাড়ি পূজন লগে পথরা
কনবা ফড়ায় জোগী
জটবা বঢ়ৌলৈ।
দাঢ়ী বঢ়ায় জোগী,
হোই গৈলৈ বকরা ॥
জঙ্গল জায় জোগী,
ধুনিয়া রমৌলৈ।
কাম জরায় জোগী,
হোই গৈলৈ হিজরা ॥
মথবা মুড়ায় জোগী,
কপড়া রঙ্গৌলৈ।
গীতা বাঁচকে,
হোই গৈলৈ লবরা ॥

কহহিঁ কবীর,
সুনো ভাই সাধো
জম দরজরা,
বান্ধল জৈবে পকড়া ॥

প্রেমের রঙ্গে মন না রঙ্গাইয়া যোগী তাহার কাপড় রঙ্গাইয়াছে। দিব্য মন্দিরের মধ্যে আসন করিয়া বসিয়া ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া পাষাণ পূজা করিতেছে। কান বিদীর্ণ করিয়া যোগী জটাগুলি দীর্ঘ করিতেছেন—দাড়ী বাড়াইয়া যোগী একেবারে ছাগলের মত হইয়াছেন। জঙ্গলে যাইয়া যোগী ধুনি জ্বালাইয়া বসিতেছেন এবং কামকে দগ্ধ করিয়া নপুংসক হইয়া গিয়াছেন। মাথা মুড়াইয়া, কাপড় রঙ্গাইয়া গীতা পড়িয়া, যোগী মিথ্যা বাচাল হইয়া গিয়াছেন। কবীর কহেন—"তোমাকে বদ্ধ হইয়া মৃত্যুর দ্বারে যাইতে হইবে।"

১৪

জব মৈঁ ভূলারে ভাঈ,
মেরে সতগুর জুগত লখাঈ ॥
কিরিয়া কর্ম্ম অচার মৈঁ ছাঁড়া,
ছাঁড়া তীরথকা ন্‌হানা।
সগরী দুনিয়া ভঈ সয়ানী,
মৈঁ হী ইক বৌরানা ॥
না মৈঁ জানূঁ সেবা বংদগী,
না মৈঁ ঘণ্ট বজাঈ।
না মৈঁ মূরত ধরী সিংঘাসন,
না মৈঁ পুহুপ চঢ়াঈ ॥
না হরি রীঝৈ জপ তপ কীন্‌হে,
না কায়াকে জারে।
না হরি রীঝৈ ধোতী ছাঁড়ে,
না পাঁচো কে মারে ॥
দয়া রাখি ধরম কো পালৈ,
জগ সোঁ রহৈ উদাসী।

আপনা সা জীব সব কো জানৈ,
তাহি মিলৈ অবিনাসী ॥
সহৈ কুশব্দ বাদকো ত্যাগৈ
ছাঁড়ৈ গর্ব্ব গুমানা।
সত্ত নাম তাহি কো মিলিহৈ
কহৈঁ কবীর সুজানা ॥

হে ভাই, যখন আমি ভুলিয়াছিলাম তখন সেই আমার সদ্‌গুরুই আমাকে যুক্তিযুক্ত পথ দেখাইয়াছেন। আমি তখন ক্রিয়াকর্ম্ম আচার ছাড়িলাম—তীর্থে তীর্থে স্নান ছাড়িলাম। তখন দেখি কি সমস্ত সংসারই মহাজ্ঞানী আমিই একা পাগল, তাহাদের মধ্যে থাকিয়া সকলকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছি। সেদিন হইতে আমি না জানি দণ্ডবত প্রণাম—না বাজাই ঘণ্টা—না আমি সিংহাসনে কোন মূর্ত্তি স্থাপন করি—না আমি পুষ্পের দ্বারা কোন প্রতিমা অর্চ্চনা করি।

জপতপ করিয়া দেহকে দগ্ধ করিলেই হরি তৃপ্ত হন্ না—পঞ্চেন্দ্রিয়কে বধ করিয়া বসন পরিধান ত্যাগ করিলেই হরি তৃপ্ত হন্ না।

যে দয়ালু ধর্ম্মকে পালন করে, জগতের মধ্যে উদাসীন থাকে, সকল জীবকে আত্মবৎ জ্ঞান করে, সেই অমৃতপুরুষকে প্রাপ্ত হয়। যে অপমান সহ্য করে, কু কথা ত্যাগ করে, সকল গর্ব্ব হইতে যে মুক্ত, কবীর কহেন, সেই সত্য দেবতাকে প্রাপ্ত হয়।

১৫

সাধো ভজন ভেদ হৈ ন্যারা ॥
কা মালা মুদ্রা কে পহিরে,
চন্দন ঘসে লিলারা।
মূঁড় মুড়ায়ে সির জটা রখায়ে,
অংগ লগায়ে ছারা ॥

কা পানী পাহন কে পূজে,
কন্দ মূল ফরহারা।
কহা নেম তীরথ ব্রত কীন্হে,
জো নহি তত্ত্ব বিচারা ॥
কা গায়ে কা পঢ়ি দিখ্‌লায়ে,
কা ভরমে সংসারা।
কা সন্ধ্যা তরপনকে কীন্হে,
কা ষট্ কর্ম্ম অচারা ॥
দৈ পরচে স্বামী হোয় বৈঠে,
করে বিষয় ব্যোহারা।
জ্ঞান ধ্যানকো মরম ন জানে,
বাদ করে নিঃকারা ॥
ফুঁকে কান কুমতি আপনেসে,
বোঝ লিয়ো সির ভারা।
বিন সত্‌গুরু ব্রহ্ম কেতিক বহিগে,
লোভ লহরকী ধারা ॥
গহীব গংভীর পার নাহি পাবৈঁ,
খণ্ড অখণ্ড সে ন্যারা।

দৃষ্টি অপার চলব কো সহজৈ,
কটৈ ভরমকৈ জারা ॥
নির্ম্মল দৃষ্টি আত্মা জাকী,
সাহব নাম অধারা।
কহৈঁ কবীর, তিহী জন আরৈ,
মৈঁ তৈঁ তজৈ বিকারা ॥

হে সাধু, সাধনার রহস্য অতিশয় নিগূঢ়। মাল্য ও মুদ্রা ধারণ করিলেই বা কি, ললাটে চন্দন ঘসিলেই বা কি? মাথা মুড়াইয়া, জটা ধারণ করিয়া, অঙ্গে ভস্ম লেপন করিয়া, জল বা মূর্ত্তি পূজা করিয়া, কন্দ ফলমূল আহার করিয়া লাভ কি?

যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে নাই তাহার তীর্থ ব্রত নিয়ম পালন করিলে কি? গাহিলেই বা কি, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেই বা কি, সংসারময় ভ্রমণ করিলেই বা কি, সন্ধ্যা তর্পণ ষট্‌কর্ম্ম আচরণ করিলেই বা কি?

এই সব তত্ত্বজ্ঞানহীনেরা নিজেদের সাধু

বলিয়া জানায় এবং স্বামী হইয়া বসিয়া* বিষয় ভোগ করে; ইহারা জ্ঞান ধ্যানের মর্ম্ম জানে না, কেবল বৃথা তর্ক করে।

আপনার মাথায় কর্ম্মের বোঝা অথচ অন্যের কানে মন্ত্র দিয়া বেড়ায়—এমনই ইহাদের কুমতি, পরমগুরু ব্রহ্মকে না জানিয়া আর কতদিন ইহারা লোভের তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইবে?

নিগূঢ় যিনি, গভীর যিনি, যাঁহার পার পাওয়া যায় না, সীমা ও অসীমা হইতে যিনি অতীত অপার যাঁহার দৃষ্টি, সর্ব্বত্র যাঁহার অব্যাহত প্রবেশ, সেই ব্রহ্মই সকল ভ্রম-জাল মোচন করিতে পারেন।

যাঁহার নির্ম্মল দৃষ্টি, যাঁহার আত্মা ব্রহ্ম নামের আধার, যিনি 'আমি' 'তুমি' এই ভেদজ্ঞানহইতে মুক্ত, তিনিই সাধানার রহস্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ—কবীর এই কথাই বলিতেছেন।

১৬

সব জগ রোগিয়া হো,
জিন বেহদ বৈদ ন খোজা ॥
ঝুঠে গুরুকো সব কোই পূজৈ,
সাঁচে না পতিয়াই।
অন্ধে বাঁহ গহী অন্ধেকী
মারগ কৌন দিখাই ॥

সংসারে সবাই রোগী হইয়া আছে—কারণ যিনি অসীম বৈদ্য তাঁহার সন্ধান এখনও লওয়া হয় নাই।

মিথ্যা গুরুকেই সকলে পূজা করে—যিনি সত্য তাঁহাকে কেহ প্রত্যয়ই করে না। অন্ধ অন্ধের বাহু ধরিয়া চলিয়াছে—এখন পথ দেখাইবে কে?

১৭

ঔরোঁ কহুঁ বতায় সুনো,
পরপংচকে ফন্দা।

পূজৈঁ ভূত পিসাচ কাল
ঘর করৈঁ অনন্দা ॥
একাদসী নির্জল রহৈ,
ভগতা শুনৈ পুরান।
বকরা মারি মাঁস কৈ ভোজন,
ঐসে চতুর সুজান ॥
অবে নিপট চণ্ডাল মহা-
পাপী অপরাধী।
বিনা দয়া অজ্ঞান কায়া
কাহেঁ নহিঁ সাধী ॥
তোহি অস নিগুরা বহুত ফিরত হৈঁ,
মনমেঁ করৈঁ গুমান।
কহৈঁ কবীর জো প্রেমসে বিছুড়ে,
তাকো নরক নিদান ॥

মোহবন্ধন সম্বন্ধে আমি আরও বিশেষ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর:—ইহারা ভূত

পিশাচ পূজা করেন এবং মৃত্যু তাহার ধামে বসিয়া আনন্দ করিতে থাকে।

ভক্ত মহাশয় তো একাদশীতে নির্জ্জলা উপবাস করেন, মনোযোগ দিয়া পুরাণ শ্রবণ করেন। এদিকে আবার এমন বুদ্ধিমান ও সহৃদয় যে ছাগ মারিয়া মাংস ভোজনটুকু বেশ চলে। ওরে ওরে অত্যন্ত চণ্ডাল মহাপাপী অপরাধী, দয়া বিনা তুই অন্ধকারে রহিয়াছিস্—তোর দেহকে কেন তুই দয়ার সাধনায় নিয়োগ না করিলি?

তোর মত অকর্ম্মণ্য বহু লোক জগতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—মনে তাহাদের গর্ব্ব কত! কবীর কহেন, প্রেম হইতে যে বিচ্ছিন্ন, নরকে তাহার নিশ্চয় গতি।

১৮

অপনে সুতকৈ মুংডন করাবৈ,
ছূরা লগন ন পাবৈ।

অজয়া কৈ চিংগনা ধর মারৈ,
তনিকো দয়া ন আরৈ ॥

আপনার পুত্রের মস্তকমুণ্ডন করাইবার সময় কত দয়া, কত সাবধান, মাথায় যেন ক্ষুর না লাগে! আর ছাগের শিশু ধরিয়া ধরিয়া বলি দেয়,—একটুও দয়া হয় না!

১৯

দেবী জীকো খস্‌সী ভেড়া
পীরন কৌ নৌ নেজা।
উন সাহেব কো কুছভী নাহীঁ
বাঁহ পকড় জিন ভেজা ॥

দেবীর জন্য খাসী ভেড়া; পীরদের জন্য উত্তম উত্তম দ্রব্য। সেই প্রভু, যিনি হাতে ধরিয়া আমাদিগকে পাঠাইলেন তাঁহার জন্য কিছুই নাই!

২০

জীরত ব্রহ্মকো কোই ন পূছৈ,

মুরদাকে মেহমানী ॥

জীবন্ত ব্রহ্মকে কেহই পূজা করে না

সকলেই মৃত দেবতাকে আদর করে।

কবীর উপদেশ

১

অবধূ অমল করৈ সো পাৱৈ।
জৌলগ অমল অসর না হোৱৈ,
তৌলগ প্রেম ন আৱৈ।
বিন খায়ে ফল স্বাদ বখানৈ,
কহত ন সোভা পাৱৈ।
আঁধর হাত লিয়ে কর দীপক,
কর পরকাস দিখাৱৈ।
ঔরন আগে করে চাঁদনা,
আপ অন্ধেরে ধাৱৈ॥

হে সাধু, যে পবিত্র হয় সেই পায়। যে পর্য্যন্ত পবিত্রতার সাধনা সফল না হয় সেই পর্য্যন্ত প্রেম হইতে পারে না। না খাইয়া যদি কেহ ফলের স্বাদ ব্যাখ্যা করে, তবে সে কথা

শোভন নহে। অন্ধ যদি নিজ হস্তে দীপ লইয়া আলোক দেখায় তবে অন্যের নিকট আলোক ধরিলেও সে স্বয়ং অন্ধকারে ধাবিত হয়।

২

জবলগ ঘট সেঁ। পরচে নাহীঁ,
তবলগ কুছ নহি পায়ো হো।
তীরথ ব্রত ঔর জপ তপ সংযম,
য়া করনী মত ভূলো হো,
না কুছ ন্হায়া না কুছ ধোয়া
না কুছ ঘণ্ট বজায়া হো।
না কুছ নেতী না কুছ ধোতী
না কুছ নাচা গায়া হো॥
সিঙ্গী সেল্হী ভভূত ঔর বটুয়া
সাঁঙ্গ স্বাংগসে ন্যারা হো
কহৈঁ কবীর মুক্তি যো চাহো
মানো শব্দ হমারা হো॥

যে পর্য্যন্ত পরমাত্মার সহিত পরিচয় হয় নাই সে পর্য্যন্ত কিছুই পাও নাই। তীর্থ, ব্রত, জপ, তপ, সংযম এই সকল কর্ম্মেই ভুলিয়া থাকিও না।

আমি না নাহিলাম, না ধুইলাম, না ঘণ্টা বাজাইলাম, না কিছু নেতী, না কিছু ধোতি, না কিছু নৃত্য গীত করিলাম। শিঙা, মালা, বিভূতি, ঝোলা এই সবহইতে সেই স্বামী স্বতন্ত্র। কবীর কহেন, যদি মুক্তি চাও তবে আমার কথা শোন।

৩

সতী কো কৌন সিখারতা হৈ,
সঙ্গ স্বামীকে তন জারনা জী।
প্রেম কো কৌন সিখারতা হৈ,
ত্যাগ মাহিঁ ভোগ কা পানা জী।

স্বামীর সঙ্গে দেহ দগ্ধ করিতে সতীকে কে কবে শিখাইয়াছে? ত্যাগের মধ্যে

ভোগকে লাভ করিতে প্রেমকে কে কবে শিখাইয়াছে?

৪

স্থর পরকাস, তঁহ রৈন কহঁ পাইয়ে
রৈন পরকাস, নহিঁ স্থর ভাসৈ।
জ্ঞান পরকাশ, অজ্ঞান কহঁ পাইয়ে
হোয় অজ্ঞান, তহঁ জ্ঞান নাসৈ।
কাম বলবান, তঁহ প্রেম কঁহ পাইয়ে
প্রেম জঁহ হোয় তঁহ কাম নাহীঁ।
কহৈ কবীর যহ সত্ত বিচার হৈ
সমঝ বিচার কর দেখ মাহীঁ॥

পকড় সমসের সংগ্রাম মেঁ পৈসিয়ে
দেহ পরয়ংত কর যুদ্ধ ভাঈ।
কাট সির বৈরিয়াঁ দাব জহঁকা তহাঁ,
আয় দরবারমেঁ সীস নবাঈ॥

স্থর সংগ্রামকো দেখ ভাগে নহীঁ,
দেখ ভাগৈ সোঈ স্থর নাহীঁ।

কাম ঔর ক্রোধ মদ লোভসে জূঝনা,
মচা ঘমসান তন খেত মাহীঁ ॥
সীল ঔর সাঁচ সন্তোষ সাহী ভয়ে,
নাম সমসের তহঁা খূব বাজে।
কহৈ কবীর কোই জূঝিহৈ সূরমা
কায়রাঁ ভীড় তঁহ তুর্ত ভাজে ॥

সাধকা খেলতো বিকট বেঁড়া মতী
সতী ঔর সূরকী চাল আগে।
সূর ঘমসান হৈ পলক দো চারকা,
সতী ঘমসান পল এক লাগে ॥
সাধ সংগ্রাম হৈ রৈন দিন জূঝনা
দেহ পর্য্যন্তকা কাম ভাঈ ॥

XXXVII

সূর্য্য যেখানে প্রকাশিত সেখানে রাত্রি কোথায়? রাত্রি যদি থাকে তবে সেখানে সূর্য্য আলো দেয় না। যেখানে জ্ঞান প্রকাশিত সেখানে অজ্ঞান কোথায়?

অজ্ঞান যদি থাকে তো জ্ঞান সেখানে বিনষ্ট হইয়াছে।

কাম যেখানে বলবান্ সেখানে প্রেম কোথায়? প্রেম যেখানে আছে সেখানে কাম নাই। কবীর কহেন, ইহা সত্য বিচার, অন্তরের মধ্যে ইহা ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ।

খড়্গ লইয়া সংগ্রামে প্রবেশ কর। হে ভ্রাতঃ, দেহপাত পর্য্যন্ত যুদ্ধ কর। মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া শত্রুকে সেইখানেই পরাস্ত করিয়া সেই প্রভুর দরবারে আসিয়া মস্তক অবনত কর।

বীর কখনও সংগ্রাম করিয়া পলায়ন করে না, যে পলায়ন করে সে কখনই বীর নহে। কাম, ক্রোধ, মদ, লোভের সহিত এই দেহ-ক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ লাগিয়াছে। শীল এবং সত্য সন্তোষের রাজ্যমধ্যে এই যুদ্ধ চলিয়াছে,—নাম-খড়্গ সেখানে খুব ধ্বনিত হইতেছে। কবীর কহেন, যদি কোন বীর যুদ্ধ করিতে

অগ্রসর হন, তবে সেই কাপুরুষদের ভীড় এক নিমিষে পলায়ন করে।

সাধকের যুদ্ধ অতিভীষণ, অতি দুষ্কর। সতী ও বীরের ব্রত অপেক্ষা সাধকের ব্রত অনেক দুরূহ। বীরের যুদ্ধ দুই চারি দণ্ডের, সতীর যুদ্ধ দুই এক পলের। সাধকের সংগ্রাম দিবারাত্র চলিয়াছে, যতকাল কায়া আছে ততকাল সেই যুদ্ধের অবসান নাই।

৫

অরে মন ধীরজ কাহে ন ধরৈ।
পসু পংছী জিব কীট পতংগা
সব কী সুদ্ধ করৈ।
গর্ভ বাসমেঁ খবর লেতু হৈ
বাহর ক্যোঁ বিসরৈ॥
মন তু হসনসে * সাহেবকে
ভটকত কাহে ফিরৈ।

* হসন অর্থে ভাল, আনন্দ ও কল্যাণও হয়। সুফীদের সাধন-শাস্ত্র হইতে এই শব্দটি গৃহীত।

পীতম ছোড় ঔরকো ধ্যাবৈ,

কারজ ইকন সরৈ ॥

হে মন, কেন তুমি ধৈর্য্য ধরিতেছনা? যিনি পশু, পক্ষী, জীব কীট পতঙ্গ সকলের খবর নেন; গর্ভে থাকিতে যিনি খবর নিয়াছেন, বাহিরে কি তিনি খবর নিবেন না।

হে মন, প্রভুর হাসি হইতে দূরে দূরে কেন পলাইয়া ফিরিতেছে? প্রিয়তমকে ছাড়িয়া তুমি অন্যকে ধ্যান করিতেছ—তাই তোমার সব ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

৬

চরণন ধ্যান লগায় কে রহৌ,

নাম সৌ লায়।

তনিক ন তোহি বিসারি হৌঁ

য়হ তন রহে কি যায়।

তোমার নাম-ধ্যান লইয়া তোমার চরণের ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিব। এই দেহ থাকুক বা যাউক, এক পলের জন্যও তোমাকে বিস্মৃত হইব না।

৭

প্রেম গহৌ নিরভয় রহৌ,
তনিক ন আবৈ পীর
যহ লীলা হৈ মুক্তিকী
গাবত দাস কবীর।

প্রেমকে গ্রহণ করিব। নির্ভয় থাকিব। লেশমাত্র পীড়া আসিবে না। দাস কবীর গাহিতেছেন, ইহাই মুক্তির সহজ লীলা।

৮

বাতোঁ মুক্তি না হোই হৈ
ছাড়ৈ চতুরাঈ হো॥
এক প্রেম জানে বিনা
ভূলা দুনিয়াঈ হো।

বেদ কতেব ভবজাল হৈ,
মরি হৈ বৌরাঈ হো ॥
মুক্তি ভার কুছ ঔর হৈ
কোই বিরলে পাঈ হো।
বসহু হমারে দেশরা,
জম তলব নসাঈ হো ॥
কহৈ কবীর পুকারিকে,
সাধুন সমুঝাঈ হো।
সন্ত সঞ্জীবন প্রেম হৈ
সত গুরুহি লখাঈ হো ॥

চতুরতা ত্যাগ কর, বাক্যদ্বারা মুক্তিলাভ করা সম্ভবনয়। একমাত্র প্রেমকে যতদিন না জানিবে ততদিন এই বিশ্ব-জগতে ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিবে। বেদ ও কোরাণ ভববন্ধনস্বরূপ; ইহাদের মধ্যে তুমি পাগল হইয়া মরিবে। মুক্তি ও প্রেম অন্য কিছু, বিরলে ইহাদিগকে কেহ পায়। এস ভাই, আমার দেশে আসিয়া বাস কর, যমের

আহ্বান তুমি অতিক্রম করিবে। কবীর চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, প্রেমই একমাত্র সত্য, প্রেমই একমাত্র জীবনাধার, সদ্‌গুরু এই লক্ষ্যই স্থির করিয়া দেন।

৯

প্রেম লগন ছুটৈ নঁহী
সোই সাধু সয়ানা হো।
ক্যা সরায় কা বাসনা,
সব লোগ বেগানা হো॥
হুআ ভোর চল দরবার মেঁ,
সব কো পহচানো হো॥

সেই সাধুই জ্ঞানী প্রেমের সংযোগ যাঁহার আর ছুটিবার নহে। পান্থশালায় বাস করিতেছ, সমস্ত লোক তোমার অপরিচিত, এখন ভোর হইয়াছে সেই দরবারে চল—সকলেরই পরিচয় লাভ করিবে।

১০

জগতসেঁ পরব নহীঁ পলকী ॥
ঝূট কপট করি বন্ধ জোরিন
বাত করৈঁ ছলকী।
কামকী পোট ধরে সির উপর
কিস বিধি হোয় হলকী ॥
জ্ঞান বৈরাগ প্রেম মন রাখো
কহৈঁ কবীরা দিল কী ॥

এক পলকের জন্যও জগতের সঙ্গে তোমার পরিচয় হইল না। ছলনার কথা কহিতেছ এবং মিথ্যা ও কপটাচরণ করিয়া আপনার বন্ধন প্রস্তুত করিতেছ। কামনার বোঝা তোমার মাথার উপরে রহিয়াছে—হাল্‌কা হইবে কেমন করিয়া? কবীর অন্তরের কথা বলিতেছেন—জ্ঞান, বৈরাগ্য ও প্রেমকে প্রাণের মধ্যে রাখ।

১১

জোগ জাপ নেম ব্রত পূজা

বহু পরপংচ পসারা হো।

সতগুরু পীর জীবকে রক্ষক

তাসে করো মিলানা হো॥

জাকে মিলে পরম সুখ উপজৈ,

পাবো পদ নির্ব্বানা হো।

কহৈঁ কবীর তহাঁ পহুঁচাউঁ,

সত্তপুরুষ দরবারা হো॥

যোগযাগ নিয়ম ব্রত পূজা প্রভৃতি কত ব্যাপারই বিস্তীর্ণ হইয়াছে।

যিনি সদ্গুরু, যিনি প্রিয়, যিনি জীবের রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহার সহিত মিলন কর,—যাঁহার সঙ্গে মিলনে পরমানন্দ ও নির্ব্বাণ-পদকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কবীর কহেন, আমি সেখানে পৌছাইয়া দিব যেখানে সত্য পুরুষের দরবার।

১২

মনরে অবকী বের সম্‌হারো ॥
পূর রহোঁ জগদীশ গুরু তন
যা সে রহো নিয়ারো।
কহেঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো,
সব ঘট দেখনহারো ॥

হে মন, এইবার নিজকে নিজে সামলাও। ঐ যে জগদীশ জগতের গুরু তোমার তনুকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন—তাঁহার নিকটে অবস্থান কর। কবীর কহেন, হে সাধু, সকল জীবকে তিনি সর্ব্বদা দেখিতেছেন।

১৩

মন কররে সাহবসে প্রীত।
সরন আয়ে সো সবহী উবরে,
ঐসী উনকী রীত।
ঐসো জন্ম বহুর নহি পৈহো,
জাত উমির সব বীত।

হে মন, সেই স্বামীর সঙ্গে প্রেম করিয়া লও। যে তাঁহার শরণ লয় তাহার আর ক্ষয় নাই, এমনই তাঁহার রীতি। এমন জন্ম আর ফিরিয়া পাইবে না; তোমার বয়স বহিয়া গেল।

১৪

কায়া কোট মেঁ কাম বিরাজৈ
সো জম কে গঢ় ছায়ো।
জনম মরনতে অমীকী ধারা
প্রেম পিয়ালা লাও॥
সরস গগন মেঁ হোত মহা ধুন
সাধন সুন উঠি ধাও।
রাগ গম্ভীরা কহে কবীরা,
সুতল ব্রহ্ম জগাও।

তোমার দেহমন্দিরে যে কাম বিরাজ করে সেই তো মৃত্যুর দুর্গ বাঁধিয়াছে! জনম হইতে

মরণ পর্য্যন্ত অমৃতের প্রবাহ চলিয়াছে—প্রেমের পেয়ালা গ্রহণ কর। গগনে যে সরস মহা সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে সাধনায় তাহা শুনিয়া উঠিয়া ধাবিত হও। গভীর রাগিণীতে কবীর কহিতেছেন, "সুপ্ত ব্রহ্মকে জাগ্রত কর।"

১৫

সুখসাগরমে আয়কে,
মত জা রে প্যাসা।
অজহু সমঝ নর বাবরে,
জম করত তিরাসা॥
নির্ম্মল নীর ভরের তেরে আগে
পীলে স্বাঁসো স্বাঁসা।
মৃগতৃষ্ণা জল ছাঁড় বাবরে
করো সুধারস আসা॥
ধ্রু প্রহলাদ শুকদেব পিয়া
ঔর পিয়া রৈদাসা

প্রেমহি সংত সদা মতবালা
এক প্রেমকী আসা ॥
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
মিটগঈ ভয়কী বাসা ॥

হে বিভ্রান্ত মানব, সুখসাগরে আসিয়া পিপাসার্ত্ত হইয়া ফিরিয়া যাইও না। এখনও প্রবুদ্ধ হও—কারণ মৃত্যুর ভয় তোমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তোমার সম্মুখে নির্ম্মল নীর ভরিয়া আছে, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে পান করিয়া লও। হে উন্মত্ত, মৃগতৃষ্ণার পশ্চাতে ধাবমান হইও না—সেই অমৃত-রসের আকাঙ্ক্ষা কর। ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও শুকদেব ইহা পান করিয়াছেন; আর পান করিয়াছেন সাধক রইদাস।

প্রেমেই সাধক সদাই মত্ত। এক প্রেমেই তাঁহার আশা। কবীর কহেন, হে সাধু ভয়ের বাসা ভাঙিয়াছে।

১৬

ভ্রমকে তালা লগা মহল যে
প্রেমকী কুঁজী লগাব।
কপট কিবড়িয়া খোল কেরে
যহি বিধি পিয়কো জগাব॥
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
ফির ন লগৈ অস দাব॥

মহলে ভ্রমের তালা বন্ধ আছে—প্রেমের চাবী লাগাও। এমন করিয়াই কপটের দুয়ার খুলিয়া সেই ভবনের মধ্যে প্রিয়তমকে জাগ্রত কর। কবীর কহেন, হে ভাই এমন সুবিধা কি আর পাইবে?

১৭

যহ জিয়রা অনমোল হৈ
ভয়ো কৌড়ীকো ফেকারে।

এই প্রাণ অমূল্য ইহাকে এক কড়ার বাজীতে দান রাখিয়াছ!

১৮

কোই ভূলা মন সমুঝাবৈ।
বোয় বকুল, দাখ ফল চাহৈ,
সো ফল কৈসে পাবৈ।

ভোলামনকে কে বুঝাইবে? সে বাব্‌লা কাঁটা রোপণ করিয়া দ্রাক্ষা ফল চাহিতেছে, সে ফল কেমন করিয়া পাইবে?

১৯

ছিমা গহো হো ভাঈ
ধর বালম চরনী ধ্যান রে।
মিথ্যা কপট তজো চতুরাঈ
তজো জাতি অভিমান রে॥
দয়া দীনতা সমতা ধাবো,
হো জীবত মৃতক সমান রে।
সুরত নিরত মন পবন এক কর
সুনো শব্দ ধুন তান রে॥

কহৈঁ কবীর পহুঁচো সত লোকা
জহঁ রহে পুরুষ অমান রে।

হে ভাই, ক্ষমাকে গ্রহণ কর, বল্লভের চরণ ধ্যান কর। মিথ্যা, কপটতা, চতুরতা, ও জাতির অভিমান ত্যাগ কর। দয়া, দীনতা, সাম্য অভ্যাস কর এবং জীবিত থাকিতেই মৃতের ন্যায় হও।

প্রেম ও বৈরাগ্য, মন ও জীবন ক্রিয়াকে এক করিয়া বিশ্বসঙ্গীতের ধ্বনি ও তান শোন। কবীর কহেন, এই উপায়ে সেই সত্যলোকে উত্তীর্ণ হও—যেখানে অসীম পুরুষের ধাম।

২০

খসম ন চীন্‌হৈ বাবরী,
কা করত বড়াঈ।
বাতন লগন ন হোয়ঁগে
ছোড়ো চতুরাঈ॥

সাখী শব্দ সন্দেস পঢ়ি
মত ভূলো ভাঈ।
সার প্রেম কছু ঔর হৈ
খোজা সো পাঈ॥

ওরে পাগলিনী, স্বামীকেই চিনিস্ নাই তুই কিসের বড়াই করিস্? চতুরতা ত্যাগ কর, বাক্যের দ্বারা কখনও মিলন হইবার নহে। ধর্ম্মবিষয়ক শব্দ ও সন্দেশ পড়িয়া ভুলিয়া থাকিও না। সার প্রেম এক স্বতন্ত্র বস্তু—যে যথার্থভাবে চাহিয়াছে সে তাহা পাইয়াছে।

কবীর সাধনা

১

ভক্তি সব কোই করে
ভরম না টরে
ভরম জঞ্জাল দুখ দুন্দ ভারী।
ব্রহ্ম চিন্হে নহীঁ
ভরম পূজত ফিরে
হিয়েকে নৈনকোঁ ফোড় ডারী ॥
কাটি সর জীব ধর
থাপ নিরজীবকো,
জীবকে হতন অপরাধ ভারী ॥
জীব কা দর্দ
বেদর্দ কসকে নহীঁ
জীভকে স্বাদ নিত জীব মারি ॥

ধন্য সৌভাগ জিন্‌

সাধু সংগত করী

জ্ঞানকী দৃষ্টি লীজৈ বিচারী ॥

সন্ত দাবা গহো

আপ নির্ভয় রহো

আপকো চীন্‌হ্‌ লখ নাম সাবী ॥

কহৈঁ কবীর তু

সন্তকো নজর কর

বোলতা ব্রহ্ম সব ঘটকো উজারী।

অনেকেই ভক্তি করে অথচ ভ্রান্তি টলে না। ভ্রান্তি বড়ই জঞ্জাল, ভ্রান্তি ঘোর দুঃখও সংশয়েব আগার।

ইহারা ব্রহ্মকে চেনেনা ভ্রান্তিকেই পূজা করিয়া বেড়ায়—হৃদয়ের নেত্রকে ইহারা উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছে। জীবিতের শির কাটিয়া ইহারা নির্জীবের সম্মুখে পূজা দেয়। জীবের হত্যায় যে ঘোর পাপ আছে,

জীবের যে দুঃখ ও বেদনা আছে, ইহারা সে সব বিবেচনা করে না—নিত্য জীবহত্যা করিয়া ইহারা রসনা তৃপ্ত করে। তিনি ধন্য যিনি সাধুর সঙ্গ করিয়াছেন এবং বিচারের দ্বারা জ্ঞানের দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন।

তোমার যে সত্য দাবী আছে তাহা গ্রহণ কর, নির্ভয় হও, আপনাকে চিনিয়া লও, সকলের সার ব্রহ্মকে লক্ষ্য কর। কবীর কহেন, তুমি সত্যের দিকে নেত্রপাত কর। চাহিয়া দেখ, সকল জীবকে উজ্জ্বল করিয়া ব্রহ্মই নিরন্তর দীপ্যমান।

২

সুখ সিংধকী সৈরকা
স্বাদ তব পাই হৈ
চাহকা চৌতরা ভূল জাবে।
বীজকে মাহি জোঁ৷
বৃচ্ছ বিস্তার যোঁ৷
চাহকে মাহিঁ সব রোগ আবে॥

তোমার অমৃতসিন্ধুতে বিহারের স্বাদ পাইয়া আমার চাওয়ার বালাই ঘুচিয়াছে। বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষের বিস্তার, তেমনি এই চাওয়ার মধ্যেই যত রোগ।

৩

সাধো ভাঈ জীবতহী করো আসা ॥
জীবত সম্ঝে জীবত বুঝে,
জীবত মুক্তি নিরাসা।

জীবত করমকী ফাঁস ন কাটী
মুয়ে মুক্তিকী আসা ॥
তন ছূটে জিব মিলন কহত হৈ
সো সব ঝূঠী আসা।
অবহুঁ মিলা সো তবহু মিলেগা
নহি তো জমপুর বাসা ॥
সত্ত গহে সতগুরুকো চীন্হে
সত্ত নাম বিশ্বাসা।

কহৈঁ কবীর সাধন হিতকারী
হম সাধনকে দাসা ॥

হে বন্ধু, বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই তাঁহাকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া লও। বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে বুঝিয়া শুনিয়া লও, কারণ জীবনের মধ্যেই মুক্তির নিবাস। জীবিত থাকিতে যদি কর্ম্মের ফাঁস না কাটে তবে মরিলে মুক্তির আশা কি? দেহত্যাগ হইলেই তাঁহার সহিত মিলন হইবে সে আশা মিথ্যা। যদি এখন মিলিয়া থাকে তবে তখনো মিলিবে, নতুবা যমপুরে তোমার বাসা। সত্যে অবগাহন কর, সদ্‌গুরুকে জান, সত্য নামে বিশ্বাস কর। কবীর কহেন, আমি সাধনের দাস, কারণ সাধনই হিতকারী।

৪

বাগো না জারে না জা,
তেরে কায়া মেঁ গুলজার।

সহস কংবলপর বৈঠকে
তূ দেখে রূপ অপার ॥

কুসুমোত্থানে যাইও না, হে বন্ধু, কুসুমোত্থানে যাইও না; তোমার অন্তরেই পুষ্পবন। সহস্র কমলদলের উপর বসিয়া তুমি তাঁহার অপার রূপদর্শন কর।

৫

সাধো যহ তন ঠাঠ তংবুরেকা ॥
ঐঁচত তার মরোরত খূঁটি,
নিকসত রাগ হজূরেকা।
টুটে তার বিখর গঈ খূঁটী
হো গয়া ধূরম ধূরেকা ॥
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
অগম পংথ কোই সূরেকা ॥

হে বন্ধু, এই তনু তাঁহার বীণা তাই তিনি ইহার তার টানিয়া খুঁটী মোচড়াইয়া ব্রহ্ম-

রাগিণী বাহির করিতেছেন। যদি তার ছিঁড়িয়া যায়, কি খুঁটী শিথিল হইয়া যায়, তবে ধূলায় যন্ত্র ধূলায় পরিণত হইবে। কবীর কহেন, শুন ভাই সাধু, কেবল স্বয়ং ব্রহ্মই সেই সুর বাজাইয়া তুলিতে পারেন।

৬

অবধূ ভজন ভেদ হৈ ন্যারা॥
ক্যা গায়ে ক্যা লিখ বতলায়ে
কা ভর্মে সংসারা।
কা সন্ধ্যা তর্পনকে কীন্‌হে
জো নহিঁ তত্ত্ব বিচারা॥
মূড় মুড়ায়ে সির জটা রখায়ে
ক্যা তন লায়ে ছারা॥
ক্যা পূজা পাহন কী কীন্‌হে
ক্যা ফল কিয়ে অহারা॥
বিনা পরচে সাহেব হো বৈঠে
বিষয় করৈ ব্যোপারা।

জ্ঞান ধ্যান কা মর্ম্ম ন জানৈ
বাদ করৈ অহংকারা ॥
অগম অথাহ মহা অতি গহরা
বীজ ন খেত নিবারা
মহা সো ধ্যান মগন হ্বৈ বৈঠে
কাট করমকী ছারা।

হে সাধু, ভজনের রহস্য বড়ই গভীর। গান গাহিয়া, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া, সংসার ভ্রমিয়া, সন্ধ্যাতর্পণ করিয়া, কি হইবে যদি তত্ত্ববিচার না করিলে? মস্তক মুণ্ডিত করিলে, মাথায় জটা রাখিলে, শরীরে ছাই মাখিলে, পূজা অর্চ্চনা করিলে, ফলাহার করিলেই বা কি হইবে?

তাঁহার সহিত পরিচয় না করিয়াই সকলে মহাত্মা হইয়া বসে এবং বিষয়ব্যবহার করে। জ্ঞান ধ্যানের মর্ম্মও জানেনা, শুধু অহঙ্কারের কথা বলে।

অসীম অতল মহাগভীর সেই তত্ত্ব, কোথায় তাহার বীজ কোথায় তাহার ক্ষেত্র। সেই মহাধ্যানে যে মগ্ন হইয়া যায় সে কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত।

৩

নিস দিন প্রীত করো সাহিবসে
নাহিন কঠিন কঠোর।
সত্য পুরুষ ইক বসেঁ পছম দিস
তাসোঁ করো নিহোর।
আরে দরদ রাহ তোহি লাবে
তব পৈহো নিজ ওর।

নিশিদিন সেই স্বামীর সহিত প্রেম কর, আমি কোন কঠিন কঠোর কার্য্য করিতে বলিতেছি না। এক সত্য পুরুষ সকলের পশ্চাতে বসিয়া আছেন, তাঁহার নিকট প্রণত হও। যদি প্রাণে বেদনা জাগ্রত হয় তবে

তোমাকে যথার্থ পথে লইয়া আসিবে এবং তুমি নিজ গন্তব্য প্রাপ্ত হইবে।

৮

পীলে প্যালা হো মতবালা
প্যালা নাম অমীরসকা রে।
কহেঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
নখ সিখ পূর রহা বিষকা রে।

কবীর কহেন হে সাধু, নখ হইতে শিখা পর্য্যন্ত বিষে পরিপূর্ণ। আজ প্যালা ভরিয়া সুধা পান কর আজ মত্ত হও,—নামামৃত রসের প্যালা আজ পান কর।

৯

অবধূ মায়া তজী ন জাঈ॥
গিরহ তজকে বস্তর বাঁধা
বস্তর তজকে ফেরী॥
কাম তজেতে ক্রোধ ন জাঈ
ক্রোধ তজেতে লোভা।

লোভ তজে অহংকার ন জাঈ
মান বড়াই সোভা ॥
মন বৈরাগী মায়া ত্যাগী
শব্দমেঁ সুরত সমাঈ
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
য়হ গম বিরলে পাঈ।

মায়া কেমন করিয়া ত্যাগ করা যায় বলতো ভাই? বসনগ্রন্থি ত্যাগ করিলাম তো বসন বাঁধিতে লাগিলাম—বসন বাঁধা ত্যাগ করিলাম তো বস্ত্রের ফেরী অভ্যাস করিলাম। কাম ত্যাগ করি তো ক্রোধ থাকে; ক্রোধ ছাড়ি তো লোভ থাকে, লোভ ত্যাগ করি তো অহঙ্কার অভিমান শ্রেষ্ঠতার গর্ব্ব আসিয়া উপস্থিত। মন বৈরাগ্যবশতঃ মায়াকে ত্যাগ করিল অথচ শাস্ত্রকে আঁকড়াইয়া রহিল। কবীর কহেন, সেই সত্য পথ কচিৎ কেহ পায়।

১০

অবধূ ভূলেকো ঘর লাবে
সো জন হম্‌কো ভাবৈ।
ঘরমেঁ যোগ ভোগ ঘরহীমেঁ
ঘর তজ বন নহিঁ জাবৈ॥
ঘরমেঁ জুক্ত মুক্ত ঘরহীমেঁ
জো গুর অলখ লখাবৈ।
সহজ সুন্নমেঁ রহৈ সমানা
সহজ সমাধি লগাবৈ॥
উন্মুনি রহৈ ব্রহ্মকো চীন্‌হৈ
পরম তত্ত্বকো ধ্যাবৈ।
সুরত নিরতসোঁ মেলা করকে
অনহদ নাদ বজাবৈ॥
ঘরমেঁ বসত বস্তুভি ঘর হৈ
ঘরহী বস্তু মিলাবৈ।
কহৈঁ কবীরা সুনোহো অবধূ
জ্যোঁ কা ত্যোঁ ঠহরাবৈ॥

ভ্রান্তকে যে ঘরে ফিরাইয়া আনে সেই আমার প্রাণের প্রিয়। ঘরের মধ্যেই যোগ, ঘরের মধ্যেই ভোগ, ঘর ছাড়িয়া কেন বনে যাওয়া? ব্রহ্ম যদি তত্ত্ব দেখাইয়া দেন তবে দেখিব যে ঘরেই যুক্ত ঘরেই মুক্ত। সেইত আমাব প্রিয় সে সহজেই ব্রহ্মের মধ্যে মগ্ন থাকে, সহজেই সমাধিতে লগ্ন হয়। যে উন্মনা, যে ব্রহ্মকে জানে, যে পরম তত্ত্বকে ধ্যান করে, যে প্রেম ও বৈরাগ্যকে সঙ্গত করিয়া অসীম রাগিণী বাজাইয়া তোলে, সেই আমার প্রিয়। কবীর কহেন—ঘরই বসতি ঘরেই ব্রহ্ম বস্তু, ঘরই সেই বস্তুকে মিলাইয়া দেয়, ঠিক যেমন আছ তেমনিই স্থির থাক সব মিলিবে।

১১

সাধো শব্দ সাধনা কীজৈ।
জেহী শব্দতে প্রগট ভয়ে সব
সোই শব্দ গহি লীজৈ।

শব্দ গুরু শব্দ সুন সিষ ভয়ে
শব্দ সো বিরলা বুঝৈ
সোই সিষ্য সোই গুরু মহাতম
জেহি অন্তর গতি সুঝৈ।
শব্দৈ বেদ পুরান কহত হৈঁ
শব্দৈ সব ঠহরাবৈ
শব্দৈ সুর মুনি সংত কহত হৈঁ
শব্দ ভেদ নাহিঁ পাবৈ।
শব্দৈ সুনসুন ভেষ ধরত হৈ
শব্দৈ কহৈ অনুরাগী,
ষট্ দর্শন সব শব্দ কহত হৈ
শব্দ কহে বৈরাগী।
শব্দৈ কায়া জগ উতপানী
শব্দৈ কেরি পসারা
কহৈঁ কবীর জঁহ শব্দ হোতহৈ
তবন ভেদ হৈ ন্যারা

হে সাধু, সেই শব্দের সাধনা কর।

যেই শব্দহইতে বিশ্ব সমুৎপন্ন সেই শব্দকে গ্রহণ কর। সেই শব্দই গুরু, তাহা শুনিয়াই শিষ্য হইয়াছি। কয় জনে সেই শব্দের মর্ম্ম জানে? বেদ, পুরাণ সেই শব্দই কহিতেছেন। সেই শব্দেই বিশ্ব-সংসার প্রতিষ্ঠিত। দেব, মুনি, সাধক সেই শব্দের কথাই বলেন। সেই শব্দের রহস্য কেহই জানেনা। সেই শব্দ শুনিয়া গৃহী বৈরাগী হইয়াছেন, সেই শব্দ শুনিয়াই বৈরাগী প্রেম লাভ করিয়াছেন। ষট্ দর্শন সেই শব্দের কথাই বলেন, বৈরাগ্য সেই শব্দের কথাই বলেন। সেই শব্দহইতে বিশ্বদেহ উৎপন্ন, সেই শব্দেই সব প্রকাশিত। কবীর কহেন, কোথাহইতে যে সেই শব্দ আসিতেছে তাহা কে জানে?

১২

ভাই কোই সত গুরু সন্ত কহাবৈ

নৈনন অলখ লখাবৈ।

প্রাণ পূজ্য কিরিয়াতে ন্যারা
সহজ সমাধ সিখাবৈ।
দ্বার ন রূঁধৈ পবন ন রোকৈ
নহি ভবখণ্ড তজাবৈ
যহ মন জায় যহাঁ লগ জবহী
পরমাতম দরশাবৈ।
করম করৈ নিঃকরম রহৈ জো
ঐসী জুগত লখাবৈ
সদা বিলাস ত্রাস নহি তনমেঁ
ভোগমেঁ জোগ জগাবে।
ধর্তী পানী অকাশ পবন মেঁ
অধর মঁড়ৈয়া ছাবৈ
শূন্ন সিখরকে সার সিলা পর
আসন অচল জমাবৈ
ভীতর রহা সো বাহর দেখৈ
দূজা দৃষ্টি ন আবৈ।

ভাই, সেই সদ্‌গুরুকেই আমি সাধু বলি

যিনি এই নয়নে অরূপের রূপ দেখাইতে পারেন; যিনি প্রাণায়াম, পূজা, আচার হইতে স্বতন্ত্র সহজ সমাধি শিখাইতে পারেন; দ্বার যিনি বন্ধ করান না, শ্বাস যিনি রোধ করান না, বিশ্বসংসার যিনি ত্যাগ করান না, এই মন যখনি যেখানে লাগুক, সর্ব্বত্রই যিনি তাহাকে পরমাত্মা দর্শন করান এবং কর্ম্মের মধ্যেও নিষ্কর্ম্ম থাকিবার শিক্ষা যিনি দিতে পারেন।

সদাই আনন্দ; অন্তরে কোথাও বিন্দুমাত্র ভয় নাই; ভোগের মধ্যেও যোগ সদাই জাগ্রত। ধরিত্রী, জল, আকাশ, পবন ব্যাপিয়া সেই অসীম পুরুষের অনন্তধাম। সকল শূন্যতার ঊর্দ্ধে বজ্রের ন্যায় কঠিন সাধকের আসন। ভিতরে যিনি আছেন বাহিরেও তাঁহাকেই দেখি, দ্বিতীয় আর কিছুই দৃষ্ট হয় না।

১৩

গগন ঘটা ঘহরানী সাধো
গগন ঘটা ঘহরানী
পূরব দিসসে উঠীহৈ বদরিয়া
রিমঝিম বরসত পানী।
আপন আপন মেঁড় সম্হারো
বহ্যো জাত য়হ পানী।
সুরত নিরত কা বেল নহায়ন
করৈ খেত নির্ব্বানী।
ধান কাট মার ঘর আবৈ
সোই কুসল কিসানী
দোনো থার বরাবর পরসে
জেবেঁ মুনী ঔর জ্ঞানী।

আজ গগনে ঘোর ঘনঘটা, আজ ঐ শোন মেঘের গম্ভীর ধ্বনি। পূর্ব্ব দিক হইতে বাদল উঠিয়াছে, আজ রিম ঝিম্ জলধারা বর্ষণ হইতেছে।

আপন আপন ক্ষেত্রের আলি আজ সামলাও, আজ এই জল বহিয়া চলিল।

প্রেম ও বৈরাগ্যের লতাকে আজ এই রসে সিক্ত করিয়া মুক্তি ক্ষেত্র প্রস্তুত কর।

ধান কাটিয়া যে ঘরে আনিতে পারিবে সেই ত কুশল কৃষাণ। যদি সেই প্রেম বৈরাগ্যের অন্নে পূর্ণ পাত্র সমানভাবে পরিবেশন করিতে পার, তবে মুনি জ্ঞানী সকলেই তোমার অন্নে পরম তৃপ্তি লাভ করিবেন।

১৪

সহজৈ রহে সমায় সহজমেঁ
না কহুঁ আয়ে ন জাবে।
ধরৈ ন ধ্যান করৈ নহি জপতপ
রাম রহীম ন গাবৈ।
তীরথ বর্ত সকল পরিত্যাগৈ
সুন্ন ডোর নহিঁ লাবৈ।
যোগ যুগত্ তে ভরম ন ছুটে
জবলগ আপ ন সূঝৈ।

কহৈঁ কবীর সোই সাধক পূরা
জো কোই সমঝৈ বুঝৈ।

সহজেই সেই সহজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে হইবে; না কোথাও যাইবে, না কোথাও আসিবে। জপ, তপ, ধ্যান, রাম, রহিম গাইবার কোন প্রয়োজন নাই। তীর্থ, ব্রত সব পরিত্যাগ করিতে হইবে, মিথ্যা আচারের বন্ধনে কোথাও বদ্ধ হইবার প্রয়োজন নাই। কবীর কহেন, আমার কথা যে বুঝিবে সেই তো সাধক। যে পর্যন্ত আত্মা দৃষ্ট না হন, সে পর্যন্ত যোগ বা জ্ঞান কিছুতেই ভ্রান্তি দূর হয় না।

১৫

ভক্তিকা মারগ ঝীনারে।
নহিঁ অচাহ নহিঁ চাহনা
চরনন লৌ লীনারে।

সাধনকে রস ধার মেঁ
রহে নিস দিন ভীনারে।
রাগমেঁ শ্রুত ঐসে বসে
জৈসে জল মীনারে।
সাঁই সেবামেঁ দেত সির কুছ
বিলম ন কীনারে।
কহৈঁ কবীর মত ভক্তিকা
পরঘট কহ্ দীনারে।

ভক্তির পথ অতি সূক্ষ্ম। তাহাতে চাহাও নাই, না-চাহাও নাই। তাহার ধ্যান সেই চরণে সম্পূর্ণ লীন। সাধনের রসধারায় সে নিশিদিন অভিষিক্ত। জলের মধ্যে যেমন মীন তেমনি সে প্রেমের রাগে ডুবিয়া থাকে। স্বামীর সেবায় মাথা দিতে সে কিছু বিলম্ব করে না। ভক্তির এই তত্ত্ব কবীর প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন।

১৬

সমুঝ দেখ মন মীত পিয়রবা
আসিক হোকর সোনা ক্যারে।
পায়া হো তো দেলে প্যারে
পায় পায় ফির খোনা ক্যারে॥
জব আঁখিয়নমেঁ নিংদ ঘনেরী
তকিয়া ঔর বিছৌনা ক্যারে।
কহৈঁ কবীর প্রেম কা মারগ
সির দেনা তো রোনা ক্যারে॥

হে বন্ধু, হে প্রিয় আমার মন, বুঝিয়া দেখ যে, প্রেম যদি করিয়াছ তবে ঘুমাইয়া থাকা কেন? যদি পাইয়া থাক তবে দিয়া দও; বার বার পাইয়া যদি থাক তবে হারাইয়া ফেল কেন? চক্ষুতে যদি নিদ্রা ঘনাইয়া থাকে তবে শয্যা ও বালিশের প্রয়োজন কি? কবীর কহেন—প্রেমের পথ বলিতেছি। যদি মাথাই দিতে হয়, তবে আর কান্না কেন?

১৭

সংতো সহজ সমাধ ভলী

সাঁঈ সে মিলন ভয়ো জা দিনতে
 সুরত ন অন্ত চলী ॥

আঁখন মুদুঁ কান ন রুংধুঁ,
 কায়া কষ্ট ন ধারুঁ।

খুলে নয়ন মৈঁ হঁস হঁস দেখুঁ
 সুন্দর রূপ নিহারুঁ ॥

কহুঁ সো নাম সুনু সোই সুমিরন
 জো করুঁ সো পূজা।

গিরহ উদয়ান এক সম দেখুঁ
 ভাব মিটাউঁ দুজা ॥

জহঁ জহঁ জাউঁ সোই পরিকরমা
 জো কুছ করুঁ সো সেবা।

জব সোঁউ তব করুঁ ডণ্ডবত
 পূজুঁ ঔর ন দেবা ॥

শব্দ নিরন্তর মনুয়া রাতা
 মলিন বচন ত্যাগী।

উঠত বৈঠত কবহু ন বিসরৈ
ঐসী তাড়ী লাগী ॥
কহৈঁ কবীর য়হ উন্মুন রহনী
সো পরঘট কর গাঈ।
দুখ সুখ কে ইক পরে পরম সুখ
তেহি রহা সমাঈ ॥

হে সাধু, সহজ সমাধিই ভাল। স্বামীর সহিত যেদিন মিলন হইয়াছে সেইদিন হইতে প্রেমের লীলার আর অবসান নাই। আমি চক্ষু মুদি না, কর্ণ রুধি না, দেহকে কোন কষ্ট দেই না। নয়ন খুলিয়া আমি হাসিতে হাসিতে দেখি এবং সর্ব্বত্র সেই সুন্দর রূপ দেখিতে পাই। সেই নামই বলি, যাহা শুনি তাঁহাকেই স্মরণ করি, যাহা কিছু করি সেই পূজা, উদয় অস্ত আজ আমার কাছে এক, সব দ্বন্দ্ব আমার মিটিয়া গিয়াছে। যেথানেই যাই তাঁহাকেই প্রদক্ষিণ করি, যাহা করি

সে তাঁরই সেবা, যখন শয়ন করি তখন তাঁরই চরণে প্রণত হই, অন্য পূজনীয় আমার আর নাই। রসনা আমার মলিন বচন ত্যাগ করিয়াছে, সে দিন রাত্রি তাঁহারই গান গায়। উঠিতে বসিতে কখনই বিস্মৃত হইতে পারি না, আমার কর্ণে তাঁহার গানের তাল এমনি বাজিতেছে। কবীর কহেন, আমার প্রাণ উন্মনা, যাহা প্রচ্ছন্ন তাহাই প্রকাশ করিয়া গাহিলাম। দুঃখ সুখের অতীত যে এক পরম সুখ, তাহাতেই আমি সর্ব্বদা ডুবিয়া আছি।

১৮

জাকো লগী শব্দ কী চোট।
ক্যা পোখর ক্যা কূয়া বাবরী
ক্যা থাঙ্গ ক্যা কোট।
ক্যা বরছী ক্যা ছুরী কটারী
ক্যা ঢালনকী ওট॥

সেই ধ্বনি যাহার হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে, পুষ্করিণী কূপ, বাপী, খাদ, প্রাচীর কিসে তাহাকে বাধা দিবে? বর্শা, ছুরী, খড়্গ, ঢাল কিসেই বা তাহার কি করিবে?

১৯

তীরথ মে তো সব পানীহৈ,
হোবে নহী কছু অন্হায় দেখা।
প্রতিমা সকল তো জড় হৈ,
বোলে নহি, বোলায় দেখা॥
পুরান কোরান সব বাতহৈ
যা ঘটকা পরদা খোল দেখা।
অনুভব কী বাত কবীর কহৈ
যহ সব হৈ ঝুঠী পোল দেখা॥

তীর্থ তো কেবল জল, তাহাতে কোন ফল নাই—সে আমি স্নান করিয়া দেখিয়াছি। প্রতিমাগুলিত জড়, কোন কথাই বলেনা—আমি ডাকিয়া দেখিয়াছি। পুরাণ কোরাণ তো

কেবল কথা—যবনিকা অপসৃত করিয়া আমি দেখিয়াছি। কবীব কেবল অনুভব করা কথা কহিতেছে—আর সব যে শূন্য ও অন্তঃ-সারবিহীন তাহা সে বেশ দেখিয়াছে।

২০

তন মন ধন বাজী লাগী হো।
চৌপড় খেলূঁ পীর সেবে,
তনমন বাজী লগায়।
হারী তো পিয়কী ভঈ রে,
জীতী তো পিয় মোর হো॥
চৌসরিয়াকে খেলমেঁ রে,
জুগ্‌গ মিলনকী আস।
নর্দ অকেলী রহগঈ রে
নহিঁ জীবনকী আসহো॥

আমার তনু, মন, ধন আজ আমি বাজী রাখিয়াছি। প্রিয়তমের সঙ্গে আজ আমার খেলা, তনু মন আমার বাজী।

হারি যদি, আমি তাহার সম্পত্তি ; যদি জিতি, তবে প্রিয়তম আমার সম্পত্তি। এই প্রেমের খেলায় যুগলের মিলন নিশ্চিত।

(কবীর কহেন) একলা আমি খেলার আয়োজন লইয়া বসিয়া আছি, প্রাণে আমার বড় ব্যথা, বুঝি আমি আর বাঁচিব না।

কবীর তত্ত্ব

১

পানী বিচ মীন পিয়াসী।
মোহিঁ সুন সুন আবত হাঁসী॥
ঘরমেঁ বস্তু নজর নহি আবত
বন বন ফিরত উদাসী।
আতম জ্ঞান বিনা জগ ঝুঁঠা
ক্যা মথুরা ক্যা কাসী॥

জলের মধ্যেও মীন পিপাসী আছে, ইহা শুনিয়া শুনিয়া আমার হাসি পাইতেছে। হায়, ঘরের মধ্যে বস্তু থাকিতেও দেখিতে পাইতেছ না—তাইত বনে বনে উদাসী হইয়া ফিরিতেছ! সার কথা এই যে, কাশীই যাও আর মথুরাই যাও—আত্মজ্ঞান না হইলে বিশ্ব তোমার কাছে মিথ্যা।

২

চংদা ঝলকৈ য়হি ঘট মাহীঁ
অংধী আখন সুঝৈ নাহীঁ ॥
য়হি ঘট চংদা য়হি ঘট সূর,
য়হি ঘট গাজৈ অনহদ তূর ॥
য়হি ঘট বাজৈ তবল নিসান।
বহিরা শব্দ সুনৈ নহি কান ॥
জবলগ মেরী মেরী করে।
তবলগ কাজ একৌ ন সরে।
জব মেরী মমতা মর যায়।
তবলগ প্রভু কাজ সবারৈ আয় ॥
জ্ঞানকে কারন করম কমায়।
হোয় জ্ঞান তব করম নসায় ॥
ফল কারন ফূলৈ বনরায়।
ফল লাগৈ পর ফূল সুখায় ॥
মৃগা পাস কস্তুরী বাস।
আপ ন খোজৈ খোজৈ ঘাস ॥

আমার দেহের মধ্যে চন্দ্র দীপ্যমান—অন্ধ চক্ষু তাহা দেখিতে পাইবে না। আমার মধ্যেই চন্দ্র প্রকাশিত, আমার মধ্যেই সূর্য্য, আমার মধ্যেই অসীমের তূরী বাজিতেছে —আমার মধ্যেই পণব মৃদঙ্গের তাল পড়িতেছে—বধির কর্ণ শ্রবণ করে না। যতক্ষণ লোক আমার আমার করে ততক্ষণ একটি কার্য্যও নিষ্পন্ন হয় না। যখন আমার আমিত্ব মরিয়া যায়, তখনি প্রভুর কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। জ্ঞান উৎপন্ন হইবার জন্যই কর্ম্ম করা—জ্ঞান হইলে কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। ফলের জন্য পুষ্প উদ্‌গত হয়—ফল হইলে পুষ্প আপনিই ঝরিয়া পড়ে। মৃগের মধ্যেই কস্তুরী—কিন্তু সে তাহা জানেনা এবং খোঁজে না, সে ঘাস অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়।

৩

য়া ঘট ভীতর সপ্ত সমুন্দর,

যাহী মেঁ নদ্দী নারা।

য়া ঘট ভীতর কাশী দ্বারকা,

য়াহী মেঁ ঠাকুরদ্বারা।

য়া ঘট ভীতর চন্দ্র সূর হৈঁ,

য়াহী মেঁ নৌলখ তারা

কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো,

য়াহী মেঁ সত করতারা।

কবীর কহেন,—আমারি মধ্যে সপ্ত সমুদ্র, আমার মধ্যেই সকল নদী উপনদী, আমারি মধ্যে কাশী দ্বারকা, আমারি মধ্যে সকল দেব-মন্দির, আমারি মধ্যে চন্দ্র সূর্য্য, আমারি মধ্যে নবলক্ষ তারা। কবীর কহে শুন ভাই সাধু, আমারি মধ্যে সত্য স্বামী।

৪

সাধো ব্রহ্ম অলখ লখায়া

জব আপ আপ দরসায়া॥

বীজ মদ্ধ জোঁ্যা বৃচ্ছা দরসৈ,
বৃচ্ছা মদ্ধে ছায়া ॥
জোঁ্যা নভ মদ্ধে সুন্ন দেখিয়ে,
সুন্ন অনন্ত আকারা।
নিঃঅচ্ছরতে অচ্ছর তৈসে,
অচ্ছর চ্ছর বিস্তারা ॥
জোঁ্যা রবি মদ্ধে কিরণ দেখিয়ে
কিরণ মদ্ধ পরকাসা।
পরমাতম মেঁ জীব ব্রহ্ম ইমি,
জীব মদ্ধ তিমি স্বাঁসা ॥
স্বাসা মদ্ধে শব্দ দেখিয়ে,
অর্থ শব্দকে মাহীঁ।
ব্রহ্মতেঁ জীব জীবতে মন য়োঁ
ন্যারা মিলা সদাহী ॥
আপহি বীজ বৃচ্ছ অঙ্কুরা,
আপ ফূল ফল ছায়া।
আপহি সুন্ন কিরণ পরকাসা,
আপ ব্রহ্ম জিউ মায়া ॥

অনন্তাকার সুন্ন নভ আপৈ,
স্বাঁস শব্দ অরথায়া।
নিঃঅচ্ছর অচ্ছর ছর আপৈ,
মন জীব ব্রহ্ম সমায়া।
আতম মেঁ পরমাতম দরসৈ
পরমাতম মেঁ ঝাঁঈঁ।
ঝাঁঈঁ মে পরছাই দরসে,
লখৈ কবীরা সাঁঈঁ॥

হে সাধু, যাহা দেখিবার নয় ব্রহ্ম তাহা দেখাইলেন যখন তিনি আপনার রূপ আপনি প্রকাশিত করিলেন।

বীজ মধ্যে যেমন বৃক্ষ, বৃক্ষ মধ্যে যেমন ছায়া, আকাশ মধ্যে যেমন শূন্য, শূন্য মধ্যে যেমন অনন্ত আকার; তেমনি নিঃঅক্ষর হইতে অক্ষর, এবং অক্ষর হইতে ক্ষরের বিস্তার। *

---

* নিঃঅক্ষর শব্দে অন্ত ও অনন্তের অতীত সত্তাকে বুঝাইতেছে। ক্ষর অর্থে সান্ত, অক্ষর অর্থে অনন্ত বুঝিতে হইবে।

যেমন রবির মধ্যে কিরণ, কিরণের মধ্যে প্রকাশ—পরমাত্মার মধ্যে সেইরূপ জীবব্রহ্ম, জীবের মধ্যে তেমনই শ্বাস, শ্বাসের মধ্যে তেমনই শব্দ, শব্দের মধ্যে তেম্‌নই অর্থ। ব্রহ্মে জীব, জীবে ব্রহ্ম, ইহারা সদাই স্বতন্ত্র সদাই মিলিত। আপনি তিনি বৃক্ষ, আপনিই তিনি বীজ ও অঙ্কুর। আপনিই তিনি ফুল, ফল, ছায়া। আপনিই তিনি সূর্য্য, কিরণ, প্রকাশ। আপনি তিনি ব্রহ্ম, জীব ও মায়া। আপনিই তিনি অন্তহীন আকার, আপনি তিনি শূন্য আকাশ, আপনি তিনি শ্বাস শব্দ ও অর্থ। সীমা, অসীম ও সীমাসীমের অতীত তিনিই আপনি—তিনিই মন, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সমাহিত।

আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখা যাইতেছে, পরমাত্মার মধ্যে বিন্দু দেখা যাইতেছে, বিন্দুর মধ্যে প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে,—কবীর তাহাই দেখিয়া ধন্য !

৫

জহঁ সে আয়ে অমর র দেশরা।
না হুবাঁ ধরতী ন পৌন অকসরা।
না হুবাঁ চাঁদ সূরজ পরগসরা।
না হুবাঁ বাহ্মন সূদ্র ন সেখরা।
না হুবাঁ ব্রহ্মা ন বিষ্ণু মহেসরা।
না জোগী জংগম দরবেসরা।
কহঁ কবীর লৈ আয়ন সন্দেসরা।
সার সূর গহৌ চলৌ বহি দেসরা॥

যেখান হইতে আসিয়াছ অমর সেই দেশ। নাই সেখানে ধরিত্রী, না পবন, না আকাশ। না সেখানে চন্দ্রসূর্য্যের প্রকাশ, না সেখানে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, শেখ। না সেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ। না যোগী, জঙ্গম, দরবেশ।

কবীর কহেন সেই সম্বাদ লইয়া আসিয়াছি। সেই পূর্ণ সুরের মধ্যে ডুব দাও ও সেই দেশে চল।

৬

মহরম হোয় সো জানে সাধো
ঐসা দেস হমারা।
বেদ কতেব পার নহিঁ পাবত,
কহন সুননসো ন্যারা॥
জাতি বরন কুল কিরিয়া নাহী,
সন্ধ্যা নেম অচারা।
বিন জল বূঁদ পড়ত জঁহ ভারী,
নহিঁ মীঠা নহিঁ খারা॥
সুন্ন মহল মেঁ নৌবত বাজে,
মৃদঙ্গ বীন সেতারা।
বিন বাদর জঁহ বিজলী চমকৈ,
বিন সূরজ উজিয়ারা॥
বিনা নৈন জঁহ মোতি পোহৈঁ,
বিন শব্দ সুর উচারা।
জো চল জায় ব্রহ্ম জঁহ দরশৈ,
আগে অগম অপারা॥

কহৈঁ কবীর বহ্ঁ রহন হমারী,
বুঝৈ দরদী প্যারা ॥

হে সাধু, যে জন পবিত্র সেই জানে, এমন দেশ আমার। বেদ, কোরাণ তাহার পার পায় নাই—তাহা সকল বচন ও শ্রবণের অতীত। সেখানে জাতি, বর্ণ, কুল, ক্রিয়া নাই। সন্ধ্যা, নিয়ম, আচার সেখানে কোথায়? বিনা জলে যেখানে নিত্য ঘোরতর বৃষ্টি হইতেছে—(সেই ধারা) মিষ্টও নহে কষায়ও নহে। সেই শূন্যমহলে নহবত বাজে— সেখানে মৃদঙ্গ, বীণা, সেতার। মেঘ বিনা সেখানে বিদ্যুৎ চমকিত, সূর্য্য বিনা প্রকাশিত সেই ধাম। নয়ন বিনা সেখানে শুভ্র-জ্যোতি উদ্ভাসিত, শব্দ বিনা সেখানে সঙ্গীত ধ্বনিত। যেখানেই দৃষ্টি চলে সেখানেই ব্রহ্মই দৃষ্ট হন্ যিনি সকলেরই পুরোবর্ত্তী অগম্য, অপার। কবীর কহেন

সেখানে আমার নিবাস। যিনি প্রেমিক ও দরদী তিনিই বোঝেন।

৭

অবধূ বেগম দেস হমারা ॥
রাজা রংক ফকীর বাদশা,
সবসে কহেঁৗ পুকারা।
জো তুম চাহো পরম পদে কো,
বসিহো দেস হমারা ॥
জো তুম আয়ে ঝীনে হোকে,
তজো মনকী ভারা।
ঐসী রহন রহোরে প্যারে,
সহজ উতর জার পারা ॥
ধরন অকাস গগন কুছ নাহি,
নহী চন্দ্র নহী তারা।
সত্ত ধর্ম্মকী হৈঁ মহতাবে,
সাহবকে দরবারা ॥
কহৈঁ কবীর সুনো হো প্যারে,
সত্ত ধর্ম্ম হৈ সারা ॥

হে সাধু, দুঃখহীন আমার দেশ। রাজা, কাঙাল, বাদ্‌শা, ফকীর সকলকে ডাকিয়া উচ্চস্বরে আমি বলিতেছি—পরম পদের যিনি প্রার্থী, তিনি আমার দেশে বাস করুন। জীর্ণ হইয়া যে আসিয়াছে, সে এখানে তাহার প্রাণের ভার ত্যাগ করুক। হে প্রিয় ভ্রাতা, এখানে এমন থাকা থাক যাহাতে সহজেই পারে উত্তীর্ণ হইতে পার। ধরণী, আকাশ, গগন কিছুই সেখানে নাই; না আছে সেখানে চন্দ্র, না আছে সেখানে তারা;—সেই প্রভুর দরবারে কেবল সত্যধর্ম্মের জ্যোতি দেদীপ্যমান। কবীর কহেন, শোন হে প্রিয়, সেখানে সত্য ধর্ম্মই সার।

৮

গগন মঠ গৈব নিসান গড়ে॥
চন্দ্রহার চঁদবা জহঁ টাঙ্গে,
মুক্তা মানিক মড়ে।

মহিমা তাসু দেখ মন থির কর,
রবি সসি জোত জরে
কহৈঁ কবীর পিয়ৈ জোই জন,
মাতা ফিরত মরে ॥

গগনমন্দিরে গুপ্ত পতাকা প্রতিষ্ঠিত। চন্দ্রমণ্ডিত, মুক্তামাণিক্যখচিত চন্দ্রাতপ যেখানে প্রসারিত; যেখানে রবি শশীর জ্যোতি জ্বলিতেছে; সেই মহিমা দেখিয়া মনকে স্তব্ধ কর। কবীর কহে, সে সুধা যে পান করিয়াছে সে মত্ত হইয়া ঘুরিয়া মরে।

৯

বা ঘরকী সুধ কোঈ ন বতাবে
জা ঘরসে জিব আয়া হো ॥
ধরতী অকাস পবন নহিঁ পানী,
নহিঁ আদি মায়া হো।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ নহীঁ তব
জীব কহাঁসে আয়া হো ॥

যে দেশহইতে জীব আসিয়াছে সে ঘরের সন্ধান কেহই বলে না।

ধরিত্রী, আকাশ, পবন, জল সেথানে নাই—আদিমায়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ সেথানে নাই—জীব তবে কোথাহইতে আসিল?

১০

সাধো এক আপ সব মাহীঁ ॥
দূজা করম ভরম হৈ কৃত্তিম,
জ্যোঁ দর্পন মেঁ ছাহীঁ,
জল তরঙ্গ জিমি জলতে উপজৈ,
ফির জল মাহিঁ রহাঈ ॥

সাধু, এক আত্মা সকলের মধ্যে। তাঁহাকে ছাড়িয়া সমস্তই দর্পণের মধ্যস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় মিথ্যা; জলের তরঙ্গ যেমন জলেই উৎপন্ন হইয়া জলেই থাকিয়া যায়।

১১

সাধো একরূপ জগমাহী।
আপৈ গুরু হোয় মন্ত্র দেতহৈঁ,
সিষ হোয় সবৈ সুনাহী।
জো জস গহৈ লহৈ তস মারগ,
তিনকে সতগুর আহী,
শব্দ পুকার সত্যময় ভাবৈ
অন্তর রাখৈ মাহী।
কহৈ কবীর জ্ঞান জেহি নির্ম্মল
খণ্ড অখণ্ড লখাহী।

হে সাধু, জগতের মধ্যে সেই একই রূপ। আপনিই গুরু হইয়া তিনি মন্ত্র দেন এবং শিষ্য হইয়া তিনিই সবই শোনেন। যে যেমন গ্রহণ করে সে তেমনি পথ প্রাপ্ত হয়—সর্ব্ব পথে তিনিই সদ্‌গুরু। শব্দ ফুকারিয়া সত্যময় ব্রহ্মই ঘোষণা করিতেছেন; কোন অন্তর তিনি তো রাখেন না। কবীর কহেন,

জ্ঞান যেখানে নির্ম্মল সেখানে খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড লক্ষিত হয়।

১২

সাধো কো হৈ কঁহ সে আয়ো।
তেহি কে মন ধোঁ কহাঁ বসত হৈ,
কো ধোঁ নাচ নচায়ো॥
পাবক সর্ব্ব অঙ্গ কাঠহি মেঁ,
কো ধোঁ ডহক জগায়ো।
হো গয়ো খাক তেজ পুনি বাকো
কহ ধোঁ কহাঁ সমায়ো॥
অহৈ অপার পার কছু নাহীঁ
সতগুরু জিন্হেঁ লখায়ো।
কহৈঁ কবীর জেহি সূঝ বুঝ জস,
তেঈ তস ভাব সুনায়ো॥

সাধু, তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ? সেই পরমাত্মা না জানি কোথায় আছেন, না জানি কেমন করিয়া সকলকে নাচাইতেছেন।

অগ্নি যেমন কাষ্ঠের সর্ব্বাঙ্গে আছে—না জানি কে হঠাৎ তাহাকে জাগাইয়া তুলিল। আবার ছাই হইয়া গেল, পুনরায় সেই তেজ কি জানি কোথায় সমাহিত হইল? সদ্‌গুরু যাঁহাকে লক্ষ্য করাইয়াছেন তাঁহার পার অপার কিছুই নাই। কবীর কহেন, যাঁহার যেমন বুঝ-সুঝ, ব্রহ্ম তাঁহাকে তেমনি ভাষাই শুনাইয়াছেন।

১৩

সাধো সহজৈ কায়া সোধো।
জৈসে বট কা বীজ তাহি মেঁ,
পত্র ফল ফুল ছায়া।
কায়া মদ্ধে বীজ বিরাজে,
বীজ মদ্ধে কায়া॥
অগ্নি পবন পানী পিরথী নভ
তা বিন মিলৈ নাঁহী।
কাজী পণ্ডিত করো নিয়নয়,
কো ন আপা মাহীঁ॥

জল ভর কুম্ভ জলৈ বিচ ধরিয়া,
বাহর ভীতর সোই।
উন কো নাম কহন কো নাহীঁ,
দুজা ধোখা হোই।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো,
সত্যশব্দ নিজ সারা
আপা মদ্ধে আপৈ বোলে,
আপৈ সিরজনহারা।

হে সাধু, সহজ ভাবে কায়াকে পবিত্র কর। যেমন বটবৃক্ষে বীজ আছে এবং বীজের মধ্যেই ফলফুল ছায়া আছে, তেমনি কায়ার মধ্যে বীজ আছে এবং বীজের মধ্যে কায়া আছে। অগ্নি, পবন, জল, পৃথ্বী, আকাশ, কিছুই তাঁহাকে ছাড়া ত মেলেনা; কাজি, পণ্ডিত এই কথাটি নির্ণয় কর যে, সেই আত্মার মধ্যে কী নাই।

জলভরা কুম্ভ জলের মধ্যেই স্থাপিত;

বাহিরেও জল, ভিতরেও জল। উহার নাম বলিতে নাই, পাছে দ্বৈতের সংশয় জন্মে। কবীর কহেন "হে সাধু, নিজের সার সেই সত্যশব্দ শোন—আপনার মধ্যে আপনিই গাহিতেছেন—আপনিই সেই সঙ্গীতের রচয়িতা"।

১৪

কোই সুনতা হৈ জ্ঞানী রাগ গগন মেঁ,
অবাজ হোতী ঘীনী।
সব ঘট পূরণ পূর রহা হৈ,
সব সুরনকে থানী॥
জো তন পায়া খণ্ড দেখায়া,
তৃস্না নহীঁ বুঝানী।
অমৃত ছোড় খণ্ড রস চাখা
তৃস্না তাপ তপানী।
ও অংগ সো অংগ বাজা বাজে
সুরত নিরত সমানী।

কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো
যহী আদকী বাণী ॥

আছ কেহ জ্ঞানী, গগনে যে গম্ভীর সুর উঠিতেছে তাহা শুনিতেছ? সকল সুরের যিনি আকর তিনি সকল ঘটকে পূর্ণ করিয়া পূর্ণ রহিয়াছেন।

যে তত্ত্বলাভ করিয়াছে সে খণ্ড দেখিয়াই চলিয়াছে, তাহার তৃষ্ণা আর মিটে না। অমৃত ছাড়িয়া সে খণ্ড-রসই পান করিতেছে—তৃষ্ণা তাহাকে সন্তপ্ত করিয়াই চলিতেছে। "তিনিই এই ও ইনিই সেই" এই বাদ্য সর্ব্বদা বাজিতেছে—প্রেম ও বৈরাগ্যকে পরিপূর্ণ করিতেছে। কবীর কহেন শুন ভাই সাধু, ইহাই আদি বাণী।

১৫

ইস ঘট অন্তর বাগ বগীচে,
ইসী মেঁ সিরজনহারা।

ইস ঘট অন্তর সাত সমুন্দর,
ইসী মেঁ নৌলখ তারা।
ইস ঘট অন্তর পারস মোতী,
ইসী মেঁ পরখনহারা।
ইস ঘট অন্তর অনহদ গরজৈ,
ইসী মেঁ উঠত ফুহারা।
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো,
ইসী মেঁ সাঁঈ হমারা।

এই ঘটের মধ্যেই কুঞ্জ নিকুঞ্জ, ইহারি মধ্যে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা। এই ঘটের মধ্যে সপ্তসমুদ্র, ইহারি মধ্যে নবলক্ষ তারা, এই ঘটের মধ্যেই পরশমণি, ইহারি মধ্যে রত্ন-পরীক্ষক, এই ঘটের মধ্যে অসীম নিনাদিত, ইহারি মধ্যে উৎস উঠিতেছে—কবীর কহেন শুন ভাই সাধু, ইহারি মধ্যে আমার স্বামী।

১৬

তরবর এক মূল বিন ঠাড়া,
বিন ফূলে ফল লাগে॥

সাখা পত্র নহী কছু তাকে
সকল কমল দল গাজৈ ॥
চঢ় তরবর দো পংছী বোলে,
এক গুরু এক চেলা।
চেলা রহা সো রস চুন খায়া,
গুরু নিরন্তর খেলা ॥
পংছী কে খোজ অগম পরগট,
কহৈঁ কবীর বড়ী ভারী।
সবহী মূরত বীচ অমূরত,
মূরতকী বলিহারী

বিনামূলে এক অদ্ভুত গাছ খাড়া আছে; বিনাপুষ্পেই ফল ধরিতেছে। শাখাপত্র কিছুই তাহার নাই—সর্ব্বত্রই কমলদল বিকসিত। সেই তরুবরে দুই পক্ষী গীত গায়—একটি গুরু, একটি চেলা। চেলা যে ছিল সে রস বাছিয়া বাছিয়া সম্ভোগ করিল, গুরু কেবলই আনন্দের খেলাই খেলিল। কবীর বড় ভারী

একটি কথা বলিতেছেন—সেই পক্ষীর সন্ধান অতি অগম্য, আবার তাহাই অতি প্রত্যক্ষ। সকল মূর্ত্তিরই মধ্যে অমূর্ত্ত,—বলিহারি যাই সকল মূর্ত্তির !

১৭

ঐসা লো নহিঁ তৈসা লো,
মৈঁ কেহি বিধি কথৌঁ গম্ভীরা লো।
ভীতর কহূঁ তো জগময় লাজৈ,
বাহর কহূঁ তো ঝুটা লো॥
বাহর ভীতর সকল নিরন্তর,
চিত অচিত দউ পীঠা লো।
দৃষ্টি ন মুষ্টি পরগট অগোচর,
বাতন কহা ন জাঈ লো॥

এমন নহেন তিনি তেমন গো, কেমন করিয়া সেই গম্ভীর কথা বলিব গো। যদি বলি তিনি অন্তরে আছেন,—তবে বিশ্বজগৎ লজ্জায় পড়ে ; যদি বলি তিনি বাহিরে, তবে যে

সে কথা মিথ্যা হয় গো। বাহির ভিতর সকলকেই নিরন্তর করিয়া আছেন; চেতন অচেতন, এই দুই তাঁর পাদপীঠ। তিনি দৃষ্টও নহেন, তিনি প্রচ্ছন্নও নহেন—তিনি প্রকটও নহেন, অগোচরও নহেন। বাক্যে সে যে বলা যায় না গো।

১৮

জো দীসৈ সো তো হৈ নাহীঁ,
হৈ সো কহা ন জাঈ॥
বিন দেখে পরতীত ন আবৈ,
কহে ন কো পতিয়ানা।
সমঝা হোয় তো শব্দৈ চীন্হৈ,
অচরজ হোয় অয়ানা॥
কোই ধ্যাবৈ নিরাকার কো,
কোই ধ্যাবৈ আকারা।
বা বিধি ইন দোনোঁ তে ন্যারা,
জানৈ জাননহারা॥

বহ রাগ তো লখা ন জাঈ,
মাত্রা লগৈ ন কানা।
কহৈঁ কবীর সো পড়ৈ ন পরলয়,
সুরত নিরত জিন জানা।

যাহা দেখা যাইতেছে সে তো নাই। যিনি আছেন তাঁহার কথা বলা যায় না। না দেখিলে প্রত্যয় হয় না, কহিলেও কেহ বিশ্বাস করেনা। যে বুঝে সে শব্দ মাত্রেই বোঝে—যে অজ্ঞান সে আশ্চর্য্য হইয়া থাকে। কেহ নিরাকারের ধ্যান করে, কেহ আকারের ধ্যান করে—যে জ্ঞানী সে জানে যে ব্রহ্ম এই দুইয়েরি অতীত। সেই রাগ তো নয়নে দৃষ্ট হয় না—সেই মাত্রা তো শ্রবণে শ্রুত হয় না। কবীর কহেন, যে প্রেম ও বৈরাগ্যকে জানিয়াছে সে প্রলয়প্রাপ্ত হয় না।

১৯

চলত মনসা অচল কীন্হী,।
মন হুয়া রংগী
তত্ত্বমেঁ নিঃতত্ত্ব দরসা,
সংগ মেঁ সংগী।
বংধতে নির্বন্ধ কীন্হা,
তোড় সব তংগী।
কহৈঁ কবীর অগম গম কীয়া,
প্রেম রংগ রংগী॥

•

চঞ্চল মনকে আমি অচল করিয়াছি, আমার মন এখন রঙ্গী হইয়াছে। তত্ত্বের মধ্যে তত্ত্বাতীতকে দেখিয়াছি—সঙ্গের মধ্যে সঙ্গীকে। সমস্ত সংকীর্ণতা ভাঙিয়া বন্ধনের মধ্যে আজ আমি বন্ধনহীন। কবীর কহেন, অপ্রাপ্যকে পাইয়াছি, প্রেম রঙ্গে রঙ্গী হইয়াছি।

২০

মৈঁ কাসে বূঝোঁ,
অপনে পিয়কী বাতরী।
কহৈঁ কবীর,
বিছুড় নহিঁ মিলিহো,
জ্যোঁ তরবর ছোড় বনধামরী।

আপন প্রিয়ের কথা আমি কাহার কাছে বুঝিব গো? কবীর কহেন, তরুকে ছাড়িয়া যেমন বনকে খুঁজিয়া পাইবে না—তেমনি তিনি বিচ্ছিন্ন ভাবে মিলিবেন না।

কবীর-প্রেম

১

সাঁঈ কে সঙ্গ সাসুর আঈ ॥
সংগ না রহী স্বাদ ন জানৌ
গয়ো জোবন সুপনেকি নাঁঈ।
সখী সহেলী মঙ্গল গাবেঁ,
দুখ সুখ মাথে হলদী চঢ়াঈ ॥
ভয়ো বিবাহু চলী বিন দুলহ
বাট যাত সমধী সমঝাঈ।
কহৈঁ কবীর হম গবনে জৈবে
তরব কন্ত লৈ তূর বজাঈ ॥

স্বামীর সঙ্গে আমি স্বামীর ঘরে আসিলাম;
সঙ্গেও থাকিলাম না, স্বাদও জানিলাম না;
স্বপ্নের ন্যায় আমার যৌবন চলিয়া গেল।

সখী সহচরীরা মঙ্গলগীত গাহিয়াছিল, সুখ দুঃখের হরিদ্রা মাথার উপর রাখিয়া স্নান করাইয়াছিল ;—বিবাহ হইয়া গেল, অথচ স্বামীকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম—পথে আত্মীয়রা কত প্রবোধ দিলেন।

কবীর কহেন আজ আমি স্বামীর গৃহে যাইব—কান্তকে লইয়া তুরী বাজাইয়া তরিয়া যাইব।

২

অবতো জরে মরে বন আবে,
লিন্‌হি হাথ সিংধোরা।
প্রীত প্রতীত করো দৃঢ় সাঁইকী
সুনো শব্দ ঘন ঘোরা॥
অগিন জরে না সতী কহাবে
রন যুঝে নহিঁ সূরা।
বিরহ অগিন অন্দর জাবৈ
তব পাবৈ পদ পূরা॥

যহ সংসার সকল জগ মৈলা,
নাম গহে তেহি সূচা।
কহৈঁ কবীর ভক্তি মত ছাড়ো
গিরত পড়ত চঢ় উঁচা॥

এখন তো অনেক জ্বালাযন্ত্রণার পর প্রিয়তম আসিয়াছেন; সিন্দূরপাত্র হস্তে লইয়াছেন। স্বামীর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রেম রাখ—ঐ শোন ঘনঘোর বাদ্য। অগ্নিতে দগ্ধ হইলেই সতী হয় না—যুদ্ধ করিলেই কিছু বীর হয় না, বিরহ অগ্নি যদি অন্তরকে দগ্ধ করে তবেই পূর্ণ পদকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই মলিন জগৎ সংসারের মধ্যে তাঁহার নামসাগরে ডুব দিলেই পবিত্র। কবীর কহেন ভক্তিকে ছাড়িও না—উত্থান পতনের মধ্য দিয়া উচ্চে উঠ।

৩

সুন্‌তা নহী ধুন কী খবর
অনহদকা বাজা বাজতা ॥
রস মন্দ মন্দির বাজতা
বাহর সুনে তো ক্যা হুআ।
ইক প্রেমরস চাখা নহীঁ
অমলী হুআ তো ক্যা হুআ ॥
কাজী:কিতাবেঁ খোজতা
করতা নসীহত ঔরকো
মহরম নহীঁ উস হাল সে
কাজী হুআ তো ক্যা হুআ ॥
জোগী দিগম্বর সেবরা কপড়া
রঙ্গে রঙ্গ লাল সে।
বাকিফ্‌ নহীঁ উস রঙ্গসে
কপড়া রঙ্গে সে ক্যা হুআ ॥

মন্দির ঝরোখে রাবটী
গুল চমন মেঁ রহতে সদা।
কহতে কবীরা হৈঁ সহী
হরদম মেঁ সাহিব রম রহা ॥

ধ্বনির খবর কি শোন নাই, ঐ যে অসীমের বাদ্য বাজিতেছে। মন্দিরের মধ্যে রসের মৃদুমন্দ বাদ্য বাজিতেছে—বাহিরে যদি শুনিতে চাও তবে হইল কি? সেই এক প্রেমরস যদি আস্বাদ না করিয়া থাক, তবে পবিত্র হইয়াছ ত কি হইল? কাজি যে কেবল কোরাণ খুঁজিয়া মরিতেছেন, এবং অন্যকে উপদেশ দিতেছেন, যদি তিনি সেই ভাবের ভাবুক না হইয়া থাকেন তবে কাজি হইল ত কি হইল? যোগী দিগম্বর যে তাঁহার কন্থা লাল রঙে রঙ্গাইলেন যদি সেই রঙ্গের মর্ম্ম না পাইয়া থাকেন তবে কাপড় রং করিয়া হইল কি?

কবীর কহেন—"মন্দিরেই থাকি, বাতায়নেই থাকি, পটবাসেই থাকি আর পুষ্পোদ্যানেই থাকি, ইহা সত্যই কহিতেছি যে প্রতি মুহূর্তে স্বামী আমাতে আনন্দ ভোগ করিতেছেন।

৪

হেরে গরনে কা দিন নগিচানা
　　　　সোহাগিন চেত করোরী।
ঝিলমিল জোত জই নিসদিন ঝলকৈ
　　　　সুরতসে নিরত করোরী॥
কহৈ কবীর সোই সন্তবংশা,
　　　　জো পিয়াকে রংগ রাতী।
অজর অমর ঘর পায়কে
　　　　রহী মন্দির বিচ সোয়
নির্ভয় হোয় সৈন করোরী॥

হে সোহাগিনি, তোমার প্রিয়তমের গৃহে যাইবার দিন নিকটে আসিয়াছে, চিত্তকে জাগ্রত কর। সেই গৃহে নিশিদিন জ্যোতি ঝিলমিল করিয়া ঝলকিত। তাঁহার প্রেমের দ্বারা তুমি বৈরাগ্য কর।

কবীর কহেন, সেই ধন্য যে প্রিয়তমের রঙ্গে রঙ্গী হইয়াছে। সে অজর অমর ধামকে প্রাপ্ত হইয়া সেই মন্দিরে বিশ্রাম করিতেছে। নির্ভয় হইয়া তুমি শয়ন কর।

৫

সাঁঈঘর দাগ লগায় আঈ চুংদরী॥
উ রংগরেজবা কো মরম ন জানৈ,
নহিঁ মিলৈ ধোবিয়া কৌন করৈ উজরী।
পহির ওঢ় কে চলী সসুরিয়া,
গৌরা কে লোগ কহৈঁ বড়ী ফুহরী॥

স্বামীর গৃহে আমি আমার ওড়নায় রং লাগাইয়া আসিয়াছি। যে এই রঙ্গে রঙ্গাইল

তাহার রহস্য তো জানি না। কোন রজকই সেই রঙ্গ আর উঠাইতে পারিল না। সেই বসন পরিয়া আমি স্বামীর গৃহে চলিয়াছি, গ্রামের লোক আমাকে মূঢ়া বলিয়া উপহাস করিতেছে।

৬

জাগরী মেরী সুরত সোহাগিন জাগরী।
ক্যা তুম সোরত মোহ নীঁদ মেঁ,
উঠকে ভজনীয়া মেঁ লাগরী।
চিতসে শব্দ সুনো সর্বন দে,
উঠত মধুর ধুন রাগরী।
দোউ কর জোর সীস চরনন দে,
ভক্তি অচল বর মাংগরী॥

জাগ, ওগো আমার প্রেম সোহাগিনি, জাগ। কেন তুমি মোহ নিদ্রায় শুইয়া আছ? উঠিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হও। তোমার সর্ব্বদেহে মধুর ধ্বনির রাগিণী উঠিয়াছে—চিত্তদিয়া

একবার শ্রবণ কর। দুইহস্ত জোড়করিয়া তাঁহার চরণে মস্তক প্রণত করিয়া অচল ভক্তি বর প্রার্থনা কর।

৭

সাঁই সে লগন কঠিন হৈ ভাঈ॥
জৈসে পপিহা প্যাসা বুংদকা
পিয়া পিয়া রটলাঈ।
প্যাসে প্রান তড়কৈ দিন রাতি
ঔর নীর না ভাঈ॥
জৈসে মিরগা শব্দ সনেহী,
শব্দ সুনন কো জাঈ।
শব্দ সুনৈ ঔর প্রানদান দে
তনিকো নাহিঁ ডরাঈ॥
জৈসে সতী চঢ়ী সত উপর
পিয়া কি রাহ মন ভাঈ।
পাবক দেখ ডরে বহ নাঁহী
হঁসত বৈঠ সরা মাঈঁ॥

ছোড়ো তন অপনেকী আসা
নির্ভয় হ্‌বৈ গুন গাঈ।
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো
নাহিঁ তো জনম নসাঈ

স্বামীর সহিত মিলন হওয়া বড়ই কঠিন ভাই। চাতক যেমন বৃষ্টি জলের পিপাসায় পিয়া পিয়া শব্দ করিতে থাকে—পিপাসায় প্রাণ ফাটিয়া যায়—তবুও অন্য জল রোচে না। মৃগ যেমন সঙ্গীতের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া গমন করে—সেই সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে প্রাণ দেয়—কিছুমাত্রও ভীত হয় না। সতী যেমন সতের উপর আরোহণ করে—প্রিয়তমের পথই তাহার মনকে হরণ করে—অগ্নিকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হয় না—হাসিতে হাসিতে তাহার আসনে বসে। শরীরের মায়া ত্যাগ কর। নির্ভয় হইয়া তাঁহার গুণ

গান কর। কবীর কহেন শুন ভাই সাধু, নহিলে এমন জন্ম ব্যর্থ হইবে।

৮

হিলমিল মঙ্গল গাও মেরী সজনী।
ভঈ প্রভাত বীত গঈ রজনী॥
অধর নিরন্তর ফূলী ফুলবারী।
অমী সীচঁ অমৃত ফললাগা॥

প্রভাত হইয়াছে,—রাত্রি অতীত, হে স্বজনি, চিত্ত মিলাইয়া মঙ্গলগীতি গান কর। সমস্ত আকাশ ভরিয়া নিরন্তর পুষ্পকুল প্রস্ফুটিত হইয়াছিল—অমৃতরস সিঞ্চনে তাহা অমৃত ফল প্রসব করিয়াছে।

৯

অগম পথে জহঁ,
বিনা মেহ ঝর লাবসরে।
দামিন দমকত অমৃত বরসত
অজব রংগ দরসারস রে।

বিন সরহদ অনহদ জহঁ বাজে
কৌন স্থর জহঁ গাবসরে।

পথ যেখানে অগম্য, বিনামেঘে যেখানে বৃষ্টি, সেখানে দামিনী চমকিত হইতেছে, অমৃত বৃষ্টি হইতেছে—আশ্চর্য্য শোভা দেখা যাইতেছে—নিরন্তর সেখানে অসীম রাগিণী বাজিতেছে; কোন্ স্থরে না জানি কে গাহিতেছে।

১০

সাঈঁ সব কুছ দীন্‌হ দেত কুছ না রহো।
হমহী অভাগিন নার সুকৃথ ত্যজ দুখ লহো॥
গঈ পিয়াকে মহল পিয়া সংগ না রচী।
কহেঁ কবীর সমঝায় সমঝ হিরদে ধরো।
জুগন জুগন করো রাজ ঐসী দুর্ম্মত পরিহরো॥

স্বামী সবই দিয়াছিলেন—দিতে আর কিছুই বাকী ছিল না। আমিই অভাগিনী

নারী, সুখ ত্যাগ করিয়া দুঃখ গ্রহণ করিয়াছি। প্রিয়ের মহলে গেলাম কিন্তু তাঁহার সঙ্গ করিলাম না।

কবীর বুঝাইয়া বলিতেছে—"মনে প্রবোধ লও, এমন দুর্ম্মতি ত্যাগ করিয়া যুগ যুগ আপন গৌরবে রাজত্ব কর।"

১১

তোহিং মোরি লগন লগায়ে রে ফকিরবা ॥
সোবত হী মৈঁ অপনে মন্দির মেঁ,
শব্দ মার জগায়ে রে ফকিরবা ॥
বূড়ত হী ভবকে সাগর মেঁ
বঁহিয়া পকর সমুঝায়ে রে ফকিরবা ॥
একৈ বচন দুজে বচন নহিঁ
তুম মোসে বন্দ ছুড়ায়ে রে ফকিরবা ॥
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো,
প্রাণন প্রান লগায়ে রে ফকিরবা ॥

হে ফকীর, তুমি আমাকে কি প্রেমে টানিয়া লইলে? আপনাব মন্দিরে ঘুমাইয়াছিলাম, সঙ্গীতের আঘাতে আমাকে জাগাইলে হে ফকীর। ভব সমুদ্রের মধ্যে ডুবিতেছিলাম, বাহু ধরিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছ হে ফকীর। একটি মাত্র কথা, আর দ্বিতীয় কথাটি নাই, তুমি আমাকে দিয়া সব বন্ধন ছাড়াইয়াছ হে ফকীর! কবীর কহেন, প্রাণে আমার প্রাণ লাগাইয়াছ হে ফকীর!

১২

কৌন মুরলী শব্দ সুন আনন্দভয়ো
জোত বরে বিন বাতী।
বিনা মূলকে কমল প্রগট ভয়ো
ফুলবা ফুলত ভাঁতী ভাঁতী
জৈসে চকোর চন্দ্রমা চিত্তবে
জৈসে চাতৃক স্বাঁতী।
তৈসে সন্ত সুরতকে হোকে
হো গয়ে জনম সংঘাতী॥

কোন্ মুরলীর শব্দ শুনিয়া মন আমার আনন্দিত হইয়াছে, বিনা প্রদীপে জ্যোতি জ্বলিতেছে, বিনামূলে কমল প্রস্ফুটিত হইল, গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটিয়া উঠিল? চকোর যেমন চন্দ্রমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে— চাতক যেমন স্বাতী নক্ষত্রের ধারায়— তেমনি প্রেমিক কোন্ প্রেমে সমস্ত জন্মকে সংহত করিল?

১৩

নৈহরবা হমকো নঁহি ভাবে॥
সাঈঁ কী নগরী পরম অতি সুন্দর,
জহঁ কোই জায় ন আবে॥
চাঁদ সুরজ জঁহ পবন ন পানী,
কো সন্দেস পঁহুচাবে।
দরদ যহ সাঁঈকো সুনাবে॥
আগে চলো পংথ নহিঁ সূঝে,
রাহ ন ঠহরন জাবে।

কেহি বিধি সাঁঈঘর জাউঁ মোরী সজনী,
বিরহা জোর জনাবে ॥
বিন সাঈঁ ঐসন নহিঁ কোঈ,
জো য়হ রাহ বতাবে।
কহত কবীর সুনো ভাই প্যারে,
কৈসে প্রীতম পাবে।
তপন য়হ জিয় কী বুঝাবে ॥

আর তো সখি, বাপের ঘর ভাল লাগে না। আমার স্বামীর ধাম অতি পরম সুন্দর, সেখানে যে যায় সে আর ফিরিয়া আসে না। সেখানে চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণের প্রবেশ নাই। আমার বার্ত্তা সেখানে কে বহন করিবে? আমার এই ব্যথা কে স্বামীকে বুঝাইবে? প্রাণ কহিতেছে আগে চল, নয়নে যে পথ দেখিতে পাই না—অথচ পথে স্থির থাকিবার যো নাই! হে সখি, কেমন করিয়া পতিগৃহে যাইব—বিরহ বড় জোর করিতেছে।

সেই প্রিয়তম বিনা এমন কেহ নাই যে এই পথ বলিতে পারে? কবীর কহিতেছে শুন ভাই প্রিয়, কেমন করিয়া প্রিয়তমের দেখা পাইব, আমার প্রাণের জ্বালা জুড়াইব?

১৪

পিয়া উঁচীরে অটরিয়া তোরী দেখন চলী।
চাঁদ সুরজ কোটি দিয়না বরতু হৈ,
তাবিচ ভূলী ডগরিয়া।

হে প্রিয়তম, অতি উচ্চ তোমার অট্টালিকা, আমি দেখিতে চলিয়াছি। চন্দ্র সূর্য্যের কোটি দীপ কেবলি জ্বলিতেছে, তাহার মধ্যেও পথ ভুলিয়া ফেলিতেছি!

১৫

ইস গগন গুফামেঁ অমৃত ঝরে।
গগন মধ্য ইক বাজা বাজৈ,
ঝুনক ঝুনক ঝনকার করৈ॥

বিন চংদা উজিয়ারী দরসৈ
জঁহ তহঁ রাগ নজর পড়ৈ।
দসোঁ দিসা মেঁ তাড়ী লাগী,
অমৃত পুরুষ কে ভোগ ধরৈ ॥
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
অমর হোয় কবহুঁ ন মরৈ ॥

এই গগনগুহায় অমৃত ঝরিতেছে—গগনমধ্যে রণঝন ঝঙ্কারে এক বাদ্য বাজিতেছে! চন্দ্র বিনা কৌমুদী প্রকাশিত! যেখানে সেখানে রাগ নজরে পড়িতেছে; অমৃত পুরুষের সম্ভোগের জন্য দশদিকে তাল পড়িতেছে। কবীর কহেন শুন ভাই সাধু, এখানে যে অমর হয় সে আর কখনো মরে না।

১৬

মুরলী বজত অখণ্ড সদায়ে,
তহাঁ প্রেম ঝনকারা হৈ ॥

প্রেম হদ্দ তজী জব ভাঈ,
সত্তলোক কী হদ্দ পুনি আঈ ॥
উঠত সুগংধ মহা অধিকাঈ,
জাকো বাব না পারা হৈ ॥
কোটি ভান রাগ কো রূপা।
বীন সতধুন বজৈ অনূপা ॥

অসীম মুরলী নিরন্তর বাজিতেছে—সেখানে প্রেম ঝঙ্কৃত হইতেছে। প্রেম যখন সীমাকে ত্যাগ করে—তখন সে সত্য লোকের সীমায় আসে। কি মহা প্রশস্ত সুগন্ধ উঠিতেছে!—কোথাও তাহার বাধা নাই, পার নাই। এই রাগিণীর রূপ কোটি ভানুর ন্যায় উজ্জ্বল। সত্য ধ্বনির সেই বীণা অনুপম বাজিতেছে।

১৭

মো পৈ সাঁঈ রঙ্গ ডারা।
সুর কী চোট লগী মেরে মনমেঁ
বেধ গয়া তন সারা ॥

ঔষধ মূল কছু নহিঁ লাগে
ক্যা করে বৈদ বিচারা।
সুর নর মুনিজন পীর ঔলিয়া
কোঈ ন পাবে পারা॥
সাহ্‌ব কবীর সর্ব্ব রঙ্গ রঙ্গিয়া
সব রঙ্গ সে রঙ্গ ন্যারা॥

প্রিয়তম আমার উপর রঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সুরের আঘাত আমার প্রাণে লাগিয়াছে। আমার সমস্ত শরীর বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন কোনো ঔষধ কোনো মূল প্রতিকার করিতেছে না, বৈদ্য বেচারা কি করিবে? সুর, নর, মুনি, সাধুসন্ন্যাসী কেহই অন্ত করিতে পারিতেছে না। কবীর কহেন—স্বামী সর্ব্ব রঙ্গের রঙ্গী এবং সব রঙ্গ হইতে সে রঙ্গ স্বতন্ত্র।

১৮

মৈঁ অপনে সাহব সঙ্গ চলী।
নদী কিনারে সাঁঈ মিলে হো,
তুরত জনম সুধরী ॥
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো,
দোনোঁ কূল অব তার চলী ॥

আমি আজ আপন স্বামীর সঙ্গে চলিয়াছি। নদী কিনারায় স্বামী মিলিয়াছেন— অমনি আমার জন্ম সুধারায় চলিয়াছে। কবীর কহেন শুন ভাই সাধু, এখন আমি দুই কূলই অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি।

১৯

সখিয়ো হম হুঁ ভঈ বলমাসী।
আয়ো জোবন বিরহ সতায়ো,
অব মৈঁ জ্ঞানগলী অঠিলাতী?
জ্ঞানগলী মেঁ খবর মিলগয়ে
হমেঁ মিলী পিয়াকী পাতী।

যা পাতী মেঁ অগম সংদেসা,
অব হম মরনে কো ন ডরাতী ॥
কহত কবীর সুনো ভাঈ প্যারে
বর পায়ে অবিনাসী ॥

হে সখি, আমি বল্লভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। যৌবন আসিয়াছে, বিরহ ব্যথা দিতেছে, এখন কি না আমি জ্ঞানের গলি ঘুরিয়া মরিতেছি! জ্ঞানের গলিতে তাঁহার খবর মিলিয়াছে। আমি প্রিয়তমের পত্র পাইয়াছি। সেই পত্রের মধ্যে অগম্য খবর, এখন আর আমি মরণকে ভয় করি না। কবীর কহেন হে প্রেমিক বন্ধু, আমি অবিনাশীকে বর পাইয়াছি।

২০

সাঈঁ বিন দরদ করেজে হোয়।
দিন নহিঁ চৈন রাত নহিঁ নিঁদিয়া,
কা সে কহুঁ দুখ রোয় ॥

আঁধী রতিয়াঁ পিছলে পহরয়া,
সাঈঁ বিন তরস তরস রহি সোয়।
কহত কবীর সুনো ভাঈ প্যারে,
সাঁই মিলে সুখ হোয়॥

প্রিয়তমের বিরহে আমার অন্তরে বড়ই বেদনা, দিনে সোয়াস্তি নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই; এই দুঃখের কথা কাঁদিয়া কাহাকে বলিব? অন্ধকার রাত্রি, প্রহর পিছলিয়া চলিয়াছে; স্বামী বিনা বারবার চমকিয়া উঠিতেছি। কবীর কহেন হে প্রেমিক বন্ধু, স্বামী যদি মিলে তবেই সুখ হয়।

২১

নিসদিন খেলত রহী সখিয়ন সঙ্গ
মোহি বড়া ডর লাগে॥
মোরে সাহব কী উঁচী অটরিয়া
চঢ়ত মেঁ জিয়রা কাঁপে॥
জো সুখ চহৈ তো লজ্জা ত্যাগে
পিয়া সে হিলমিল লাগে।

ঘুংঘট খোল অঙ্গ ভর ভেঁটে,
নৈন আরতী সাজে॥
কহৈঁ কবীর সুনো সখী মোর,
প্রেম হোয় সো জানে।
নিজ প্রীতম কী আস নহীঁ হৈ,
নাহক কাজর পারে॥

নিশি দিন কেবল সখীদের সঙ্গে খেলিয়াছি এখন বড় ভয় লাগিতেছে। আমার স্বামীর উচ্চ অট্টালিকা, আরোহণ করিতে আমার প্রাণ কাঁপে। আনন্দ যদি চাই তো লজ্জা ছাড়িতে হয়, প্রিয়তমের সঙ্গে হৃদয় মিলাইয়া লাগিতে হয়, অবগুণ্ঠন খুলিয়া, অঙ্গ ভরিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ করিতে হয়, নয়নে প্রেমের আরতি সাজাইতে হয়। কবীর কহেন হে সখি শোন, যদি প্রেম হয় তবেই সে বোঝে। নিজের প্রিয়তমের জন্য ব্যাকুলতা যদি না থাকে, তবে বৃথা তোমার কাজলপাড়া, বৃথা তোমার সাজসজ্জা।

শান্তিনিকেতন

কবীর

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম
বোলপুর

মূল্য ছয় আনা

প্রকাশক
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কাত্তিক প্রেস
২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

কবীর

কবীর-পরখ

১

সব কা সাথী মেরা সাঈঁ।
ব্রহ্মা বিস্নু রুদ্র ঈশ্বর লোঁ
ঔ অব্যাকৃত নাহীঁ॥
পাঁচ পচীস সে সুমতী করলে
যহ সব জগ ভরমায়া।
অকার ওকার মকার মাত্রা
ইনকে পরে বতায়া॥
জাগৃত সুপন সুষোপিত তুরিয়া
ইনতেঁ ন্যারা হোঈ।
রাজস তামস সাত্তিক নির্গুন
ইনতে আগে সোই॥

স্থূল সুচ্ছম কারণ মহাকারণ
ইন মিল ভোগ বখানা।
বিশ্ব তৈজস পরাগ আত্মা
ইনমেঁ সার ন জানা॥
পরা পসন্তী মধমা বৈখরী
চৌবানী না মানী।
পাঁচ কোষ নীচে কর দেখো
ইনমেঁ সার ন জানী॥
পাঁচ জ্ঞান ঔর পাঁচ কর্ম্ম হৈঁ
য়হ দস ইন্দ্রী জানো।
চিত সোই অন্তঃকরণ বখানী
ইনমেঁ সার ন মানো॥
কুরম সেস কিরকিলা ধনংজয়
দেবদত্ত কহঁ দেখো।
চৌদহ ইন্দ্রী চৌদহ ইন্দ্রা
ইনমেঁ অলখ ন পেখো॥
তৎপদ ত্বম্ পদ ঔর অসীপদ
বাচলক্ষ পহিচানে।

জহদ্ লক্ষণা অজহদ কহতে
অজহদ জহদ বখানে ॥
পীতম মিলৈ সত সুর লখাবৈ
সার সুর বিলগাবৈ।
কহৈঁ কবীর সোঈ জন পূরা
স্বারা মিলা কর গাবৈ ॥

সকলেরই সাক্ষী আমার স্বামী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর পর্য্যন্ত কেহই অব্যাকৃত নহেন।

পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, এই সব তত্ত্ববাদহইতে মনকে মুক্ত কর। এই সবই সকল জগৎকে ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি অকার, ওকার, মকার প্রভৃতি মাত্রার অতীত। জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয়, এই সব অবস্থার তিনি অতীত। সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক ও নির্গুণ, এই সব অবস্থার দ্বারা তিনি আবদ্ধ নহেন।

স্থূল সূক্ষ্ম কারণ মহাকারণ ইহারা সকলে তাঁহার ভোগকেই বুঝাইতেছে। বিশ্ব, তেজ, পরাগ, আত্মা ইহাদের একটির মধ্যেও তাঁহার সার জানা যায় নাই। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী এই চারি বাণীর মতানুসারে তিনি চলেন নাই।

পঞ্চকোষ পরীক্ষা করিয়াও তাহাতে সেই সারকে জানা গেল না।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণমন ইহাদের মধ্যেও সারকে বুঝিতে পারা গেল না।

কূর্ম্ম, শেষ, কৃকলাস, ধনঞ্জয়, দেবদত্ত এই পঞ্চ প্রাণের মধ্যেও কোথায় তাহাকে দেখিলাম? চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় ও চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান এই সকলের মধ্যেও সেই অলক্ষ্যকে দেখা গেল না।

"তৎ" পদ "ত্বম্" পদ ও "অসি" পদ এই "তত্ত্বমসি" বাক্যই সেই লক্ষ্যকে প্রকাশ

করিতেছে। জহদ্ লক্ষণা বলে তিনি অজহদ্ ও অজহদ্ লক্ষণা বলে তিনি জহদ্। (অর্থাৎ যে শব্দ দ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করি, সে শব্দের অর্থ হইতেও তিনি বৃহৎ এবং সে শব্দের যাহা অর্থ নহে তিনি তাহাও)।

যখন প্রিয়তমের দেখা পাওয়া যায় তখন তিনি সত্য সুর দেখাইয়া দেন। সার সুর তিনিই জাগ্রত করিয়া দেন। কবীর কহেন "সেইজনই পরিপূর্ণ যিনি সকল বিচ্ছিন্নতাকে মিলিত করিয়া গাহিতে পারেন।"

২

কোই হৈ রে হমারে গাঁবকো।
জাসে পরচা পুছোঁ ঠাঁবকো॥
বিন বাদর বরষৈ অখণ্ডধার।
বিন বিজুরী চমকৈ অতি অপার॥
সসীভানু বিনা জহঁ হ্বৈ প্রকাশ।
সার সুর তহঁ কিয়ো নিবাস॥

বৃচ্ছ তহঁ এক অতি অনূপ।
সাখা পত্র না ছাঁহ ধূপ॥
বিন ফূলন ভঁবরা কর গুঞ্জার।
ফল লাগে তহঁ নিরাধার॥
উঁচ নীচ নহিঁ জাতি পাংতি।
ত্রিগুন ন ব্যাপৈ সদা সাংতি॥
হর্ষ সোগ নহিঁ রাগ দোখ।
জন্ম মরন নহি বংধ মোখ॥
অখংড পুরী ইক নগ্র নাম।
জহঁ বসৈঁ সাধজন সহজ ধাম॥
মরৈ ন জীবৈ আবৈ ন জায়।
কহৈঁ কবীর সত মিলে সমায়॥

আমার ধামের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে পারি আমার গ্রামের এমন কেহ এখানে আছে কি?

মেঘবিনা অখণ্ডধারা বর্ষিত হইতেছে, বিদ্যুৎ বিনা কি দীপ্তি চমকাইতেছে, শশিভানু-

বিনা যেখানে প্রকাশ, সেইখানে সেই সার
সুর বাস করিতেছে।

সেখানে অতিশয় অনুপম এক বৃক্ষ,
না আছে তাহার শাখা বা পত্র, না আছে
তাহার ছায়া বা রৌদ্র।

বিনা ফুলে সেখানে ভ্রমর গুঞ্জন চলিয়াছে,
বিনা আধারে সেখানে ফল ফলিতেছে।

উচ্চ নীচ, জাতি পংক্তি সেখানে নাই।
সেই সদা শান্তির মধ্যে ত্রিগুণ ব্যাপিতে
পারে না।

না আছে সেখানে হর্ষ শোক, না আছে
সেখানে রাগ দোষ, না আছে জরা মরণ,
না আছে বন্ধন মোক্ষ। অখণ্ডপুরী সেই ধাম,
সেই একের সে নগরী। সাধুজন সেখানে
বাস করেন, সেই পুরী তাঁহাদের সহজ
ধাম।

সেখানে না আছে জীবন না আছে মৃত্যু,
না আছে আসা না আছে যাওয়া। কবীর কহেন,

"সত্যকে যে পাইয়াছে, একমাত্র সেই সেখানে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করিতে পারে।"

৩

আউংগা ন জাউংগা মরূংগা ন জীউংগা।
সাঈঁ কে সাথ অমীরস পিউংগা॥
কোঈ জাবৈ মক্কে কোঈ জাবৈ কাসী।
দোউকে গল বিচ পড়গই ফাঁসী॥
কোঈ পূজৈঁ মড়িয়াঁ কোঈ পূজৈ গোরাঁ।
দোউ কী মতিয়াঁ হরলঈ চোরাঁ॥
কহত কবীর সুনো নর লোঈ।
ন কৌনো হমারা ন পর মেরে কোঈ॥

আসিবও না যাইবও না, মরিবও না বাঁচিবও না; স্বামীর সাথে অমৃত রস পান করিব। কেহ যায় মকায়, কেহ যায় কাশীতে, দুইজনেরই গলার মধ্যে ফাঁসী পড়িয়াছে। কেহ পূজা করে বেদি, কেহ পূজা করে সমাধি (স্থান); দুইজনের বুদ্ধিই চোর হরণ করিয়া

লইয়াছে। কবীর কহেন, "হে নর শোন, আমার আপনও কেহ নাই, আমার পরও কেহ নাই।"

৪

জ্ঞান অমরপদ বহিরে
নিয়রেতে হৈ দুরি।
জো জানে তেহি নিকট হৈ
রাতো রহ্যো সকল ঘটপূরী।
জ্ঞান অমরপদ স্তারহী
সব ঘটমেঁ দরশাই।
জানে তাকে নিকট হৈ
না তৌ রহা আকাশ বত ছাই॥

ওরে বধির, অমরপদ-জ্ঞান নিকট হইতে সুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত। যে জানে তাহার পক্ষে নিকটেই, সকল ঘট পূর্ণ করিয়া যে তাহা অবস্থিত।

অমরপদ জ্ঞান দূরেই, যদিও সকল ঘটেই

তাহা দৃশ্যমান। যে জানে তাহার পক্ষে নিকটেই, নহিলে আকাশবৎ তাহা ছাইয়া রহিয়াছে।

৫

হিন্দু তুর্কহি মিলিকে
মানহু বচন হমার।
আদি অংত ঔ যুগ যুগ
দেখহু দৃষ্টি পসার॥

হিন্দু ও মুসলমান মিলিয়া আমার বচন মানিয়া লও। আদি ও অন্ত এবং যুগ যুগ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিয়া লও।

৬

তন রাতা মন জাত হৈ
মন রাতা তন জায়।
তন মন একৈ হোয় রহৈ
তব হংসা কবীর কহায়॥

তনু রত হইলে মন চলিতে থাকে, মন রত হইলে তনু চলিতে থাকে ; তনু মন যখন এক হইয়া থাকে তখনই সাধককে মহৎ বলে।

৭

অনজানেকো স্বর্গ নরক হৈ
হরিজানে কো নাহীঁ
জেহি ডরতে সব লোক ডরতু হৈঁ
সো ডর হমরে নাহীঁ ।
পাপ পুণ্যকী শংকা নাহীঁ
স্বর্গ নর্ক নহিঁ জাঈ।
কহহিঁ কবীর সুনো হো সংতো
জহাঁ কা তহাঁ সমাঈ ॥

না-জানার কাছে স্বর্গ নরক, হরি-জানার কাছে স্বর্গ নরক নাই।

যেই ভয়ে ভবের লোক ভয় পায়, সেই ভয় আমার নাই।

পাপ পুণ্যের শঙ্কা আমার নাই, স্বর্গে

নরকে যাই না। কবীর কহেন, শোন হে সাধু, আমি যেখানকার ঠিক সেইখানেই সমাহিত হই।

৮

পংডিত দেখহু হৃদয় বিচারী
কো পুরুখা কো নারী॥
সহজ সমানা ঘট ঘট বোলৈ
বাকো চরিত অনূপা।
বাকো নাম কাহ কহি লীজৈ
না বাকে বরণ ন রূপা॥
তৈ মৈঁ ক্যা করসি নর বৌরে
ক্যা তেরা ক্যা মেরা।
রাম খুদা শিব শক্তি একৈ
কহু ধৌ কোন নিহোরা।
বেদ পুরান কিতেব কুরানা
নানা ভাতি বখানা।
হিংদু তুর্ক জৈনী উ যোগী
য়ে কল কাহু ন জানা।

ছৌ দরশন মেঁ জো পরবানা
তাসু নাম মন মানা।
কহহিঁ কবীর হমহী পৈ বৌরে
য়ে সব খলক সয়ানা॥

পণ্ডিত, হৃদয়ে বিচার করিয়া দেখ যে কে পুরুষ, আর কে নারী।

ঘটে ঘটে সমাহিত সেই সহজই কথা কহিতেছেন। অনুপম তাঁহার চরিত্র, কি করিয়া তাঁহার নাম লইবে? না আছে তাঁহার বর্ণ না আছে তাঁহার রূপ। তুমি আমি বলিয়া কি বকিস্, পাগল, তোরই বা কি আমারি বা কি?

রাম, খোদা, শিব শক্তি একই। তাঁহার করুণা কত আর কহিব। বেদ, পুরাণ, কিতাব, কোরাণ, নানাভাবে তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, জৈন এবং যোগী কেহই এই রহস্য বোঝেন নাই।

ছয় দর্শনে যাঁহার আজ্ঞা, তাঁর নামেই মন মানিয়াছে। কবীর কহেন, "আমাকেই সমস্ত সংসার পাগল পাইয়াছে আর সবাই খুব সেয়ানা।"

৯

বূঝ বূঝ পংডিত পদ নির্বান।
সাঁঝ পরে কহঁবা বসে ভান॥
উঁচ নীচ পর্বত ঢেলা না ইঁট।
বিনু গায়ন তহঁবা উঠে গীত॥
চাহ ন প্যাস মংদির নহিঁ জহঁবা।
সহস্রৌ ধেনু দুহাবৈ তহঁবা॥
নিত অমাবস নিত সংক্রাঁত।
নিত নিত নবগ্রহ বৈঠে পাঁত॥
মৈঁ তোহি পূছৌ পংডিত জনা।
হৃদয়া গ্রহণ লাগু কেহি খনা॥
কহহিঁ কবীর ইতনো নহি জান।
কৌন শব্দ গুরু লাগা কান॥

বুঝিয়া লও পণ্ডিত, নির্ব্বাণ পদকে বুঝিয়া লও; সন্ধ্যা আসিলে ভানু কোথায় বাস করে? উচ্চ, নীচ, ঢেলা, পর্ব্বত, ইট সেখানে নাই। বিনা গানে সেখানে গীত উঠিতেছে। যেখানে মন্দির নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, পিপাসা নাই, সেখানে সহস্র সহস্র ধেনুর দোহন চলিয়াছে; সেখানে নিত্য অমাবস্যা, নিত্য পৌর্ণমাসী, নিত্য নিত্য সেখানে নবগ্রহ পংক্তি করিয়া বসে।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, হে পণ্ডিতজন, হৃদয়ের গ্রহণ কোন ক্ষণে লাগে? কবীর কহেন, "এতটুকুও যদি না জান, তবে হে গুরু, কোন্ শব্দ তোমার কানে লাগিয়াছে?

১০

বুঝ বুঝ পংডিত মন চিত লায়।
কবহিঁ ভরলি বহৈ কবহিঁ সুখায়॥
খন উবৈ খনডূবৈ খন ঔগাহ।
রতন ন মিলৈ পাবৈ নহি থাহ॥

পোহকর নহিঁ বাংধল তহাঁ ঘাট।
পুরইন নহিঁ কমল মঁহ বাট॥
কহহিঁ কবীর যহ মন কা ধোখ।
বৈঠা রহৈ চলা চহৈ চোখ॥

বুঝ বুঝ পণ্ডিত, চিত্ত মন লাগাইয়া বুঝ। কখনও পরিপূর্ণ হইয়া বহিতে থাকে কখনও শুকাইয়া যায়; কখনও উঠে, কখনও ডুবে, কখনও ভিতরে নামিয়া যায়; না মিলিতেছে রতন, না পাওয়া যাইতেছে তল।

নাই যেখানে পুষ্করিণী, সেখানে বাঁধিল ঘাট; নাই কমল বন, করিতে লাগিল কমলের খোঁজ। কবীর কহেন, "ইহাতো মনের ধোঁখা। চমৎকার চলিতে যদি ইচ্ছা থাকে তবে বসিয়া থাকিতে হয়।"

কবীর উপদেশ

১

উন্‌সে কর মেল গঁবারা
কা সোচত বারম্বারা ॥
জব পার উতরনা চহিয়ে
তব কেবট সে মেল রহিয়ে ॥
জব দর্শন দেখা চহিয়ে
তব দর্পন মাজত রহিয়ে ॥
জব দর্পন লাগত কাঈ
তব দর্শন কঁহঁতে পাঈ ॥

ওরে মূর্খ বারম্বার কি ভাবিতেছিস্? তাঁহার সঙ্গে মেল করিয়া নে। যদি পারে উত্তীর্ণ হইতে হয় তবে নাবিকের সঙ্গে মিলিত হইতে হইবে।

যদি দর্শন লাভ করিতে হয় তবে দর্পণকে

মাজিতে থাক্। দর্পণে যদি ক্লেদ লাগে তবে দর্শন পাইবি কেমনে?

২

মদ্ধ অকাস আপ জহঁ বৈঠে
জোত শব্দ উজিয়ারা হো॥
সেত সরূপ রাগ জহঁ ফুলে
সাঁঈ করত বিহারা হো।
কোটিন সূর চন্দ ছিপ জৈঁহে
এক রোম উজিয়ারা হো॥
বহী পার এক নগর বসতু হৈ
বরসত অমৃত ধারা হো।
কহৈঁ কবীর সুনো ধর্ম্ম দাসা
লখো পুরুষ দরবারা হো॥

মধ্য গগনে আত্মা যেখানে আসীন, সে স্থান জ্যোতির সঙ্গীতে উদ্ভাসিত। শুভ্র স্বরূপ রাগ যেখানে প্রস্ফুটিত হইতেছে, স্বামী সেখানে বিহার করেন। তাঁহার এক এক রোমের

উজ্জ্বলতায় কোটিসূর্য্য চন্দ্র আচ্ছন্ন হইয়া যায়। সেই পারে এক নগর অবস্থিত, সেখানে অমৃত-ধারা বর্ষিত হইতেছে।

কবীর কহেন, "শোনো ধর্ম্মদাস, স্বামীর দরবার লক্ষ্য কর।"

৩

কর গুজরান গরীবীসে
মগরূরী কিস পর করতা হৈ॥
গীদী কায়া দেখ ভুলায়া
দীনন সে ক্যোঁ ডরতা হৈ॥
রুহ জলালী করত হলালী
ক্যোঁ দোজখ আগী জলতা হৈ।
তজ অভিমানা সীখো জ্ঞানা
সত্‌গুরু সঙ্গত তরতা হৈ॥
কহৈঁ কবীর কোই বিরলা হংসা
জীবত হী জো মরতা হৈ॥

দীনতার সহিত দিন যাপন কর, ওরে মূঢ়,

কাহার উপর তুই গর্ব্ব করিস্? এই দেহ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছিস্! দৈন্য দেখিয়া কেন তুই ভয় পাস্? আপনাকে বৈভবের ভোগে মগ্ন রাখিয়া নরকের অগ্নি কেন জ্বালাইয়াছিস্? অভিমান ত্যাগ কর্, জ্ঞানশিক্ষা কর্, সদ্‌গুরুর সঙ্গে এই সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কবীর কহেন, "জীবনের মধ্যেই মৃত্যুকে লাভ করিয়াছেন বিরল তেমন সাধক।"

৪

পরমাতম গুরু নিকট বিরাজৈঁ
জাগ জাগ মন মেরে॥
ধায়কে পীতম চরনন লাগৈ
সাঁঈ খড়া সির তেরে॥
জুগন জুগন তোহি সোবত বীতা
অজহুঁ ন জাগ সবেরে॥

পরমাত্মা পরমগুরু নিকটে বিরাজমান, হে আমার মন, জাগ জাগ। ধাবিত হইয়া

প্রিয়তমের চরণে মিলিত হও, স্বামী তোমার শিয়রে দণ্ডায়মান। যুগ যুগ তুমি শুইয়া কাটাইলে; আজ প্রভাত কালেও কি তুমি জাগিয়া উঠিবে না?

৫

কহত প্রাণ সুন কায়া মেরী
মোর তোর সংগ ন হোঈ।
তোহি অস মিত্র বহুত হম পায়া
সংগ ন লীনা কোঈ॥

প্রাণ কহিতেছে, হে আমার কায়া, তোমার সহিত আমার সঙ্গ হইবার নহে। তোমার ন্যায় মিত্র আমি বহুবার আরও পাইয়াছি কিন্তু সঙ্গ কেহই লইল না!

৬

চলনা হৈ দুর মুসাফির
কাহে সোবৈরে।

চেত অচেত নর সোচ বাবরে
বহুত নীদঁ মত সোবৈরে ॥
নদিয়া গহিরী নাব পুরাণী
কেহি বিধি পার তু হোবৈরে।
কহেঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো,
ব্যাজকে ধোখে মুল মত খোবৈরে ॥

ওগো যাত্রী, বহু দূর যাইতে হইবে, শুইয়া আছ কেন? হে নিদ্রিত, জাগ্রত হও, হে চঞ্চল, চিন্তা করিয়া দেখ, এত অধিক নিদ্রা দূর কর।

নদী গভীর, পুরাতন তোমার নৌকা, কেমন করিয়া তুমি পার হইবে? কবীর কহেন, "সুদের লোভে মূলধন হারাইও না।"

৭

মন তু পার উতর কঁহ জৈহৌ।
আগে পংথী পংথ ন কোঈ
কূচ মুকাম ন পৈহৌ ॥

নহি তহঁ নীর নাব নহিঁ খেবট
না গুণ খৈঁচন হারা।
ধরণী গগন কল্প কছু নাহীঁ
না কছু বার ন পারা।
নহিঁ তন নহিঁ মন নহিঁ অপন পৌ
সুন মে সুদ্ধ ন পৈহো।
বলীবান হোয় পৈঠো ঘট মেঁ
বাহীঁ ঠৌরেঁ হোইহো॥
বার হি বার বিচার দেখ মন
অংত কহুঁ মত জৈহো।
কহেঁ কবীর সব ছাড়ি কল্পনা
জ্যোঁ কা ত্যোঁ ঠহরৈহো॥

হে মন, তুমি পার উত্তীর্ণ হইয়া কোথায় পৌঁছিতে চাও? না আছে সম্মুখে পথিক, না আছে কোন পথ; কোথায় সেখানে গতি, কোথায় বা সেখানে স্থিতি! না আছে সেখানে জল, নাই নৌকা, নাই নাবিক, নাই

গুণ, না গুণ টানিবার লোক। ধরণী, গগন, কর কিছুই সেখানে নাই। না আছে সেখানে কূল না আছে সেখানে পার। না আছে তনু, না আছে মন; আত্মার পিপাসা শান্তির স্থান সেখানে কোথায়? সেই শূন্যে কোনও সন্ধান পাইবেনা।

বলবান হইয়া ঘটের মধ্যে প্রবেশ কর সেইখানেই তুমি প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইবে। বার বার বিচার করিয়া দেখ হে মন, অন্যত্র কোথাও তুমি যাইওনা। কবীর কহেন, "সব কল্পনা ছাড়িয়া ঠিক যেমন আছ তেমনি প্রতিষ্ঠিত হও।"

৮

হংসা কহো পুরাতম বাত।
কৌন দেস সে আয়া হংসা
উতরনা কৌন ঘাট।
কহাঁ হংসা বিসরাম কিয়ো হৈ
কহাঁ লগায়ে আস॥

অবহী হংসা চেত সবেরা
চলো হমারে সাথ।
সংসয় সোক বহাঁ নহিঁ ব্যাপৈ,
নহীঁ কাল কৈ ত্রাস॥
হুআঁ মদন বন ফূল রহে হৈঁ
আবে সোহং বাস।
মন ভোঁরা জহঁ অরুঝ রহে হৈ,
সুখকী না অভিলাস॥

হে হংস, বল পুরাতন কাহিনী। কোন্ দেশহইতে আসিয়াছ হংস, উতরিবে কোন্ ঘাটে? কোথায় তুমি বিশ্রাম করিতেছ হে হংস? কিসের জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষা?

এখনি প্রভাতে হে হংস, তুমি জাগ্রত হও, চল আমার সঙ্গে। সংশয় শোক সেখানে ব্যাপে না, কালের ত্রাস সেখানে নাই। সেখানে বসন্ত-বন পুষ্পিত হইতেছে, "তিনিই আমি" এই সুবাস আসিতেছে; মন

ভ্রমর সেখানে আসক্ত হইয়া রহিয়াছে—সুখের আকাঙ্ক্ষী সে নহে।

৯

ব্রহ্মণ্ড কে পার রহ পতি সুন্দর হৈ,
অব সে ভূল জিন জাব।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো
ফির ন লগৈ অস দাব ॥

ব্রহ্মাণ্ডের পারে সেই পরম সুন্দর স্বামী বিরাজমান; এখন হইতে আর তাঁহাকে ভুলিও না। কবীর কহেন, "শোন হে ভাই সাধু, এমন সুযোগ আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না।"

১০

ঘট ঘট মেঁ রহি সাঁঈ রমতা
কটুক বচন মত বোলরে।
ধন জোবন কো গর্ব্ব ন কীজৈ
ঝূঠা পংচরংগ চোল রে ॥

ঘটে ঘটে সেই এক স্বামী আনন্দ করিতেছেন, কটু কথা কাহাকেও বলিওনা।

ধন যৌবনের গর্ব্ব করিওনা; এই তনু মিথ্যা পাঁচরঙ্গা পরিচ্ছদ মাত্র।

কবীর সাধনা

১

মন তু থকত থকত থক যাঈ।
বিন থাকে তেরো কাজ ন সরি হৈ
ফির·পাছে পছিতাঈ॥
যবলগ তোকর জীব রহত হৈ
তবলগ পরদা ভাঈ।
টুট যায় ওট জনম মরণকী
রসক রহে ঠহরাঈ॥
যাকে পরে ঔর কছু নাহি
যহ মত সব সে পূরা।
কহৈঁ কবীর যার মন চঞ্চল
হো রহু জৈসে ধূরা॥

হে মন, তুমি শ্রান্ত হইতে হইতে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িবে। বিনা শ্রান্তিতে

তোমার কাজ চলে না, অবশেষে একদিন তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র জ্ঞান লইয়া জীব থাকে সে পর্য্যন্ত চক্ষুর সমক্ষে যবনিকা দৃষ্ট হইবে, যখন জন্ম মৃত্যুর যবনিকা ছিন্ন হইয়া যাইবে, তখন সেই আনন্দ-রস তোমার অন্তরে স্থির হইবে।

যাহার পরে আর কিছু নাই, সেই মতই সর্ব্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ মত। কবীর কহেন, "চঞ্চল মনকে মারিয়া ধুরার ন্যায় (স্থির) হইয়া থাকে"।

২

প্রীত উসীসে কীজিয়ে
যো ওর নিভাবে।
বিনা প্রীতকে মানুবা
কহিঁ ঠৌর ন পাবৈ॥
নাম সনেহ জব মিলৈ
তবহী সচ পাবৈ।

অজর অমর ঘর লে চলৈ
ভব জল নহিঁ আবৈ ॥
জ্যোঁ পানী দরিয়াব কা
দূজা ন কহাবৈ ।
হিল মিল একো হো রহৈ
সৎগুর সমুঝাবৈ ॥
দাস কবীর বিচার কে
কহি কহি জতলাবৈ ।
আপা মিটৈ সাহব মিলৈ
তব বহ ঘর পাবৈ ॥

যিনি তোমাকে কূল দিবেন তাঁহাকেই প্রেম কর। প্রেম বিনা মানুষ কোথাও ঠাঁই প্রাপ্ত হয় না। নামে যখন প্রীতি হয়, তখনই সেই সত্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রীতি তখন অজর অমর ঘরে লইয়া যায়, আর ভব-জলে আসিতে হয় না। যেমন নদী হইতে নদীর জল কিছু বিভিন্ন নহে; সদ্গুরু বুঝাইয়া

দিলে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া এক হইবে। দাস কবীর বুঝিয়া শুনিয়া বার বার এই ঘোষণা করিতেছেন "অহং-ভাব যদি মিটে তবেই স্বামী মিলে, তখনই সেই ঘর পাওয়া যায়।"

৩

ধুবিয়া জল বিচ মরত পিয়াসা
জলমেঁ ঠাঢ় পিয়ৈ নহিঁ মূরখ।
অচ্ছা জল হৈ খাসা।
অপনে ঘটকে মরম ন জানৈ
কবৈ কৌন জল কৈ আসা।
ছিনমেঁ ধোবিয়া রোবৈ ধোবৈ
ছিনমেঁ হোয় উদাসা।
সচ্চা সাবুন লেয় ন মূরখ
হৈ সংতন কে পাসা।
দাগ পুরাণা ছুটত নাহীঁ
ধোবত বারহ মাসা।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো
আছত অন্ন উপাসা।

জলের মধ্যেও হতভাগা ধোবা পিপাসায় মরিতেছে। জলের মধ্যে দাঁড়াইয়াও সে মূর্খ জল পান করিতে পারিতেছে না, খাসা নির্ম্মল সে জল। হায় হায়, আপনার ঘটের মরম জানে না, কোন জলের সে কামনা করে? ক্ষণে সেই হতভাগ্য কাঁদিতেছে, ক্ষণে সে কাপড় ধুইতেছে আবার ক্ষণেই সে উদাস হইয়া যাইতেছে। মূর্খ সত্য সাবান নেয় না, সাধকের কাছেই তাহা আছে। পুরাতন দাগ ছুটিতেছে না, অথচ বার মাসই হতভাগ্য ধুইয়া চলিয়াছে। দাগ (সংস্কার সম্ভূত দাগ) সে উঠাইতে পারিতেছে না। কবীর কহেন, "শোন ভাই সাধু, অন্ন থাকিতেও হতভাগা উপবাসী।"

৪

সব বাতন মেঁ চতুর হৈ
সুমিরণ মেঁ কাঁচা।

সার সত্ত কো ছাঁড় কে
অসত্ত সঙ্গ রাচা ॥
জ্যোঁ জ্যোঁ নচায়া কামনা
তোঁ্যা তোঁ্যা হি নাচা ॥
কহৈঁ কবীর হরি জব মিলৈ
হরি জন হো সাঁচা ॥

সকল কথায় চতুর, কেবল স্মরণ করিতেই কাঁচা। সার সত্যকে ছাড়িয়া অসতের সাথে হইল সঙ্গ। কামনা যেমন যেমন নাচাইয়াছে তেমন তেমনই তুমি নাচিয়াছ। কবীর কহেন, "হরি যখন মেলেন, তখনই হরিজন সত্য হন।"

৫

ঘর ঘর দীপক বরৈ
লখৈ নহিঁ অন্ধ হৈ।
লখত লখত লখি পরৈ
কটৈ জম ফন্দ হৈ ॥

কহন সুনন কছু নাহিঁ
নহীঁ কছু কয়ণ হৈ।
জীতে হী মরি রহৈ
বহুরি নহিঁ মরণ হৈ॥
যোগী পড়ে বিজোগ
কহৈঁ ঘর দূর হৈ।
পাসহি বসত হজুর
তু চড়ত খজুর হৈ॥
ব্রাহ্মণ দিচ্ছা দেতা
ঘর ঘর ঘালি হৈ।
মূর সজীবন পাস
তু পাহন পালি হৈ॥
ঐসন সাহব কবীর
সলোনা আপ হৈ।
নহীঁ জোগ নহিঁ জাপ
পুন্ন নহিঁ পাপ হৈ॥

ঘরে ঘরে দীপক জ্বলিতেছে, অন্ধ তুমি,

দেখিতে পাইতেছ না। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একদিন যেই দেখিয়া ফেলিবে অমনি মৃত্যুর পাশ কাটিয়া যাইবে। না আছে কিছু কহিবার শুনিবার, না আছে কিছু করিবার, জীয়ন্তেই যে মরিয়া রহিয়াছে সে আর ফিরিয়া মরিবে না। বিযুক্ত হইয়া পড়িয়া আছে বলিয়াই তো যোগী বলে, সেই গৃহ বহু দূর। নিকটেই রহিয়াছেন সেই স্বামী, আর তুই চড়িতেছিস্ খর্জ্জুর বৃক্ষের উপর!

ঘরে ঘরে ঢুকিয়া ব্রাহ্মণ দীক্ষা দিয়া বেড়া-ইতেছে। জীবনের মূল উৎস তোর পাশে, আর তুই কিনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিস্ পাষাণ!

কবীর কহেন "আমার প্রভু এমন মধুর যে তাহা বুঝাইবার নহে। তাঁহার কাছে না আছে যোগ না আছে জপ, নাই পুণ্য নাই পাপ।"

৬

জীবত মুক্ত সোই মুক্তা হো
জবলগ জীবন মুক্তা নাহীঁ
তবলগ দুখ সুখ ভুগতা হো।
তীরথবাসী হোয় ন মুক্তা
মুক্তি ন ধরণী সোঈ হো।
ভ্রম অতীত বন্ধন তেঁ ছুটে
জহঁ ইচ্ছা তহঁ জাঈ হো।
বিনা অতীত সদা বন্ধনমেঁ
কিতহুঁ জানে ন পাঈ হো।

বাঁচিয়া থাকিতে যে মুক্ত সেই যথার্থরূপে মুক্ত। যে পর্য্যন্ত জীবন মুক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত সুখ দুঃখ ভোগ করিতেই হয়। তীর্থে বাস করিলেই মুক্তি হয় না, মাটীতে শয়ন করিলেই মুক্তি হয় না, ভ্রমহইতে অতীত হইলেই বন্ধনহইতে মুক্তি হয়। তখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে প্রবেশ করা যায়। যাহার

(ভ্রম) অপগত হয় নাই সদাই সে বন্ধনে;
কোথাও তাহার প্রবেশের অধিকার হয় নাই।

৭

অনগঢ়িয়া দেবা
কৌন করৈ তেরী সেবা ॥
গঢ়ে দেব কো সব কোই পূজৈ
নিত হী লাবৈ সেবা ॥
পূরণ ব্রহ্ম অখণ্ডিত স্বামী
তাকো ন জানৈ ভেবা ॥
দশ ঔতার নিরঞ্জন কহিয়ে
সো অপনা না হোঈ।
য়হ তো অপনী করণী ভোগেঁ
কর্ত্তা ঔর হি কোঈ ॥
জোগী জতী তপী সন্ন্যাসী
আপ আপ মেঁ লড়িয়াঁ।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
রাগ লখৈ সো তরিয়াঁ ॥

হে অপ্রতিষ্ঠিত দেবতা, কে করে তোমার সেবা? প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে সকলেই পূজা করে, প্রত্যহ তাহাকে সকলে সেবা করে।

যিনি পূর্ণ, যিনি ব্রহ্ম, যিনি অখণ্ডিত, যিনি স্বামী, তাঁহার সন্ধানও কেহ লয় না। সকলে বলেন, দশ অবতারই নিরঞ্জন ব্রহ্ম, কিন্তু অবতার কখন পরমাত্মা হইতে পারেন না, কারণ অবতার তো আপন কর্ম্মফল ভোগ করেন, কর্ত্তা তবে নিশ্চয় স্বতন্ত্র আর কেহ।

যোগী, যতী, তপস্বী, সন্ন্যাসী সকলেই আপনাদের মধ্যে বিবাদ করিয়া মরিতেছেন। কবীর কহেন "শোন ভাই সাধু, সেই রাগ যে দেখিয়াছে সেই তরিয়া গিয়াছে।"

৮

সাধো সো সতগুর মোহি ভাবৈ।
সত্তপ্রেম কা ভর ভর প্যালা
আপ পিবৈ মোহি প্যাবৈ॥

পরদা দূর করৈ আঁখিন কা
ব্রহ্ম দরস দিখলাবৈ।
জিস্ দরস মেঁ সব লোক দরসৈ
অনহদ শব্দ সুনাবৈ॥
একহি সব সুখ দুখ দিখাবৈ
শব্দ মেঁ সুরত সমাবৈ।
কহৈঁ কবীর তাকো ভয় নাহীঁ
নির্ভয় পদ পরসাবৈ॥

হে সাধু, আমার প্রাণ সেই সতগুরুকে চায়, যিনি সত্য প্রেমের প্যালা ভরিয়া আপনি পান করেন ও আমাকে পান করান।

যিনি নয়নের আবরণ দূর করিয়া ব্রহ্মরূপ দর্শন করান। সেই দর্শন দেখাইয়াই তো তিনি সর্ব্ব লোক দর্শন করান এবং অসীম সঙ্গীত শোনান।

সমস্ত সুখ দুঃখ এক করিয়া তিনি দেখান, সেই শব্দে তিনি প্রেম সমাহিত করান। কবীর

কহেন (যে এমন সদ্‌গুরু লাভ করিয়াছে) তাহার আর ভয় নাই, অভয়পদকে সে নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে।

৯

কবীর ফকীরী অজব হৈ
জো গুরু মিলৈ ফকীর।
সংসয় সোক নিবার কে
নিরমল করৈ শরীর॥

হে কবীর, সেই ফকীরী অতি আশ্চর্য্য, যদি গুরু মিলে ফকীর। সংশয় শোক নিবারণ করিয়া নির্ম্মল করিয়া দেন তবে শরীর।

১০

তিঁবির সাঁঝকা গহিরা আবৈ
ছাবৈ প্রেম মন তনমেঁ॥
পশ্চিম দিসকী খিড়কী খোলো
ডুবহু প্রেম গগনমেঁ।

চেত-কংবল-দল রস পিয়োরে
লহর লেহু যা তনমেঁ ॥
সংখ ঘণ্ট সহনাই বাজে
সোভা সিন্ধু মহলমেঁ ।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
অমর সাহব লগ ঘটমেঁ ॥

সন্ধ্যার অন্ধকার গভীর হইয়া আসিতেছে, প্রেমের অন্ধকার তনুমনকে ছাইয়া ফেলিতেছে। পশ্চিমের দিকের বাতায়ন মুক্ত করিয়া প্রেমের গগনে নিমগ্ন হও। ওগো, চিত্ত-কমল-দলের রস পান কর, এই দেহে সেই তরঙ্গ গ্রহণ কর। সিন্ধু মহলে কি শোভা! সেখানে শঙ্খ, ঘণ্টা, সানাইর বাদ্য বাজিতেছে। কবীর কহেন "শোন, হে ভাই সাধু, নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, স্বামী ঘটের মধ্যে বিরাজমান।"

১১

সতগুর চীন্হো রে ভাঈ।

বেদ পুরান ভাগবত গীতা

ইনকো সবৈ দৃঢ়াবৈ।

জাকো জনম সুফল রে প্যারে

সো ব্রহ্ম গুরু পাবৈ॥

সতগুর এক জগত মেঁ গুরু হৈঁ

সো ভবসে কড়িহারা।

কহৈঁ কবীর জগত কে গুরুবা

মর মর লেঁ ঔতারা॥

হে ভাই, সত্যগুরুকে চিনিয়া লও। সকলেই বেদ, পুরাণ, ভাগবত ও গীতাকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু হে প্রিয়, তাহার জন্মই সফল যে ব্রহ্মকে গুরু জানিয়াছে।

জগতে সেই এক সত্যগুরু, তিনি সকল ভববন্ধনহইতে মুক্তি দাতা। কবীর কহেন,

"সংসারের গুরুরা তো কেবল মরিয়া মরিয়া অবতার লন।"

১২

সুনি অহদকী বাণী লো।
তাহি চীন্‌হ হম ভয়ে বৈরাগী
পরিহর কুল কী কানী লো॥
তব হম বহুতক দিন লোঁ অট্‌কে
সুন সুন বাত বিরানী লো।
অবকুছ সমঝ পড়ী অন্তরগত
আদি কথা পরবাণী লো।
মনমতি গঈ প্রগট ভঈ সমগতি
রমতাসোঁ রুচি মানী লো।
লালচ লোভ মোহ মমতা কী
মিটগই ঐচাতানী লো।
চংচল তে মন নিশ্চল কীন্‌হা
সুরত নিরত ঠহরাণী লো।

কহৈঁ কবীর দয়া সতগুর তেঁ
লখী অটল রজধানী লো।

ওগো, সেই অসীমের বাণী শুনিয়া সেই অসীমের পরিচয় পাইয়া আমি বৈরাগী হইয়া গিয়াছি। সমস্ত কুলের সীমাকে আমি পরিহার করিয়াছি। তখন আমি কেবল নানা বাজে কথা শুনিয়া শুনিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত আটক ছিলাম।

এখন অন্তরগত আদি শাশ্বত কথা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি। এখন কল্পনা অপগত হইয়াছে, সঙ্গতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার সম্ভোগে আমার রুচি হইয়াছে। লালসা লোভ ও মমতার মোহজনিত টানা-টানি মিটিয়া গিয়াছে।

চঞ্চলতাহইতে মনকে নিশ্চল করিয়াছি, প্রেম ও বৈরাগ্যে মনকে স্থির করিয়াছি। কবীর কহেন "সদ্‌গুরুর দয়ায় অটল রাজধানীর দেখা পাইয়াছি।"

১৩

মেরে সারগুরু পকড়ী বাঁহ
নহীঁ তো মৈঁ বহি জাতা।
কাম কোপ দউ তজ দঈ
বিষয়মেঁ নহিঁ সমায়।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো
হদ তজ বেহদ জায়॥

আমার সদ্‌গুরু হাত ধরিয়াছেন নহিলে আমি ভাসিয়া যাইতাম। আমার মন এখন কাম এবং কোপ এই উভয়কেই ত্যাগ করিয়াছে, সে আর বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে না। কবীর কহেন "শোন, ভাই সাধু, এখন আমার মন সীমা ছাড়িয়া অসীমে গিয়াছে।"

১৪

হরিনে অপনা আপ ছিপায়া।
হরিনে নফীজ কর দিখরায়া॥

কবীর

হরিনে মুঝে কঠিন বিচ ঘেরী।
হরিনে দুবিধা কাটী মেরী
হরিনে সুখ দুখ বতলায়ে।
হরিনে সব দুন্দ মিটায়ে॥
ঐসে হরি পৈ তন মন বারূঁ।
প্রাণ হি তজুঁ হরি নহিঁ বিসারূঁ॥

হরি আপনাকে আপনিই লুকাইয়া রাখিয়াছেন। আবার হরিই কি আশ্চর্য্য সুন্দর করিয়া আপনাকে দেখাইয়াছেন। হরি আমাকে কঠিনের মধ্যে ঘিরিয়াছেন, আবার হরিই আমার সংশয় কাটিয়া দিয়াছেন। হরি আমাকে সুখ দুঃখ কহিয়াছেন, আবার হরিই আমার সব দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দিয়াছেন।

এমন হরির চরণে আমার তনু মন ডালি দিব। প্রাণ তো ছাড়িতেই পারি, কিন্তু হরিকে ভুলিতে পারি না।

১৫

সাঁঈ রংগ লাগা সত রঙ্গ লাগা
মেরে মনকা সংসয় ভাগা ॥
জব হম রহলী হঠিল দিয়ানী,
তব পিয় মুখহু ন বোলে।
জব বন্দী ভঈ থাক বরাবর
সাহব অন্তর খোলে ॥
সাঁচে মন তেঁ সাহব মেরে
ঝূটে মনতেঁ ভাগা।
লোক লাজ কুলকী মর্জাদা
তোড় দিয়ো জস ধাগা।
কহত কবীর সুনো ভাঈ সাধো
ভাগ হমারা জাগা ॥

স্বামীর রঙ্গ লাগিয়াছে, সত্য রঙ্গ লাগিয়াছে, আমার মনের সংশয় পলায়ন করিয়াছে। যখন আমি অবাধ্য ও উন্মত্ত ছিলাম, তখন আমার স্বামী একটুও মুখ

খোলেন নাই। যখন এই দাসী ছাইয়ের সমান হইয়া গেল, তখন স্বামী তাঁহার অন্তর উদঘাটিত করিলেন।

নিষ্কপট প্রাণের কাছে স্বামী নিকটবর্ত্তী, কপট চিত্তহইতে দূরে পালান।

লোকলজ্জা কুলের মর্য্যাদা সূত্রের মত ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি। কবীর কহেন "শোন শোন ভাই সাধু, ভাগ্য আমার জাগিয়াছে।"

১৬

জিস্‌সে রহনি অপার জগতমেঁ
সো প্রীত মুঝে পিয়ারা হো॥
জৈসে পুরইন রহি জল ভীতর
জলহিমেঁ করত পসারা হো।
য়াকে পানী পত্র ন লাগৈ
ঢরকী চলৈ জস পারা হো॥
জৈসে সতী চঢ়ৈ অগিন পর
প্রেম বচন ন টারা হো॥

আপ জরৈ ঔরনকো জারৈ
রাখৈ প্রেম মরিযাদা হো ॥
ভব সাগর এক নদী অগম হৈ
অহদ অগাহ ধারা হো ।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
বিরলে উতরে পারা হো ॥

যাহাহইতে এই জগতে অপার থাকা লাভ করা যায়, সেই প্রেম আমার প্রাণের প্রিয় ।

কমল যেমন জলের মধ্যে থাকিয়া জলেতেই বিকশিত হইয়া উঠে। তাহার পত্রে জল লাগিতে পারে না, সে যেমন জল ঠেলিয়া পার হইয়া যায় ।

সতী যেমন অগ্নির উপর আরোহণ করে, তথাপি প্রেমের বাণীকে লঙ্ঘন করে না। আপনি জ্বলিয়া মরে অন্যকে দগ্ধ করিয়া মারে, তথাপি প্রেমের মর্য্যাদা রাখে।

ভবসাগর এক অগম্য নদী, অসীম অগাধ সেই ধারা। কবীর কহেন "শোন, ভাই সাধু, ক্বচিতই কেহ পারে উত্তীর্ণ হইতে পারে।"

১৭

য়ার মিলে জব য়ার কহায়া।
জাতি বরন কুল করম নসায়া॥
পারস পরসে কংচন হোঈ।
লোহা রাহি কহৈ ন কোঈ॥
পারসকো গুন দেখো আয়।
লোহা মহংগে মোল বিকায়॥
কহৈঁ কবীর য়হ সাঁচো খেল।
ফূল তেল মিল ভয়ো ফুলেল॥

সেই প্রেমিকের সঙ্গ যখন পাইলাম, তখন আমিও প্রেমিক বনিলাম। জাতি, বর্ণ, কুল, কর্ম্ম সব দূরে পলাইয়া গেল। পারশ পরশ করিলে কাঞ্চন হইয়া যায়, আরতো তাহাকে

কেহ লোহা বলে না! দেথ আসিয়া পরশ মণির কি গুণ! লৌহ এখন দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে।

কবীর কহেন "এই তো সত্য খেলা, ফুল এবং তেল মিলিয়া ফুলেল হইয়া গেল।"

১৮

আঁখিয়া লাগি রহন দো সাধো
হিরদয় প্রীত সমহায়া।
জম জালিম সে সব ডর মিটিগে
জা দিন দৃষ্টি নিহারা॥
জব সতগুরনে কিরপা কীন্হী
লীন্হের আপ উবারা॥
লখ চৌরাসী বন্ধন ছুটে
সদা রহৈ গুরু সংগী।
প্রেম পিয়ালা হরদম পীবৈ
সদা মস্ত বৌরংগী॥
জবলগ বস্তু পিছানে নাহীঁ
তবলগ ঝুঠি আসা।

ঝিলমিল জোত লখে মোর বালম
উনমুনি ঘরকে বাসা ॥
সবকো দৃষ্টি পড়ে অবিনাসী
বিরলা সন্ত পিছানৈ।
কহৈঁ কবীর য়হ মর্ম্ম কিবাড়ী
জো খোলৈ সো জানৈ ॥

আঁখি আমার বুজিয়া থাকিতে দাও, হে সাধু, হৃদয়ে আমি প্রীতিকে সামলাইয়াছি। যেদিন আমি তাঁহার দৃষ্টি হেহারিলাম, সেই দিন অত্যাচারী মৃত্যুর সব ভয় মিটিয়া গিয়াছে। যখন সত্যগুরু কৃপা করিয়াছেন, তখন আপনিই তিনি আমাকে মুক্ত করিয়া লইয়াছেন। (গুরু যখন কৃপা করেন) তখন চৌরাশী লক্ষ বন্ধন আপনি ছুটিয়া যায়, সদাই সে গুরুর সঙ্গী হইয়া থাকে। হরদম সে প্রেম প্যালা পান করে, সদাই সে তখন মত্ত ও প্রেমের পাগল।

যে পর্য্যন্ত বস্তুর সহিত পরিচয় হয় নাই, সেই পর্য্যন্তই মিথ্যা কামনা। ঝিলমিল আলোকে প্রিয়তম আমার নয়ন সমক্ষে দীপ্ত, উন্মনা ঘরের আমি অধিবাসী। সকলেরই দৃষ্টির পথে পতিত সেই অবিনাশী, ক্বচিতই কোন সাধক তাঁহাকে চেনেন। কবীর কহেন, "এই মর্ম্মদ্বার যে খোলে সেই জানে।"

১৯

মন মৈল ন জায় কৈসে কৈ ধোরেঁ। ॥
গাঁব গড়হিয়া মেঁ গাদড় পানী।
ধোবিয়া রসিয়া গুদরী পুরানী ॥
কহৈঁ কবীর য়হ গুদরী কে ভাগ।
মিলি গৈলৈঁ সতগুরু ছুটি গৈলে দাগ ॥

আমার মনের ময়লা যাইতেছে না, কেমন করিয়া ধুইব, বুঝিতে পারিতেছি না; গ্রামের ডোবার মধ্যে মলিন জল, ধোবাও অত্যন্ত বিষয়পিপাসু, মলিন বস্ত্রখানাও অত্যন্ত জীর্ণ।

কবীর কহেন "এইতো সেই মলিন ও জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের সৌভাগ্য, যে সে সত্যগুরুর দেখা পাইয়াছে, তাহার সব দাগ দূর হইয়াছে।

২০

গুরুদেব কে ভেদকো জীব জানৈ নহীঁ
জীবতো অপনী বুদ্ধি ঠানৈ।
গুরুদেব তো জীব কো কাঢ়ি ভব সিন্ধুতেঁ
ফের লৈ সুখ কে সিন্ধু আনৈ॥
বংদ কর দৃষ্টিকো ফের অন্দর করৈ
ঘটকা পাট গুরুদেব খোলৈ।
কহত কবীর তু দেখ সংসার মেঁ
গুরুদেব সমান কোই নহিঁ তৌলৈ॥

সেই গুরুর রহস্য মানুষ তো জানে না, মানুষ আপনার বুদ্ধির উপরই নির্ভর করিতে চাহে। গুরুদেব তো জীবকে প্রথমে ভব-সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া পুনরায় আনন্দসাগরের মধ্যে লইয়া আসেন।

আমাদের দৃষ্টিকে তিনিই সীমা দ্বারা বদ্ধ করিয়া পরে অন্তরের অসীম দৃষ্টি খুলিয়া দেন।

কবীর কহেন "চাহিয়া দেখ, সংসারে গুরুদেবের সমান আর কেহ নাই।"

কবীর তত্ত্ব

১

দরিয়াকী লহর দরিয়ার হৈ জী
দরিয়া ঔর লহর মেঁ ভিন্ন কোয়ম্ ।
উঠে তো নীর হৈ বৈঠে তো নীর হৈ
কহো জী দুসরা কিস্ তরহ হোয়ম্ ॥
উসী কা ফেরকে নাম লহর ধরা
লহর কে কহে ক্যা নীর খোয়ম্ ।
জক্ত হী ফের সব জক্ত পরব্রহ্মমেঁ
জ্ঞান কর দেখ মাল গোয়ম্ ॥

নদী এবং নদীর তরঙ্গ একই। নদী এবং তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তরঙ্গ উঠিলেও সেই জল, তরঙ্গ মিলাইয়া গেলেও সেই জল;

ভিন্নত্ব হইবে কেমন করিয়া? উহাকে তরঙ্গ নাম দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কি কেবল নামের খাতিরেই সে জল হইতে ভিন্ন হইয়া গেল? (অজ্ঞাতসারে) জগতের মালাই ফিরাইতেছ, পরব্রহ্মের মধ্যে জগতের পর জগত মালার মত ফিরাইয়া চলিয়াছ, জ্ঞানচক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ দেখ।*

জঁহ্ খেলত বসন্ত ঋতুরাজ
তঁহা অনহদ বাজা বজৈ বাজ॥
চহুঁ দিস জোতিকো বহৈ ধার
বিরলা জন কোই উতরে পার॥

---

* আমরা জগতের পর জগতে চলিয়াছি, যেন মহা তাপসের ন্যায় জন্ম মৃত্যুরদ্বারা সমস্ত লোক-লোকান্তরকে এক জীবন-তপস্যা-সূত্রে গ্রথিত করিতেছি। একএকটি লোক যেন সেই ব্রহ্মতপস্যার মহাজপ-মালার একএকটি অক্ষগুটিকা।

কোটি কৃষ্ণ জঁহা জোড়ে হাথ
কোটি বিষ্ণু জহঁ নবেঁ মাথ ॥
কোটিন ব্রহ্মা পঢ়েঁ পুরান
কোটি মহেশ জহঁ ধরৈ ধ্যান ॥
কোটি সরস্বতী ধরৈ রাগ
কোটি ইন্দ্র জঁহ গগন লাগ ॥
সুর গন্ধর্ব্ব মুনি গনেঁ ন জায়ঁ
জহঁ সাহব প্রগটে আপ আয় ॥
চোরা চন্দন ঔর অবীর
পুহুপ বাস রস রহ্যৌ গম্ভীর ॥

যেখানে ঋতুরাজ বসন্ত বিহার করিতেছে, সেখানে অসীম বাদ্য আপনি বাজিতেছে। চতুর্দ্দিকে জ্যোতির ধারা বহিয়া যাইতেছে, কচিৎ কোন জন সে পারে উত্তীর্ণ হয়। যেখানে কোটি কৃষ্ণ করজোড়ে দণ্ডায়মান, কোটি বিষ্ণু মস্তক নমিত করে, কোটি ব্রহ্মা

বেদ পাঠে নিরত, কোটি মহাদেব ধ্যানে নিমগ্ন, কোটি ইন্দ্র গগনে অবস্থিত, সুর গন্ধর্ব্ব মুনির তো সংখ্যাই নাই, কোটি সরস্বতী সুর ধরিতেছেন, স্বামী যেখানে আপনি আসিয়া প্রকাশিত ; চুয়া, চন্দন কুঙ্কুম, পুষ্পবাস ও রস গম্ভীর ভাবে সেথানে বিরাজমান।

৩

ঝুলন

জহঁ চেত অচেত খংভ দোউ
মন রচ্যো হৈ হিংডোর।
তহঁ ঝূলৈঁ জীব জহান
জহঁ কতহুঁ নহি থির ঠৌর॥
ওর চন্দ সূর দোউ ঝূলৈ
নাহীঁ পাবৈ অংত
চৌরাসী লচ্ছহু জিব ঝূলৈঁ
ঝূলৈঁ রবি সসি ধায়॥

কোটিন কল্প যুগ বীতিয়া
আনে ন কবহুঁ হায়॥
ধরণী আকাসহু দোউ ঝূলৈ
ঝূলৈঁ পবনহু নীর।
ধরি দেহ হরি আপহু ঝূলৈঁ
জো লখঁহী দাস কবীর

যেখানে চেতন অচেতন দুই স্তম্ভ; আর মন রচনা করিয়াছে হিন্দোল; সেই ঝুলনায় জীব ও জগৎ দুইই ঝুলিতেছে, কিছুতেই সেই দোল থামিতেছে না।

চন্দ্র সূর্য্য দুইই সেই হিন্দোলে ঝুলিতেছে, না মিলিতেছে অন্ত। চৌরাশী লক্ষ জীব ঝুলিতেছে, রবি শশী ধাবমান হইয়া সেখানে ঝুলিতেছে, কোটি কল্প যুগ চলিয়া গেল আজও তাহার অন্যথা হইল না। ধরণী আকাশ দুইই ঝুলিতেছে, ঝুলিতেছে পবন ও নীর, দেহ

ধরিয়া হরি আপনি ঝুলিতেছেন, ইহা দেখিয়াই তো কবীর দাস।

৪

ঝুলন

গ্রহ চন্দ্র তপন জোত বরত হৈ
সুরত রাগ নিরত তার বাজৈ।
নৌবতিয়া ঘুরত হৈ রৈন দিন সুন্নমেঁ
কহৈঁ কবীর পিউ গগন গাজৈ॥

ক্ষণ ঔর পলককী আরতী কৌনসী
রৈন দিন আরতী বিশ্ব গাবৈ।
ঘুরত নিস্সান তহঁ গৈবকী ঝালরা
গৈবকী ঘণ্টকা নাদ আবৈ॥
কহৈঁ কবীর তহঁ রৈন দিন আরতী
জগতকে তখত পর জগত সাঁঈ॥

কর্ম ঔর ভর্ম সংসার সব করত হৈ
পিরকী পরখ কোই প্রেমী জানৈ।
সুরত ঔর নিরত ধার মনমেঁ পকড় কর
গংগ ঔর জমনকে ঘাট আনৈ ॥
নীর নির্ম্মল তহাঁ রৈন দিন ঝরত হৈ
জনম ঔর মরন তব অন্ত পাই ॥

দেখ রোজুদমেঁ অজব বিসরাম হৈ
হোয় মৌজুদ তো সহী পাবৈ।
সুরতকী ডোর সুখ সিংধকা ঝূলনা
ঘোর কী সোর তহঁ নাদ গাবৈ।
নীর বিন কঁবল তহঁ দেখ অতি ফূলিয়া
কহেঁ কবীর মন ভঁবর ছাবৈ ॥

চক্রকে বীচমেঁ কঁবল অতি ফূলিয়া
তাসুকা সুক্‌খ কোই সন্ত জানৈ।
শব্দকী ঘোর চহু ওর হোত হৈ
অসীম সমুন্দর কী সুক্‌খ মানৈ।

কহৈঁ কবীর য়ুঁ ডূব সুখ সিংধমেঁ
জন্ম ঔর মরনকা ভর্ম ভানৈ ॥

পাঁচকী প্যাস তহঁ দেখ পূরী ভঈ
তীনকী তাপ তহঁ লগৈ নাহীঁ।
কহৈ কবীর য়হ অগমকা খেল হৈ
গৈবকা চাঁদনা দেখ মাহী ॥

জনম মরন জহাঁ তারী পরত হৈ
হোত আনন্দ তহঁ গগন গাজৈ।
উঠত ঝুনকার তহঁ নাদ অনহদ ঘূরৈ
তিরলোক মহলকে প্রেম বাজৈ ॥

চন্দ্র তপন কোটি দীপ বরত হৈ
তুব বাজৈ তহাঁ সন্ত ঝূলৈ।
প্যার ঝনকার তহঁ নূর বরসত রহৈ
রস পীবৈ তহঁ ভক্ত ভূলৈ ॥

জনম মরন বীচ দেখ অন্তর নহীঁ
দচ্ছ ঔর বাম য়ুঁ এক আহী।

কহেঁ কবীর যা সৈন গূংগা তঈ
বেদ কতেবকী গম্ম নাহী ॥

অধর আসন কিয়া অগম প্যালা পিয়া
জোগকী মূল গহ জুগতি পাঈ।
পন্থ বিন জায় চল সহর বেগমপুরে
দয়া জগদেবকী সহজ আঈ ॥
ধ্যান ধর দেখিয়া নৈন বিন পেখিয়া
অগম অগাধ সব কহত গাঈ ॥
সহর বেগম পুরা গম্ম কো না, লহৈ
হোয় বেগম্ম যো গম্ম পাবৈ
গুনা কী গম্ম না অজব বিস্‌রাম হৈ
সৈন জো লখৈ সোই সৈন গাবৈ ॥

মুকৃথ বানী তিকো স্বাদ কৈসে কহৈ
স্বাদ পাবৈ সোই সুকৃথ মানৈ।
কহৈঁ কবীর য়া সৈন গূঁগা তঈঁ
হোয় গূঁগা জোই সৈন জানৈ ॥

ছকঁ্যা অবধূত মস্তান মাতা রহৈ
জ্ঞান বৈরাগ্য সুধি লিয়া পুরা।
স্বাঁস উস্বাঁসকা প্রেম প্যালা পিয়া
গগন গরজৈ তহাঁ বজৈ তূরা ॥

বিন কর তাঁতিয়া নাদ গাতা রহৈ
জতন জরনা লিয়া সদা খেলৈ।
কহৈঁ কবীর প্রান প্রানসিন্ধুমেঁ মিলাবে
পরম সুখধাম তহঁ প্রান মেলৈ ॥

আঠহু পহর মতবাল লাগী রহৈ
আঠহু পহরকী ছাক পীবৈ।
আঠহু পহর মস্তান মাতা রহৈ
ব্রহ্মকে দেহমেঁ ভক্ত জীবৈ ॥

সাঁচহী কহত ঔর সাঁচহী গহত হৈ
কাঁচ কুঁ ত্যাগ কর সাঁচ লাগা।
কহৈঁ কবীর যুঁ ভক্ত নির্ভর হুয়া
জন্ম ঔর মরনকা ভর্ম ভাগা ॥

গগন গরজে তহাঁ সদা পাবস ঝরৈ
হোত ঝনকার নিত্ত বজত তূরা ॥
গগনকে ভবনমেঁ গৈবকা চান্দনা
উদয় ঔর অস্তকা নাঁর নাহীঁ।
দিবস ঔর রৈন তহঁ নেক নহীঁ পাইয়ে
প্রেম পর্কাস কে সিন্ধ মাহীঁ ॥

সদা আনন্দ দুঃখ দুন্দ ব্যাপে নহী
পূরনানন্দ ভরপূর দেখা।
ভর্ম ঔর ভ্রান্তি তহঁ নেক নহিঁ পাইয়ে
কহৈঁ কবীর রস এক পেখা ॥

খেল ব্রহ্মাণ্ডকা পিণ্ডমেঁ দেখিয়া
জগতকী ভরম দূর ভাগী।
বাহরা ভিতরা এক আকাশবত
ধরিয়ামেঁ অধর ভরপূর লাগী ॥

দেখ দীদার মস্তান মৈঁ হোয় রহ্যো
সকল ভরপূর হৈ নূর তেরা।
জ্ঞান কা থাল ঔর প্রেম দীপক হৈ

অধর আসন কিয়া অগম ডেবা।
কহৈঁ কবীর তহাঁ ভর্ম ভাসৈ নহী
জন্ম ঔর মরনকা মিটা ফেরা॥

গ্রহ, চন্দ্র, তপনের জ্যোতি জ্বলিতেছে, প্রেমের রাগ ও বৈরাগ্যের তাল বাজিতেছে, মহাশূন্যে দিবারাত্রি নহবত বাদ্য চলিতেছে কবীর কহেন, "প্রিয়সখা গগনে বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপ্ত।"

ক্ষণ এবং পলকের আরতি কি প্রকার? রাত্রিদিন বিশ্ব তাঁহার আরতি গাহিতেছে। প্রচ্ছন্ন পতাকা প্রচ্ছন্ন চন্দ্রাতপ সেথানে দীপ্যমান। প্রচ্ছন্ন ঘণ্টার নাদ আসিতেছে। কবীর কহেন, "রাত্রিদিন সেথানে আরতি, জগতের সিংহাসনে জগতের স্বামী বিরাজমান।"

সকল সংসার কর্ম্ম ও ভ্রম করিয়া চলিয়াছে। প্রিয়তমের পরিচয় হয়তো কোনো প্রেমীই জানে। প্রেম এবং বৈরাগ্যের ধারা প্রাণের

মধ্যে ধরিয়া গঙ্গা এবং যমুনার সঙ্গম সাধক প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেইখানে রাত্রি দিন নির্ম্মল ধারা ঝরিতেছে তবেই তো জন্ম মরণ অন্ত পাইয়াছে।

চাহিয়া দেখ সেই পরমাত্মার মধ্যে কি আশ্চর্য্য বিশ্রাম, যে প্রস্তুত হয় সেইতো তাহা পায়; প্রেমের ডোরে আনন্দসাগরের হিন্দোল, ঘন গম্ভীর শব্দে সেখানে নাদ গাহিতেছে। চাহিয়া দেখ্ বিনা জলে সেখানে কি আশ্চর্য্য কমল ফুটিয়া রহিয়াছে, কবীর কহেন, "মনভ্রমর নিঃশেষে তাহা পান করিতেছে।"

(বিশ্ব) চক্রের কেন্দ্রে কি আশ্চর্য্য কমলই ফুটিয়া রহিয়াছে! তাহার আনন্দ যদি কেহ জানে তবে সে দুই এক জন প্রেমিকই জানে। সঙ্গীতের গম্ভীর ধ্বনি তাহার চতুর্দ্দিকে উঠিয়াছে, মন সেখানে অসীম সিন্ধুর আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছে।

কবীর কহেন, "এমন করিয়াই সেই

আনন্দের অমৃত সিন্ধুর মধ্যে নিমজ্জিত হও, জন্ম মরণের ভ্রান্তি যেন একেবারে পলায়ন করে।"

চাহিয়া দেখ পঙ্কের (ইন্দ্রিয়) সকল তৃষ্ণা সেখানে পূর্ণ হইয়াছে। তিনের জ্বালা সেখানে লাগে না। কবীর কহেন, "ইহা অগম্যের খেলা, চাহিয়া দেখ অন্তরে প্রচ্ছন্নের চন্দ্রকিরণ।"

জন্ম মৃত্যুর যেখানে তাল পড়িতেছে, আনন্দ যেখানে জায়মান, গগন সেখানে দীপ্যমান। ঝঙ্কার সেখানে উঠিতেছে, অসীমের সঙ্গীত সেখানে বাজিতেছে, ত্রিলোক ধামের প্রেম সেখানে বাজিয়া উঠিতেছে। চন্দ্র তপনের কোটি দীপ সেখানে প্রজ্বলিত; তুরী সেখানে বাজিতেছে, প্রেমিক (হিন্দোলে) ঝুলিতেছে, প্রেম সেখানে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে, জ্যোতির সেখানে বৃষ্টি হইতেছে, ভক্ত সেখানে আত্মহারা হইয়া অমৃতরস পান

করিতেছেন। জনম মৃত্যুর মধ্যে চাহিয়া দেখ কোন অন্তর নাই, দক্ষিণ ও বাম সেতো একই কথা। কবীর কহেন "জ্ঞানী সেখানে নির্ব্বাক্, এ সত্য শাস্ত্র বা গ্রন্থের গম্য সত্য নহে।

অসীমে আমার আসন করিয়াছি, অগম্য পেয়ালা পান করিয়াছি, রহস্যকে জানিয়া যোগের মূলকে প্রাপ্ত হইয়াছি। বিনা পথেই সেই দুঃখহীন অগম্য পুরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি,—সহজেই সেই জগদ্দেবের দয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অগম্য অগাধ বলিয়া সকলে যাঁহাকে গাহিয়াছে ধ্যান ধরিয়া তাঁহাকে দেখিয়াছি, বিনা নয়নে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেই তো দুঃখের অতীত ধাম কেহই তাহার পথ পায় না। সব দুঃখের সে অতীত যে সেই পথ পাইয়াছে।

আশ্চর্য্য সেই বিশ্রামভূমি, কোনও গুণের দ্বারা তাহা লভ্য নহে; যে তাহা

দেখিয়াছে সেইতো জ্ঞানী; যে দেখিয়াছে সেই জ্ঞানীই গাহিয়া উঠিয়াছে।

মুখ্য সেই বাণী, তাহার স্বাদ কেমন করিয়া বলা যায়, যে স্বাদ পাইয়াছে সেই জানে সে আনন্দ কী? কবীর কহেন, "তাহা জানিলে মূর্খই হয় জ্ঞানী এবং জ্ঞানী তাহা জানিয়া হইয়া যায় নির্ব্বাক্।"

বৈরাগী সেখানে তৃপ্ত হইয়া মত্ত হইয়া রহিয়াছে, (এতদিনে) তাহার জ্ঞান বৈরাগ্যকে সে পরিপূর্ণ শুদ্ধ করিয়া লইল, শ্বাস প্রশ্বাসের প্রেমপাত্র সে পান করিয়া লইল। গগন যেখানে নিনাদিত, বাজিতেছে সেখানে তূরী।

বিনা করে বিনা তন্ত্রীতে কি রাগিণী গীত হইতেছে, সুখ দুঃখ লইয়া অহর্নিশ কি খেলাই চলিয়াছে! কবীর, কহেন "সেখানে প্রাণ প্রাণসিন্ধুর সঙ্গে যদি মিলাইতে পার, তবে সেই পরমানন্দ ধামে প্রাণ মিলিবে।"

অষ্ট প্রহর সেখানে কি মত্ততাই লাগিয়া

রহিয়াছে! অষ্ট প্রহরের নির্য্যাস সেখানে (সাধক) পান করিতেছে। অষ্ট প্রহর সেখানে ব্রহ্মের দেহমধ্যে ভক্ত প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অষ্ট প্রহর সে মত্ততায় মাতিয়া আছে।

সত্যকেই আমি কহিতেছি, সত্যকেই আমি গ্রহণ করিয়াছি, কাচকে ত্যাগ করিয়া আমি সত্যতেই লাগিয়াছি। কবীর কহেন, "এমন করিয়াই ভক্ত নির্ভয় হইয়াছে, এমন করিয়াই জন্মমরণের ভ্রান্তি দূরে পলাইয়াছে।" ৬

গগন সেখানে নিনাদিত, অমৃতের সেখানে নিত্য বৃষ্টি, নিত্য ঝঙ্কার চলিয়াছে; নিত্য তুরী বাজিতেছে।

গগন ভবনে কিবা প্রচ্ছন্ন জ্যোতি, উদয় অস্তের নাম মাত্র সেখানে নাই। প্রেমালোক-প্রকাশ-সাগরের মধ্যে দিবস রাত্রির ভিন্নতা লেশমাত্র ও পাওয়া যাইতেছে না।

সদাই আনন্দ, দুঃখ দ্বন্দ্ব সেখানে ব্যাপে

না। সেখানে পূর্ণানন্দকে ভরপুর দেখিয়াছি। ভ্রম ভ্রান্তির সেখানে বিন্দু মাত্রও স্থান নাই। কবীর কহেন, "সেখানে এক-রসের খেলা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

"এই দেহের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের খেলা দেখিয়াছি, জগতের ভ্রম আমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে। বাহির ভিতর একই আকাশের ন্যায়; সীমার মধ্যে অসীম পরিপূর্ণ রূপে লাগিয়াছে।

"সেই উৎসবের দৃশ্য দেখিয়া আমি মত্ত হইয়া গিয়াছি। সকল জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে তোমার জ্যোতি, হে জ্যোতির্ম্ময়, জ্ঞানের থালার উপরে প্রেমের দীপক জ্বলিয়াছে। অসীমে করিয়াছি আসন, অগম্যে করিয়াছি ডেরা।" কবীর কহেন, "সেখানে ভ্রম দেখাই দিতে পারে না, জন্ম মৃত্যুর বিপর্য্যয় আজ মিটিয়াছে।"

৫

কৌন কহনকো কৌন সুননকো
দূজা কৌন জনারে॥
দর্পণমেঁ প্রতিবিম্ব জ্যোঁ ভাসৈ
আপ চহুঁ দিস সোঈ।
দুবিধা মিটৈ এক জব হোবৈ
তৌ লখ পাবৈ কোঈ॥
জৈসে জলতে হেম বনতু হৈঁ
হেম ধূম জল হোঈ।
তৈসে যা তত বাহু তত সো
ফির য়হ অরু বহ সোঈ॥
জো সমুঝৈ তো খরী কহন হৈ
না সমুঝৈ তো খোটী।
কহৈঁ কবীর কোউ পথ ত্যাগৈ
তাকী মতি হৈ মোটী॥

কথা বলিতেই বা কে, কথা শুনিতেই বা কে; ওরে, দ্বিতীয় আর কে আছে?

দর্পণে প্রতিবিম্ব যেমন প্রকাশিত, আপনিই তেমনি চতুর্দ্দিকে তিনি। দ্বৈত মিটিয়া এক যখন হইবে, তখনই যদি তিনি ধরা পড়েন। জল হইতে যেমন তুষার হয়, তুষার ও বাষ্প যেমন বস্তুতঃ জলই, তেমনি ইহাও যেই তত্ত্ব উহাও সেই তত্ত্ব, ইহা আর উহা তিনিই।

যদি বোঝ তো এই কথা ভাল, যদি না বোঝ তো এই কথা মন্দ। কবীর কহেন, "কোন একটি পক্ষকে যে ত্যাগ করে, তাহার মতি স্থূল।"

• ৬

ওঁকার সবৈ কোই সিরজৈ
রাগ স্বরূপী অংগ।
নিরাকার নির্গুন অবিনাসী
কর বাহী কো সংগ॥
নাম নিরঞ্জন নৈনন মদ্ধে
নানারূপ ধরংত।

নিরংকার নিগুর্ন অবিনাসী
অপার অথাহ অংগ ॥
মহা সুকৃখ মগন হোই নাচৈ
উপজৈ অংগ তরংগ।
মন ঔর তন থির ন রহতু হৈ
মহা সুকৃখকে সংগ ॥
সব চেতন সব অনন্দ
সব দুঃখ গহংত।
কাহাঁ আদি কাহাঁ অন্ত আপ
সুকৃখ বিচ ধরংত ॥

ওঁকার সবই সৃষ্টি করিয়াছেন; রাগ স্বরূপ তাঁহার অঙ্গ।

তিনি নিরাকার, নির্গুণ, অবিনাশী, তাঁহারই সহবাস কর।

নিরঞ্জন ব্রহ্ম নয়নে নয়নে নানা রূপ ধরিতেছেন। তিনি নিরঙ্কার, নির্গুণ, অবিনাশী; অপার অতল তাঁহার অঙ্গ; তিনিই মহা

আনন্দে মগ্ন হইয়া নৃত্য করিতেছেন; এবং রূপের তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে। সেই মহানন্দের সংস্পর্শে তনু মন আর স্থির থাকিতে পারে না। সকল চৈতন্যের মধ্যে সকল আনন্দের মধ্যে সকল দুঃখের মধ্যে তিনি মগ্ন হইয়া আছেন। কোথায় আদি, কোথায় অন্ত, সমস্তই তিনি আপনার আনন্দের মধ্যে ধারণ করিয়া আছেন।

৭

মদ্ধ অকাস আপ জহঁ বৈঠে,
জোত শব্দ উজিয়ারা হো॥
সেত সরূপ রাগ জহঁ ফূলে
সাঙ্গী করত বিহারা হো।
কোটিন সূর চন্দ্র ছিপ জৈঁছে
এক রোম উজিয়ারা হো॥
রহী পার এক নগর বসতু হৈ
বরসত অমৃত ধারা হো।

কহৈঁ কবীর সুনো ধর্ম্মদাসা

লখো পুরুষ দরবারা হো ॥

মধ্য আকাশ, যেখানে আপনি তিনি বিরাজ করেন, তাহা জ্যোতির সঙ্গীতে সমুজ্জ্বল। শুভ্র স্বরূপ সঙ্গীত সেখানে পুষ্পিত হইয়া উঠিতেছে, সেই খানে স্বামী নিত্য বিহার করিতেছেন। তাঁহার এক এক রোমের উজ্জ্বলতায় কোটি চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। সেই পারে কি এক দিব্যধাম; সেখানে অমৃতের ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। কবীর কহেন, "শোন ধর্ম্মদাস, স্বামীর দরবার দেখিয়া লও।"

৮

নখ সিখ সাহব হৈ ভরপূরা।

সো সাহব ক্যোঁ কহিয়ে দূরা ॥

সাঈঁ প্রেম অমীরস পীজৈ

তন মন ধন সব অর্পন কীজৈ ॥

কহৈঁ কবীর সন্ত সুখদাঈ
সুখ সাগর অস্থির ঘর পাঈ ॥

আপাদমস্তক তুমি যে স্বামীরদ্বারা পরিপূর্ণ, সেই স্বামীকে কেন বল দূর ? সেই স্বামীর প্রেমামৃতরসে সিক্ত হইয়া তাঁহাকে তোমার সমস্ত তনু মন ধন অর্পণ কর।

সকল সাধুজনের সুখদায়ী এই কথা কবীর কহিতেছেন, "আনন্দ সাগরের মধ্যে আমি স্থির ঘরকে পাইয়াছি।"

৯

বারী জাউঁ মৈঁ সতগুরকে
মেরা কিয়া ভরম সব দূর।
(প্রেম) চংদ্র চঢ়া কুল আলম দেখৈ
মৈঁ দেখূঁ ভ্রম দূর ॥
হুআ প্রকাস আস গই দূজী
উগিয়া নিরমল নূর।

মায়া মোহ তিমির সব নাসা
পায়া হাল হজুর ॥
পিয়া পিয়ালা সুধ বুধ বিসরী
হো গয়া চকনাচুর।
হুআ অমর মরৈ নহিঁ কবহু
পায়া জীবন মূর ॥
বংধন কটা ছুটিয়া জমসে
কিয়া দরস মংজুর।
মমতা গঈ ভঈ উর সুমতা
সুখ দুখ ডারা দূর ॥
সমঝে বনৈ কহা নহিঁ আবৈ
ভয়ে আনন্দ ভরপূর।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো
বজিয়া নিরমল তুর ॥

বলিহারি যাই আমার পরমগুরুর, তিনি আমার সকল ভ্রম দূর করিয়াছেন। সকল জগৎ দেখিল প্রেমচন্দ্রের উদয় হইয়াছে, আমি দেখিলাম ভ্রম দূর হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ হইল, দ্বৈত আকাঙ্ক্ষা চলিয়া গেল, নির্ম্মল জ্যোতি উদ্ভাসিত হইল, মায়া মোহ সকল অন্ধকার পলায়ন করিল, স্বামীর খবর আমি পাইলাম। প্রেমের প্যালা আমি পান করিলাম, বুঝসুঝ বিস্মৃত হইলাম, একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেলাম। অমর হইলাম, আমার আর মৃত্যু নাই, জীবনের মূলকে পাইলাম। বাঁধন কাটিল, মৃত্যুহইতে মুক্ত হইলাম, দর্শন আমার মঞ্জুর হইয়া গেল। আমার অহংবুদ্ধি পলায়ন করিল, শুভবুদ্ধির উদয় হইল, সুখ দুঃখ দূরে ফেলিয়া দিলাম।

পরমানন্দে ভরপূর হইলাম, অন্তরে যাহা অনুভব করিতে পারিলাম, তাহা বুঝাইয়া বলা অসাধ্য। কবীর কহেন, "শোন ভাই সাধু, নির্ম্মল তুরী বাজিয়া উঠিল।"

১০

সতগুর সোঈ দয়া কর দীন্‌হা।
ভাতে অনচিন্‌হার মৈঁ চীন্‌হা ॥

বিন পগ চলনা বিন পর উড়না
বিনা চুঁচকা চুগনা।
বিনা নৈনকা দেখন পেখন
বিন সরবনকা সুননা॥
চন্দ ন সূর দিবস নহিঁ রজনী
তহাঁ সুরত লৌ লাঈ।
বিনা অন্ন অমৃত রস ভোজন
বিন জল তৃষা বুঝাঈ॥
জহাঁ হরষ তহঁ পূরণ সুখ হৈ
যহ সুখ কাসো কহনা।
কহৈঁ কবীর বল বল সতগুরুকী
ধন্ন সিষ্যকা লহনা॥

সেই সত্যগুরুই দয়া করিয়া দিয়াছেন, তাতেই আমি অজানাকে জানিতে পারিয়াছি। চরণ-বিনা চলিতে, পক্ষ-বিনা উড়িতে, চঞ্চু-বিনা চুষিতে, নয়ন-বিনা দেখিতে, শ্রবণ-বিনা শুনিতে, তাঁহার কাছেই শিখিয়াছি। যেখানে

না আছে চন্দ্র না আছে সূর্য্য, না আছে দিবা না আছে রাত্রি, সেখানে আমার প্রেম ও ধ্যানকে উপনীত করিয়াছি।

বিনা অন্নে সেখানে অমৃত-রস-সম্ভোগ, বিনা জলে তৃষ্ণার তৃপ্তি করিয়াছি।

যেখানে হর্ষ সেখানেই পূর্ণ আনন্দ বিরাজমান। এই আনন্দ কাহার কাছে বলা যায়? কবীর কহেন, "বলিহারী সেই সত্যগুরু আর ধন্য ধন্য শিষ্যের ভাগ্য।"

১১

হৈ সবমেঁ সবহীতেঁ ন্যারা॥
জীব জন্তু জল থল সবহীমেঁ
গীত বিয়াপিত গায়নহারা।
সবকে নিকট দূব সবহীতেঁ
জিন জৈসা মন কীন্হ বিচারা॥
সার রাগকো কো জো জন পাবৈ
সো নহি করত নেম অচাবা।

কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো
শব্দ গহৈ সো প্যার হমারা॥

আছেন তিনি সকলের মধ্যেই, অথচ সব হইতেই স্বতন্ত্র। জীবজন্তু জলস্থল সকলের মধ্যেই, আপন গানে গায়ক ব্যাপ্ত আছেন। সকলেরই তিনি নিকটতম, সকলেরই তিনি দূরতম; যে যেমন বুঝিয়াছে, সে তেমনি উপলব্ধি করিয়াছে।

সার রাগ যে জন পাইয়াছে, সে আর নিয়ম আচার পালন করে না। কবীর কহেন, "শোন ভাই সাধু, সেই সঙ্গীতকে যে পাইয়াছে, সে আমার প্রাণের প্রিয়।"

১২

কায়া মেরা ইক অজব বৃক্ষ হৈ
সাখা পত্র তাকী দুনিয়াঁ।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
পাবে বিরলে ঠিকনিয়াঁ॥

আমার কায়া এক আশ্চর্য্য বৃক্ষ, সমস্ত বিশ্ব তাহার শাখাপত্র। কবীর কহেন, "শুন ভাই সাধু, কচিৎই কেহ এই রহস্যের ঠিকানা পায়।"

১৩

নিরগুন আগে সরগুন নাচৈ
বাজৈ সোহংগ তূরা।
চেলাকে পাঁব গুরুজী লাগৈঁ
য়হী অচম্ভা পূরা॥

নির্গুণের সমক্ষে সগুণ নৃত্য করিতেছে, "তুমি আমি এক" এই তুরী বাজিতেছে, শিষ্যের চরণে গুরু আসিয়া প্রণত হইয়াছেন, এইতো পরিপূর্ণ আশ্চর্য্য!

১৪

সাধো ঈ মুর্দ্দন কে গাঁব॥
পীর মরে পৈগম্বর মরিগে
মরিগে জিন্দা জোগী।

বাজা মরিগে পরজা মরিগে
মরিগে বৈদ্য ঔ রোগী ॥
চাঁদৌ মরিহৈঁ সুর্জো মরিহৈঁ
মরিহৈঁ ধরণি অকাসা।
চৌদহ ভুবন চৌধরী মরিহৈঁ
ইনহুঁকৈ কা আসা ॥
ইন্দ্র মরিগে পবন মরিগে
মরিগে আগন পিয়াসী।
তেঁতিস কোট দেবতা মরিগে
পরিগে কালকী ফাঁসী ॥
নাম অনাম রহৈ জো সদহী
দুজা তত্ত ন হোঈ
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো
ভটক মরৈ মত কোঈ ॥

হে সাধু, মৃতেরই এই গ্রাম। পীর মরিবে, পয়গম্বর মরিবে, জীবন্ত যোগী মরিবে, রাজা মরিবে, প্রজা মরিবে, বৈদ্য ও রোগী উভয়ে

মরিবে। চন্দ্রও মরিবে, সূর্য্যও মরিবে, মরিবে ধরণী ও আকাশ, চৌদ্দ ভুবনের সম্রাটও মরিবে, ইহাদের আর ভরসা কিসের? ইন্দ্র মরিবে, পবন মরিবে, মরিবে পিপাসিত অগ্নি, তেত্রিশ কোটি দেবতা মরিবে, সবাই পড়িবে কালের বন্ধনে।

"নাম অনাম উভয়েতেই যে সদা বাস করে দ্বৈত তত্ত্ব যাহার নাই," কবীর কহেন, "শোন ভাই সাধু, সেতো কখনও ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে না।"

১৫

প্রশ্ন। কবীর কবসে ভয়ে বৈরাগী।
তুম্‌হরী সুরতি কহাঁকো লাগী॥?

উত্তর॥ বইচিত্রা কা মেলা নাহীঁ,
নহীঁ গুরু নহি চেলা।
সকল পসারা জিন দিন নাহীঁ
জিহি দিন পুরুষ অকেলা॥

গোরখ হম তব কে অহী বৈরাগী।
হমরী সুরত ব্রহ্মসে লাগী॥
ব্রহ্মা নহিঁ জব টোপী দীন্‌হা
বিস্নু নহীঁ জব টীকা।
সিব সক্তী কৈ জন্মৌ নাহীঁ
জবৈ জোগ হম সীখা॥
কাসীমেঁ হম প্রগট ভয়ে হৈঁ
রামানন্দ চেতায়ে।
প্যাস অহদকী সাথ হম লায়ে
মিলন করনকো আয়ে॥
সহজৈ সহজৈ মেলা হোইগা
জাগী ভক্তি উতংগা।
কহৈঁ কবীর সুনো হো গোরখ
চলো গীতকে সংগা॥

(প্রশ্ন গোরখ নাথের)

হে কবীর, কখন হইতে তোমার সন্ন্যাসের আরম্ভ? কোথায় তোমার এই প্রেম লাগিল?

(উত্তর) বিচিত্ররূপার লীলা যখনও আরম্ভ হয় নাই, যখন নাই গুরু, নাই শিষ্য, যখন সকল প্রসারিত হয় নাই, যখন সেই পুরুষ একেলা, হে গোরখ, তখন হইতেই আমি সন্ন্যাসী; প্রেম আমার ব্রহ্মে লাগিয়াছে।

ব্রহ্মা যখন ধারণ করেন নাই মুকুট, বিষ্ণু যখন ধারণ করেন নাই রাজটীকা, শিবশক্তি যখন জন্মেনও নাই, তখনই আমি যোগ শিক্ষা করিয়াছি।

কাশীতে আমি প্রকাশিত হইয়াছি, রামানন্দ সচেতন করিয়াছেন, অসীমের তৃষ্ণা সঙ্গে আমি আনিয়াছি, মিলন করিতেই আমি আসিয়াছি। সহজেই সেই সহজের সহিত যোগ হইবে, জাগিবে উচ্ছ্বসিত ভক্তি। কবীর কহেন, "শোন হে গোরখ, চল সেই গীতের সঙ্গে।"

১৬

সাহব হমমেঁ সাহব তুমমেঁ
জৈসে প্রাণা বীজমেঁ।
মত কর বন্দা গুমান দিলমেঁ
খোজ দেখলে তনমেঁ॥
কোটি সূর জহঁ করতে ঝিল মিল
নীল সিংধ সোহৈ গগনমেঁ
সব তাপ মিট জায় দেহীকৈ
নির্ম্মল হোই বৈঠী জগমেঁ॥
অনহদ ঘংটা বজৈ মৃদংগা
তন সুখ লেহি পিয়ারমেঁ
বিন পানী লাগী জহুঁ বরষা
মোতী দেখ নদীনমেঁ॥
ইক প্রেম ব্রহ্মণ্ড ছায় রহ্যৌ হ্যায়
সমঝৈ বিরলে পূরা।
অন্ধা ভেদী কহা সমঝৈঁগে
জ্ঞানকে ঘর হৈ দূরা॥

বড়ে ভাগ অলমস্ত রংগমেঁ।
কবিরা বোলৈ ঘটমেঁ
হংস উবারন দুঃখ নিবারন
আরাগমন মিটে ছিনমেঁ॥

স্বামী আমার মধ্যে, স্বামী তোমার মধ্যে, যেমন প্রাণ সকল বীজের মধ্যে। ওরে সেবক, মনে মনে গর্ব্ব করিস্ না, আপনার মধ্যে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া দেখ। কোটি সূর্য্য যেখানে ঝিলমিল করিয়া জ্বলিতেছে, নীল সিন্ধু শোভা পাইতেছে গগনে; সকল তাপ জুড়াইয়া যায় যেথায়, নির্ম্মল হইয়া বসিয়াছি জগতের মধ্যে।

অসীম ঘণ্টা অসীম মৃদঙ্গ বাজিতেছে, সেই প্রেমের মধ্যে তম্বুর আনন্দ গ্রহণ কর। বিনা জলে যেখানে বর্ষা লাগিয়াছে, নদীর মধ্যে জ্যোতির ধারা বহিয়া যাইতেছে।

এক প্রেম ব্রহ্মাণ্ডকে ছাইয়া রহিয়াছে,

ক্বচিৎ কোন পরিপূর্ণ তাহা বুঝিতে পারেন। ভেদবুদ্ধিদ্বারা যে বুঝিতে চাহে সে যে অন্ধ, সে কোথায় ইহা বুঝিবে? কারণ জ্ঞানের ঘর যে তাহার নিকট হইতে দূরে।

বড়ই ভাগ্য যে বিশ্বব্যাপী প্রেমরঙ্গে কবীর তাহার ঘটের মধ্যে সঙ্গীত করিতেছে। শ্রবণমাত্র আত্মাকে-যুক্ত-করা, দুঃখ-নিবারণ-করা, যাওয়া-আসা-মিটান সেই সঙ্গীত।

১৭

সাঁঈ মোর বসত অগম পুররা

জহঁ গম ন হমার॥

কহেঁ কবীর সুন সাইয়াঁ।

মোরে আহিয়ে দেশ।

জো গয়ে সো বহুরে না

কো কহত সন্দেশ॥

অগম্য পুরে আমার স্বামী বাস করেন, সেখানে আমি যাইতে পারিতেছি না। কবীর

কহেন, "শোন স্বামী, এমনিই আমার দেশ, যে সেখানে যে যায় সে আর ফেরে না। কে বলিবে সেই দেশের সম্বাদ?"

১৮

জাগত জোগেসর পায়া মেরে রব জু
জাগত জোগেসর পায়া ॥
অলখ পুরুষকী অচলা বস্তী
জাকো সীতল ছায়া।
কহত কবীর সুনো গোরখ, জোগি
জিন ঢুঁঢ়া তিন পায়া ॥

জাগিয়া উঠিতেই আমি সেই যোগেশ্বরকে পাইয়াছি, আমার জীবনের দেবতা যোগেশ্বরকে জাগিয়াই দেখিতে পাইয়াছি।

অচল সেই অলক্ষ্য পুরুষের ধাম, শীতল তাহার ছায়া। কবীর কহেন, "শোন হে গোরখ, যে অন্বেষণ করিয়াছে, সেই পাইয়াছে।"

১৯

চুরত অমীরস ভরত তাল জহঁ

শব্দ উঠে অসমানী হো ॥

সরিতা উমড় সিন্ধকো সোখৈ

নহিঁ কছু জাত বখানী হো ॥

চাঁদ সূরজ তারাগন নহিঁ রহঁ

নহিঁ রহঁ রৈন বিহানী হো ॥

বাজে বজেঁ সিতার বাঁসুরী

ররংকার মৃদুবাণী হো ॥

কোটি ঝিলমিলী জহঁ রহঁ ঝলকৈ

বিন জল বরসত ধারা হো ॥

কহেঁ কবীর ভেদকী বাতেঁ

বিরলা কোই পহিচানী হো ॥

কর পহিচান ফের নহিঁ আবৈ

জন্ম মরণ কী খানী হো ॥

যেখানে অমৃতরস ক্ষরণে সরোবর ভরিয়া উঠিতেছে; সেখানে উচ্ছ্বসিত কূলহারা নদী

সিন্ধুকে শুষিয়া পান করিয়া ফেলিয়াছে। সেখানকার কথা তো কিছু বুঝাইয়া বলা যায় না।

সেখানে চন্দ্র সূর্য্য তারাগণ নাই, রাত্রি প্রভাত সেখানে নাই, সেখানে আপনাআপনি বীণা বাঁশরী মৃদু মৃদু ঝঙ্কারে কোমল সুরে বাজিয়া চলিয়াছে।

কোটী প্রভা সেখানে ঝলমল করিয়া ঝলকিত, জলবিনা সেখানে ধারাবর্ষণ হইতেছে!

কবীর এই রহস্যের কথা শুনাইতেছে, ক্বচিৎই কেহ তাহা বুঝিবে। যে বুঝিবে সে একেবারে জন্মমৃত্যুর উৎসের মধ্যে গিয়া উপস্থিত, সে আর সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না।

২০

যা তরিবরমেঁ এক পখেরু
ভোগ সরস রহ ডোলৈ রে।

য়াকী সন্ধ লখৈঁ নহিঁ কোঈ
কৌন ভাৱসোঁ বোলৈয়ে ॥

দুর্ম্ম ডার তহঁ অতি ঘন ছায়া
পংছী বসেরা লেঈ রে।

আবৈ সাঁঝ উড়ি যায় সবেরা
মরম ন কাহু দেঈ রে ॥

সো পংছী মোহিঁ কোই ন বতাবৈ
জো বোলৈ ঘটমাহীঁ রে।

অবরন বরন রূপ নহি রেখা
বৈঠা প্রেমকে ছাহীঁ রে ॥

অগম অপার নিরন্তব বাসা
আবত জাত ন দীসা রে।

কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
য়হ কুছ অগম কহানী রে।

য়া পংছীকে কৌন ঠৌর হৈ
বূঝো পংণ্ডিত জ্ঞানী রে ॥

এই তরুবরে একটি পক্ষী, সরস সম্ভোগের

আনন্দে সে নৃত্য করিতেছে। কেহই তাহার সন্ধান বুঝিতে পারে নাই। কোন ভাবের রসে সে গান করিতেছে,তাহা কে জানে? সেই তরুর শাখা যেথানে অতি ঘনছায়া দান করিতেছে,সেথানে সেই পক্ষী বাসা লইয়াছে। সন্ধ্যায় সেই পাখী আসিয়া প্রত্যুষে উড়িয়া চলিয়া যায়, তাহার মর্ম্ম কাহাকেও কহিয়া যায় না।

যে পক্ষী ঘটের মধ্যে সঙ্গীত করিতেছে, তাহার কথা তো আমাকে কেহ বলে না। তাহার বর্ণও নাই অবর্ণও নাই, তাহার রূপও নাই রেখাও নাই, প্রেমের ছায়ায় সে বসিয়াছে।

অগম্য অপার নিরন্তরের মধ্যে তাহার বাস, কেহ তাহার আসা যাওয়া দেখে নাই। কবীর কহেন, "শোন ভাই সাধু, ইহা কিছু অগম্য কথা; ওগো, সেই পক্ষীর যে কোথায় ঠাঁই, পণ্ডিত জ্ঞানী তাহা বুঝিয়া লউন।"

কবীর প্রেম

১

ঋতু ফাগুন নিয়রানী

কোঈ পিয়াসে মিলাবে।

পিয়াকো রূপ কঁহা লগ বরনূঁ

রূপহি মাহিঁ সমানী।

জো রংগ রংগে সকল ছবি ছাকে

তন মন সভী ভুলানী॥

যোঁ মত জানে য়হি রে ফাগ হৈ

যহ কুছ অকথ কহানী।

কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো

যহ গত বিরলে জানী॥

বসন্ত ঋতু যে নিকটে আসিল কে আমাকে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলাইয়া দিবে? প্রিয়তমের রূপ কত আর বর্ণনা করিব, সকল রূপের মধ্যেই যে তিনি ডুবিয়া আছেন। বিশ্বের সকল

ছবি ছাইয়া সেই রঙ্গ রঞ্জিত, তনুমন সকলি (সেই শোভায়) ভুলিয়া যায়। যে এইরূপ মত জানে ইহাই তো তাহার কাছে বসন্তের খেলা। এ যে এক অকথ্য কথা। কবীর কহেন, "শোন ভাই সাধু, অল্পলোকেই এই সন্ধান জানে।"

২

পিয়া মেরা জাগে
মৈঁ কৈসে সোঈরী।
রাত দিবস হমকো বোলাবে
মৈঁ ন সুনী রচ রহী সঙ্গ জাররী ॥
কহৈঁ কবীর সুনো সখী সয়ানী
বিন প্রেম প্রিয়া মিলে ন মিলানীরী।

প্রিয়তম আমার জাগিতেছেন, আমি কেমন করিয়া শুই? রাত্রিদিন তিনি আমাকে ডাকিতেছেন, আমি তাহা না শুনিয়া অসতীর ন্যায় অপরের সহিত করিতেছি সঙ্গ। কবীর

কহেন, "শোন গো সখী চতুরা, প্রেম বিনা সেই প্রিয়তমের মিলন মেলে না।"

৩

নিস দিন সালৈ ঘাব
নীংদ আবৈ নহীঁ।
পিয়া মিলনকী আস
নৈহর ভাবৈ নহীঁ॥
খুল গয়ে গগন কিবাড়
মন্দির উজিয়ার ভয়ো।
ভয়ো হৈ পুরুষসে ভেট
তন মন বার দয়ো॥

নিশি দিন সেই ক্ষত ব্যথা দিতেছে, নিদ্রা আসেই না, প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুল, বাপের ঘর ভালই লাগে না। খুলিয়া গেল গগন দুয়ার, উদ্ভাসিত হইল

মন্দির, হইল স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তনু মন দিলাম ডালি।

৪

গিয়া ঘট পিয়াকো রিঝাও রে।
নৈনন বাদরকী ঝর লাও
শ্যাম ঘটা উর ছাওরে॥
আরত আরত শ্রুতকী রাহ পর
ফিকর পিয়াকো সুনাওরে॥
কহত কবীর সুনো ভাই সাধু
পিয়াকো ধ্যান চিত লাওরে॥

প্রিয়তমের পাত্রদ্বারা প্রিয়তমকে তৃপ্ত কর। নয়নে বর্ষার ঘনধারা আনয়ন কর। শ্যাম ঘটাদ্বারা চিত্তকে ছাইয়া ফেল। প্রিয়তমের কানের কাছে আসিয়া আসিয়া প্রিয়তমকে তোমার বেদনা শুনাও।

কবীর কহেন, "শোন সাধু, প্রিয়তমের ধ্যান আজ চিত্তে আন।"

৫

হমতো হৈঁ ইস্ক মস্তানা
হমকো হোশিয়ারী ক্যা।
রহেঁ আজাদ য়া জগমেঁ
হমকো চৈন বেচৈন ক্যা॥
জো বিছুড়ে হৈঁ পিয়ারেসে
ভটকতে দর বদর ফিরতে।
হমারা য়ার হৈ হমমেঁ
হমকো ইন্তিজারী ক্যা॥

ন পল বিছুড়ে পিয়া হমসে
ন হম বিছুড়েঁ পিয়ারেসে।
উনহীসে নেহ লাগী হৈ
হমকো বেকরারী ক্যা॥
কবীরা ইস্কা মাতা
ডরকো দূর কর দিলসে।
জো চলনা রাহ নাজুক হৈ
হমন সর বোঝ ভারী ক্যা।

আমি তো প্রেমে পাগল হইয়াছি,

আমার আবার সাবধান অসাবধান কি? প্রিয়তম হইতে যে বিচ্ছিন্ন, সে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মরিতেছে; আমার প্রিয়তম আমার মধ্যেই আছেন, আমি কাহার ধার ধারি?

প্রিয়তম এক পলের জন্যও আমাহইতে বিচ্ছিন্ন নহেন, আমিও তাঁহাহইতে বিচ্ছিন্ন নহি। তাঁহারই সহিত আমার প্রেম লাগিয়াছে, আমার আর অশান্তি কি? হউক না পথ গন্তব্য, হউক না পেলব দেহ, থাকুক না মাথায় প্রকাণ্ড ভার, কিন্তু হে কবীর, যখন তুমি প্রেমে মত্ত হইয়াছ, তখন চিত্ত হইতে সব ভয়কে দূর কর।

৬

নাচুরে মেরো মন মত্ত হোয়
প্রেমকো রাগ বজায় রৈন দিন
শব্দ সুনৈ সব কোই ॥
রাহু কেতু নবগ্রহ নাচৈ
জম জম্ম আনন্দ হোই।

গিরি সমুন্দর ধরতী নাচৈ
লোক নাচৈ হঁস রোই ॥
ছাপা তিলক লগায় বাঁস চঢ়
হো রহা জগসে ন্যারা
সহস কলা কর মন মেরো নাচৈ
রীঝৈ সিরজনহারা ॥

নৃত্য কর আমার মন, মত্ত হইয়া নৃত্য কর। প্রেমের রাগিণী দিন রাত্রি বাজাইতেছে, সবাই শুনিতেছে সেই সঙ্গীত। রাহু কেতু নবগ্রহ নৃত্য করিতেছে, জন্ম মৃত্যু আনন্দে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে, গিরি সমুদ্র ধরিত্রী নৃত্য করিতেছে, হাস্যে ক্রন্দনে নিখিল লোক নাচিতেছে।

ছাপা তিলক লাগাইয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া জগৎহইতে কেন দূরে রহিয়াছ? এই দেখ সহস্র কলায় আমার মন নৃত্য করিতেছে, স্রজন কর্ত্তা তাহাতেই পরিতৃপ্ত।

৭

মন মস্ত হুআ তব কোঁ্যা বোলে।

হীরা পায়ো গাঁঠ গঠিয়ায়ো

বারবার বাকো কোঁ্যা খোলে।

হল্‌কী থী তব চঢ়ী তরাজু

পূরী ভঈ তব কোঁ্যা তোলে।

সুরত কলারী ভঈ মতবারী

মদরা পী গঈ বিন তোলে।

হংসা পায়ে মানস সরোবর

তাল তলৈয়া কোঁ্যা ডোলে।

তেরা সাহব হৈ ঘট মাহীঁ

বাহর নৈনা কোঁ্যা খোলে।

কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো

সাহব মিল গয়ে তিল ওলে॥

মন প্রেমে মত্ত হইয়াছে, তবে আর বাক্যের প্রয়োজন কি?

হীরক পাইয়াছি আঁচলে বাঁধিয়াছি, বারে

বারে তাহা খুলিবার প্রয়োজন কি? হাল্কা যখন ছিল, পাল্লা ছিল তখন উচ্চে; এখন পরিপূর্ণ হইয়াছে, আর মাপিবার প্রয়োজন কি? প্রেমের আনন্দে আমি মাতাল হইয়াছি, অপরিমিত মদিরা পান করিয়া ফেলিয়াছি। হংস মানস-সরোবরকে প্রাপ্ত হইয়াছে, এখন আর খানা ডোবা অন্বেষণ কেন? তোমার স্বামী ঘটের মধ্যেই রহিয়াছেন, বাহিরে নয়ন মেলিব কেন? কবীর কহেন, "শোন ভাই সাধু, আমার নয়ন জুড়ান স্বামী আমাকে মিলিয়াছেন।"

৮

কৈসে জীবেগী বিরহনী পিয়া বিন
কীজৈ কৌন উপায়।
দিবস ন ভূখ রৈন নহিঁ সুখ হৈ
জৈসে কলযুগ জায়।
খেলত কাগ ছাঁড় গয়ো সুন্দর
তজ চল ধন ঔর ধাম।

বন খণ্ড জায় নাম সৌ লাবো
মিল পিয়া সুখ পায়।
তড়পত মীন বিনা জল জৈসে
দরসন লীজে ধায়।
বিনা অকার রূপ নহিঁ রেখা
কৌন মিলেগী আয়।
আপন পুরুষ সমঝ লে সুন্দরী
দেখো তন নিরতায়।
রাগসরূপী জির পিয়া বূঝো
ছাঁড়ো ভর্ম্মকী টেক।
কহৈঁ কবীর আন নহিঁ দূজা
জুগ জুগ তুম হম এক॥

কেমন করিয়া বাঁচিবি ওলো বিরহিনী, প্রিয়তমবিনা করিবি কি উপায়? দিবসে নাই ক্ষুধা, রাত্রিতে নাই নিদ্রা; এক একটি প্রহর মনে হয় যেন এক একটি কলি যুগ। বসন্তের পরিপূর্ণ খেলার মধ্যে সেই সুন্দর

তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন ; ওগো বিরহিনী, এখন ধন ধাম ত্যাগ করিয়া চল, বনধামে গিয়া তাঁহার নাম ধ্যান কর, যদি প্রিয়তম মিলেন তবেই সুখ পাওয়া যাইবে। জল বিনা মৎস্য যেরূপ ছট্ ফট্ করে তেমনি তাঁহার দর্শনের জন্য ধাবিতা হও।

আকার নাই, রূপ নাই, রেখা নাই, কে আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবেন ? হে সুন্দরী, আপন স্বামীকে আজ চিনিয়া লও। সকল দেহ নিরত করিয়া আজ তাঁহাকে দর্শন কর। আর ভ্রমকে আশ্রয় করিওনা —রাগ স্বরূপ সেই প্রিয়তমকে বুঝিয়া লও। কবীর কহেন, "দ্বিতীয় আর কেহ নাই, যুগ যুগ তুমি আর আমি এক।"

৯

মিলনা কঠিন হৈ

কৈসে মিলুংগী পিয়া যায়॥

সমঝ সোচ পগ ধরূঁ যতনসে
বার বার ডিগ জায় ॥
উঁচী গৈল রাহ রপটিলী
পাঁব নহী ঠহরায় ॥
লোক লাজ কুলকী মরজাদা
দেখত মন সকুচায় ॥
কহাঁরে সাঈঁ বসূঁ পীহরমেঁ
লাজ তজী নহিঁ জায়।

মিলন কঠিন, কেমন করিয়া প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইব? কত ভাবিয়া চিন্তিয়া কত যত্ন করিয়া সেই পথে চরণ রাখি, বারে বারেই কম্পিত হইয়া চরণ স্খলিত হইয়া যায়। উচ্চে গিয়াছে সেই পিচ্ছিল পথ, চরণ থাকে না স্থির। লোক লাজ, কুলের মর্য্যাদা দেখিয়া দেখিয়া মন সঙ্কুচিত হইয়া যায়। কোথায় রে আমার স্বামী, আর আমি পড়িয়া

রহিলাম পিতৃগৃহে, তবু তো লজ্জা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না!

১০

মোহি তোহি লাগী কৈসে ছুটে ॥
জৈসে কমলপত্র জল বাসা।
ঐসে তুম সাহিব হম দাসা ॥
জৈসে চকোর তকত নিস চংদা।
ঐসে তুম সাহিব হম বংদা ॥
মোহি তোহি আদি অন্ত বন আঈ।
অব কৈসে লগন দূরাঈ ॥
কহৈঁ কবীর হমরা মন লাগা।
জৈসে সলিতা সিংধ সমাঈ ॥

তোমাতে আমাতে যে প্রেম তাহা ছিন্ন হইবে কেমন করিয়া? কমলপত্র যেমন জলেই বাস করে, তেমনি তুমি আমার স্বামী আমি তোমাব দাস। যেমন চকোর সকল

রাত্রি চন্দ্রের দিকে চাহিয়া থাকে, তেমনি তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার সেবক। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত তোমাতে আমাতে প্রেম; এখন সে মিলনের অবসান কেমন করিয়া হইবে? কবীর কহেন, "সরিৎ যেমন সিন্ধুর মধ্যে আপনাকে বিসর্জ্জন দেয়, তেমনি আমার মন তোমাতে লাগিয়াছে।"

১১

নারদ প্যার সো অন্তর নাহী॥

প্যার জাগৈ তৌহি জাগূঁ
প্যার সোবে তব সোঁউ।
জো কোই মেরে প্যার দুখাবৈ
জড়া মূল সো খোঁউ॥
জহাঁ মেরা প্যার জস গাবৈ
তহাঁ করৌঁ মৈঁ বাসা।
প্যার চলে আগে উঠ ধাউ
মোহি প্যারকী আসা॥

বেহদ্দ তীরথ প্যারকে চরনন
কোট ভক্ত সমায়।
কহৈঁ কবীর প্রেমকী মহিমা
প্যার দেত বুঝায়॥

হে নারদ, সেই প্রিয়তম তো দূরে নাই। প্রিয়তম যদি জাগেন, তবেই আমি জাগি; প্রিয়তম যদি শয়ন করেন, তবেই আমি শয়ন করি। আমার প্রিয়তমকে যদি কেহ বেদনা দেয়, তবে সে জড়ে মূলে বঞ্চিত হয়। যেখানে আমার প্রিয়তমের যশোগান, সেইখানেই আমি বাস করি। প্রিয়তম যদি চলেন—আমি তবে উঠিয়া তাঁহার আগে আগে ধাবিত হই। প্রিয়তমের জন্য আমার মন ব্যাকুল। অসীম তীর্থ আমার প্রিয়তমের চরণে—কোটি ভক্ত সেখানে সমাহিত; কবীর কহেন, "প্রেমের মহিমা প্রেমাস্পদ আপনিই বুঝাইয়া দেন।"

১২

বালম আবো হমারে গেহরে।
তুম বিন দুখিয়া দেহরে॥
সব কোই কহৈ তুম্‌হারী নারী
মোকো লাগত লাজবে।
দিল্‌সে নহী দিল্‌ লগায়া
তবলগ কৈসা সনেহ রে॥
অন্ন ন ভাবৈঁ নীদঁ ন আবৈ
গৃহ বন ধরৈ ন ধীর রে।
কামিন কো হৈ বালম প্যারা
জ্যোঁ প্যাসেকো নীররে॥
হৈ কোই ঐসা পর উপকারী
পিয়সোঁ কহৈ সুনায় রে।
অব তো বেহাল কবীর ভয়ে হৈ
বিন দেখে জিয় জায় রে॥

তোমাবিনা আমার দেহ মন দুঃখী, হে বল্লভ, আমার গৃহে তুমি এস। যখন সকলে

বলে আমি তোমার নারী, তখন আমার বড়ই লজ্জা বোধ হয়। হৃদয়ের সহিত হৃদয়ই লাগাইলাম না, তবে আর প্রেম হইল কোথায়? অন্ন রুচে না, নিদ্রা আসে না; গৃহে বনে কোথাও মন ধৈর্য্য মানে না। পিপাসিতের কাছে জল যেরূপ প্রিয়, কামিনীর নিকট বল্লভ তেমনি প্রিয়।

এমন পর-উপকারী কেহ আছে, যে প্রিয়তমকে (আমার হৃদয়বেদনা) শুনাইয়া কহিতে পারে? কবীর তো এখন অধীর হইয়াছে, দরশন বিনা তাহার প্রাণ যে যায়।

১৩

দুলহিনী গাবহু মংগলচার
হম ঘর আয়ে পরম ভরতার ॥
তন রত করি মৈঁ মন রত করিহৌঁ
পঞ্চ তত্ত্ব তব রাতী।
বালম মেরে পাহুন আয়ে
মৈঁ জোবনমেঁ মাতী ॥

সরার সরোবর তীরথ করিহৌঁ
ব্রহ্মা বেদ উচার।
বালমকে সঙ্গ মিলন লেইহৌঁ
ধন ধন ভাগ হমার॥
সুর তেঁতীসো কৌতুক আয়ে
প্রেমী সব জগবাসী।
কহৈঁ কবীর হম ব্যাহি চলে হৈঁ
বালম এক অবিনাসী॥

ওগো সোহাগিনী, মঙ্গল গীত গান কর। পরমস্বামী আমার ঘরে আসিয়াছেন। তাঁহার প্রেমে আমার দেহকে রত করিয়া আমার মনকে রত করিব। পঞ্চতত্ত্ব প্রেমে উজ্জ্বল হইয়াছে। বল্লভ আমার গৃহে আজ অতিথি উপস্থিত—আজ আমি যৌবনে মাতিয়া উঠিয়াছি। শরীর সরোবরকে তীর্থ করিব, ব্রহ্মা বেদ উচ্চারণ করিবেন, বল্লভের সঙ্গে আজ আমি মিলন লইব, ধন্য ধন্য আমার

ভাগ্য। তেত্রিশটি সুরই আনন্দে কৌতুকে আজ এখানে উপস্থিত, বিশ্বধামের সকল প্রেমিক আজ আগত। কবীর কহেন, "আজ আমি বিবাহে চলিয়াছি, সেই এক অবিনাশী আমার বল্লভ।"

১৪

শরীর মহলমেঁ বাজা বাজে
হোত ছতীসোঁ রাগ।
সুরত সখী জঁহ দেখ তমাশা
বালম খেলৈঁ ফাগ॥
অপনে পিয়া সংগ হোলী খেলৈঁ
লজ্জা ভয় নিবার।
সারা জগমে হোত কুতুহল
ঝরৈঁ রাগ অনুরাগ॥

আমার শরীরমহলে বাদ্য বাজিতেছে, ছত্রিশ রাগই ঝঙ্কৃত হইতেছে। আমার সখী প্রীতি এই তামাসা দেখিতেছে, আজ বল্লভ

বসন্তক্রীড়া করিতেছেন। লজ্জাভয় দূর করিয়া আপন প্রিয়তমের সাথে হোরি খেলিতেছি। সারা জগতে আজ কৌতুহল, আজ রাগ অনুরাগ ঝরিয়া পড়িতেছে।

১৫

কায়া নগর মঝার
সাঁঈ খেলৈঁ হোরী।
গাবত রাগ সরস সুর সোহৈ
অতি আনন্দ ভয়োরী॥
শরীর মহলমেঁ বাজে বাজা
জগমগ জোত উজেরী।
সহজ রংগ রচ রহ্যো সকল তন
ছুটন নাহিঁ করেরী॥
অনহদ বাজে বজৈ মধুর ধুন
বিন করতাল তংবুরা।
বিন রসনা জঁহা রাগ ছতীসোঁ
হোত মহানন্দ পূরা॥

কায়া নগরের মাঝে স্বামী হোলি খেলিতে-ছেন। সরস রাগিণী গান হইতেছে, সরস সুর আজ শোভমান—আজ অতিশয় আনন্দ হইয়াছে। আমার শরীরমহলে বাদ্য বাজিতেছে, জগমগ জ্যোতি ঝলকিত। সকল তনু ভরিয়া সহজ আনন্দ রচিত হইতেছে, সেই আনন্দের আর অবসান নাই। বিনা তানপুরায় আপনা আপনি অসীম রাগিণী মধুর ধ্বনিতে বাজিয়া উঠিতেছে, বিনা রসনায় ছত্রিশ রাগিণী সঙ্গীত হইতেছে, পরিপূর্ণ মহানন্দ চলিয়াছে।

১৬

হমারেকো খেলৈ ঐসী হোরী।
পংথ নিহারত জনম সিরানা
পরঘট মিলে ন চোরী॥
শ্রবন ন সুনের নৈন নহিঁ দেখের
প্রাণন প্রাণ লগাবর রী॥

আমার সঙ্গে প্রিয়তম এমন হোরিই খেলিতেছেন। পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া জনম কাটিয়া গেল, তবুও লুকোচুরী ধরা পড়িল না। (যাক্) এখন কানেও তাঁহাকে শুনিতে চাহি না, নয়নেও তাঁহাকে দেখিতে চাহি না, আমি একেবারে তাঁহার প্রাণে আমার প্রাণ মিলাইতে চাহি।

১৭

মেরে সাহব আয়ে আজ
খেলন ফাগরী॥
বানী বিমল সগুন সব বোলে
অতি সুখ মংগল রাগরী।
চাচর সরস সখা সংগ বোলে
অনহদ বানী রাগরী॥
শব্দ সুনত অনুরাগ হোত হৈ
ক্যা সোবৈ উঠ জাগরী।
পানী আদর পবন বিছোনা
বহুত কয়ৈঁ সনমানরী

আজ আমার বল্লভ আমার সহিত হোরি খেলিতে আসিয়াছেন। আজ বাণী পবিত্র শোভন সব রচনা ধ্বনিত করিতেছে, অতি সুখ মঙ্গল রাগকে বাজাইয়া তুলিতেছে। সখার মিলনের সরস বসন্তোৎসবে অসীম বাণী অসীম রাগিণী বাজিতেছে। সেই সঙ্গীত শুনিয়া অনুরাগ জাগিয়া ওঠে, কেন আর শুইয়া আছ? (ঐ দেখ) জল তোমার প্রতি আদর, বায়ু তোমার শয়নীয়, তোমাকে বহুতর সম্মান করিতেছে।

১৮

প্যারে হম ঘর কন্ত সুজান
খেলোঁ রঙ্গ হোরী।
জনম জনমকী মিটী হৈ কল্পনা
পায়ো জীবন প্রাণরী॥
বাজত তাল মৃদঙ্গ ঝাঁফ ডফ
অনহদ শব্দ গুলজাররী।

খেলন চলী পংথ প্রীতমকে
তনকী তপন গঈরী ॥
পীতম মিল আপ বিসরায়ো
লাগো খেল অপার রী।
সুখ সাগর অসনান কিয়ো হৈ
ফগুরা পায়ো কবীর রী ॥

হে বন্ধু, আমার ঘরে প্রাণকান্ত সুজন, আজ আমি রঙ্গে হোলি খেলিব। জন্ম জন্মের কল্পনা মিটিয়া গিয়াছে, আমি প্রাণ পাইয়াছি, জীবন পাইয়াছি।

মৃদঙ্গ ঝঙ্কডম্ফের তাল বাজিতেছে, অসীম সুরে (দশদিক) কুসুমিত। প্রিয়তমের পথে আজ খেলিতে গিয়াছি, শরীরের তাপ আমার জুড়াইয়াছে। প্রিয়তম মিলিয়াছেন, আপনা বিস্মৃত হইয়াছি, অপার খেলা লাগিয়া গিয়াছে,আনন্দের সাগরে আজ স্নান করিয়াছি, কবীর বসন্তকে পাইয়াছে।

১৯

কোই প্রেমকী পেংগ ঝুলাওরে ॥
ভুজকে খংভ ঔর প্রেমকে রসসে
তনমন আজ ঝুলাওরে।
নৈনন বাদরকী ঝর লাও
শ্যাম ঘটা উর ছাওরে ॥
আরত আরত শ্রুতকী রাহপর
ফিকর পিয়াকো সুনাওরে।
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো
পিয়াকো ধ্যান চিত লাওরে ॥

ওগো, প্রেমের ঝুলন আজ কেহ ঝুলাও। (প্রিয়তমের) দুই ভুজের স্তম্ভের মধ্যে প্রেমানন্দের রসে আজ তনু মনকে ঝুলাও। নয়নে বর্ষার ঘোর ধারা আনয়ন কর, শ্যাম ঘটায় চিত্ত ছাইয়া ফেল। প্রিয়তমের কানের কাছে মুখ আনিয়া আনিয়া প্রেমের ব্যাকুলতার কথা প্রিয়তমকে শোনাও।

কবীর কহেন, "শোন ভাই সাধু, প্রিয়তমের ধ্যান চিত্তে আন।"

২০

সাধো করতা কর্ম্মতে ন্যারা।
আবৈ ন জাবৈ মরৈ নহিঁ জীবৈ
তাকো করো বিচারা॥
আনন্দ জাকে ধরনী গগন হৈ
আনন্দ জাকে সকল পসারা।
অনহদ নাদ প্রেম ধুনি জাকে
সোঈ খসম হমারা॥

হে সাধু; কর্ত্তা কর্ম্মহইতে স্বতন্ত্র। না তিনি আসেন, না যান, না মরেন, না বাঁচেন; বিচারেরদ্বারা তাঁহাকে জানিয়া লও। ধরণী গগন যাঁহার আনন্দ, যাঁহার আনন্দ করিল সকল প্রসারিত, অসীম রাগিণী যাঁহার প্রেম সঙ্গীত, তিনিই আমার স্বামী।

২১

পিয়া মোরা মিলিয়া
মৈঁ হুআ দিবানী ॥
সবমেঁ ব্যাপক সবসে ন্যারা
সহজ অন্তরজামী ॥
সহজসিংগারপ্রেমকা আসিক
সুরত নিরত ভর আনী ॥
ঐসা পিয় হম কবহু ন দেখা
সুরত দেখ লুভানী ।
কহৈঁ কবীর মিলা গুরুপূরা
তনকী তপন বুঝানী ॥

আমার প্রিয়তমের দেখা পাইয়াছি, এখন আমি প্রেমোন্মত্ত হইয়া গিয়াছি সকলের মধ্যে তিনি ব্যাপ্ত, সকলের তিনি অতীত, সহজ তিনি অন্তর্যামী। সহজ রস-সম্ভোগের সহজ প্রেমের তিনি রসিক, প্রেম বৈরাগ্য উভয়ই তাঁহারদ্বারা পরিপূর্ণ।

এমন প্রেমিক আমি কথনও দেখি নাই; প্রাণ মুগ্ধ করা তাঁহাব প্রেমস্বরূপ। কবীর কহেন, "তনুর-সন্তাপ-জুড়ান পরিপূর্ণ গুরু আমাকে মিলিয়াছেন।"

২২

কোই কুচ্ছ কহৈ, কোই কুচ্ছ কহৈ
হম অট্‌কে হৈঁ জহঁ অটকে হৈঁ।
সুরত কমল পর অগল কিয়া
মহবুবকে প্রেমসে মটকে হৈঁ॥
সংসার বিচারকো ছোড় দিয়া
হম ইসী বাত পৈ সটকে হৈঁ।
কবীর পিতমকে ঝূলনেমেঁ
জনম মরণ ছোড় লটকে হৈঁ॥

যে যাহা খুসী বলুক, আমি বাঁধা পড়িয়াছি যেখানে, সেখানেই বাধা রহিলাম। প্রেম-কমলেতে আমার মন মজিয়াছে, প্রিয়তমের প্রেম কটাক্ষ আমি পাইয়াছি। সাংসারিক বিচার ছাড়িয়া দিয়াছি, তাঁহার বাণীতেই

আমি সটকাইয়াছি। কবীর তাহার প্রিয়তমের ঝুলনে জন্ম মরণ বিস্মৃত হইয়া ঝুলিয়াছে।

২৩

জাগ পিয়ারী অবকা সোরৈ।
রৈন গঈ দিন কাহেকো খোরৈ॥
জিন জাগা তিন মানিক পায়া।
তৈঁ বৌরী সব সোয় গঁবায়া॥
পিয় তেরে চতুর তূ মূরখ নারী।
কবহুঁ ন পিয়কী সেজ সঁয়ারী॥
তৈঁ বৌরী বৌরাপন কীন্হী
ভর জোবন পিয় অপন ন চীন্হী
জাগ দেখ পিয় সেজ ন তেরে।
তোহি ছাঁড়ি উঠি গয়ে সবেরে॥
কহৈঁ কবীর সোই ধুন জাগে
শব্দ বান উর অন্তর লাগে॥

জাগ্ ওগো প্রিয়সখি,এখনও কেন শুইয়া আছিস্, রাত্রিতো কাটিয়া গেল দিনটা আর

কেন হারাইতেছিস্? যে এখন জাগিয়াছে সে মানিক পাইয়াছে, ওরে পাগলিনী,তুই ঘুমাইয়া সব হারাইলি। ওরে মূর্খ নারী, প্রিয়তম তোর জ্ঞানী, তুইতো কখনও তোর প্রিয়তমের শয্যা রচনা করিলি না। ওরে পাগলিনী, তুই কেবল পাগ্‌লামিই করিলি; যৌবন ভরিয়া তুই আপন প্রিয়তম চিনিলি না।

জাগিয়া দেখ্ প্রিয়তম তোর শয্যায় নাই, তোকে ছাড়িয়া তিনি প্রভাতে উঠিয়া গিয়াছেন। কবীর কহেন, "কেবল সেই ধ্বনিই জাগে আর সঙ্গীতবাণ হৃদয়ের অন্তরে লাগে।"*

২৪

স্বষ্টি গঙ্গ জহঁড়ায়
দৃষ্টি কর দেখ লে ॥

---

* অথবা—কেবল সেই সুন্দরীই জাগে
শব্দবাণ যাহার হৃদয়ের অন্তরে লাগে।

চীন্হো করো বিচার

প্রেমরূপ কহাঁ বিরাজৈঁ।

কহাঁ পুরুষকৈ দেস

কহাঁ বৈঠে বিলগাজৈঁ॥

জবলগ নৈন ন দেখিয়ে

তবলগ হিয় ন জুড়ায়।

জল বিন মীন কহু বিন বিরহিন

তলফ তলফ জিয় জায়॥

বাঢ়ে বিরহ বিয়োগ

রোগ কাহু ন চীন্হা।

ঘর ঘর বাঢ়ে বৈদ

রোগ অধিক রচ দীন্হা॥

বিরহ বিয়োগ কৈসে মিটৈ

কৈসে তপন বুঝায়।

বৈদ মিলৈ জব ঔষধী

জিয়কৈ ভরম নসায়॥

সৃষ্টি তোমাকে প্রবঞ্চিত করিয়া চলিয়া গেল, নয়ন খুলিয়া চাহিয়া দেখ। সেই প্রেমরূপ

কোথায় বিরাজ করেন, তাহা বিচার করিয়া চিনিয়া লও। কোথায় সেই স্বামীর ধাম, কোথায় বসিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত করিতেছেন, বিচার করিয়া তাহা চিনিয়া লও

নয়নে যত দিন তাঁহাকে না দেখা যায়, ততদিন তো প্রাণ জুড়ায় না। জল বিনা মৎস্য, কান্ত বিনা বিরহিনী, ছট্‌ফট্‌ করিয়া প্রাণ যায়। বিরহবিয়োগব্যথা বাড়িতেছে, এই রোগ কেহই তো বুঝিল না।

ঘরে ঘরে বৈদ্য বাড়িয়া আমার রোগ আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন।

এই বিরহ বেদনা কেমন করিয়া দূর হইতে পারে? কেমন করিয়া প্রাণের জ্বালা দূর হইতে পারে? ঔষধ যখন জীবনের ভ্রমকে দূর করিবে, তখনি বুঝিব যে বৈদ্য মিলিয়াছে।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১১	কৌই	কোই
১৬	১	তহাঁ	তহঁ
১৯	১	কোটিসূর্য্য চন্দ্র	কোটি সূর্য্যচন্দ্র
২০	১২	সাঙ্গ	সাঙ্গঁ
২৮	১	যাঙ্গ	জাঙ্গ
"	৮	যাকে	জাকে
৩২	১০	ধইয়া	ধুইয়া
"	১১	দাগ (সংস্কার সম্ভূত দাগ) সে উঠাইতে পারিতেছে না।	[দাগ (সংস্কার সম্ভূত দাগ) সে উঠাইতে পারিতেছে না।]
৩৪	৪৮	তু	তূ
"	১২	তু	তূ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৯	৯	সতগুরুকে	সত্যগুরুকে
৫৭	১৫	ব্রহ্ম	ব্রহ্ম
৬৪	১০	যো	জো
৮৩	১৫	রাগকো কো জো	রাগকো জো
৮৬	৮	আগন	অগিন
৯৭	৬	প্রত্যুষে	প্রত্যূষে
১০০	৭	কিবাড়	কিৱাড়
১০১	৩	গিয়া ঘট	পিয়াঘট
১০৫	৪	তরাজ	তরাজু
১০৬	১৫	কাগ	ফাগ
১[illegible]	১	সরার	সরীর
১১৭	৩	কৌতুহল	কৌতূহল
১১৮	৬	আলন্দ	আনন্দ

শান্তিনিকেতন

কবীর

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ছয় আনা

প্রকাশক
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস
২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

সূচী

কবীর

কবীর পরখ

১

জোগী জংগম তে অতি দুখিয়া
তাপসকে দুখ দূনা।
আশা তৃষ্ণা সব ঘট ব্যাপী
কোঈ মহল নহিঁ সূনা॥
সাঁচ কহোঁ তো সব জগ খীজৈ
ঝূট কহা নহি জাঈ।
কহহিঁ কবীর তেঈ ভো দুখিয়া
জিন য়হ রাহ চলাঈ॥

যোগী জঙ্গম সবাই অতি দুঃখী, তাপসের দুঃখ আবার দ্বিগুণ। আশা তৃষ্ণা সব ঘটকেই আছে ব্যাপিয়া, কোনো মহল নহে শূন্য।

সত্য কহিলে সমস্ত জগৎ হয় বিরক্ত, মিথ্যাও তো যায় না কহা। কবীর কহেন, "তাহারাই হইল দুঃখী, যাহারা এই সব পথ করিল বাহির।"

২

জো খোদায় মসজীদ বসতু হৈ
ঔর মুলুক কোহকেরা।
তীরথ মূরত রাম নিবাসী
বাহর করে কো হেরা॥
পূরব দিশা হরিকো বাসা
পশ্চিম অলহ মুকামা।
দিলমেঁ খোজি দিলহিমা খোজো
ইহৈ করীমা রামা॥
জেতে ঔরত মরদ উপানী
সো সব রূপ তুম্‌হারা।

কবীর পোংগরা অলহ রামকা
সো গুরু পীর হমারা ॥

খোদা যদি মসজিদেই করেন বাস, আর সব মুলুক তবে কাহার? তীর্থে মূর্ত্তিতে যদি রাম করেন বাস, বাহির তবে দেখে কে?

পূর্ব্বদিকে হরির বাস, পশ্চিম দিকে আল্লার মোকাম। হৃদয়ে খুঁজিয়া হৃদয়ের মধ্যেই খোঁজ। এই থানেই করীম ও রাম।

যত নারী যত পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা সবাই তোমার রূপ। কবীর আল্লা-রামের পুত্র; তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পীর।

৩

বাত বৈঁবতে অসমানকী
মুদ্দতি নিয়রাণী।
বহুত খুদী দিল রাথতে
বূড়ে বিনু পানী॥

কহহি কবীর কাসে কহৌ
সকলো জগ অংধা।
সাঁচাসে ভাগা ফিরৈ
ঝুঠেকা বংধা॥

প্রসব করিতেছে সব আসমানী বাত, আর সন্নিহিত হইতেছে মৃত্যুর নিকটে। অনেক অহঙ্কার হৃদয়ে রাখাতে বিনা জলে ইহারা মরিল ডুবিয়া। কবীর কহেন, "একথা বলি কাহাকে, সমস্ত জগৎই যে অন্ধ। সত্য হইতে ইহারা বেড়ায় পালাইয়া, অথচ বদ্ধ রহিয়াছে মিথ্যার কাছে।

৪

বহা হৈ বহি জাত হৈ করগহৈ চহুঁ ওর।
জো কহা নহি মানে তো দে ধকা দুই ওর॥

বহিয়াছ, বহিয়া যাইতেছ, হাতে ধরিতেছ চারিদিক; কথা যদি নাহি মান, তবে দুই কূল দিতেই থাকিবে (তোমাকে) ধাক্কা।

৫

পংথী পংথ বূঝি নহিঁ লীনহা
মূঢ়হি মূঢ় গঁবারা হো।
ঘাট ছোড়ি কস ঔঘট রেংগহু
কৈসেকে লগবেহু তীরা হো॥

পথিক লইল না পথ বুঝিয়া, মূর্খ হইতেও সে যে মূর্খ, নিতান্তই সে গ্রাম্য। ঘাট ছাড়িয়া কেন ঘুরিতেছিস অঘাটে, কেমন করিয়া লাগিবি তীরে?

৬

আপন আপন চাহৈঁ মান।
ঝূঠ প্রপংচ সাঁচ করি জান॥
ঝূঠা কবহু ন করিহৈঁ কাজ।
হৌ বরজোঁ তোহি সুন নিলাজ॥
কহহিঁ কবীর নর কিয়ো ন খোজ
ভটকি মুয়ল জস বনকা রোঝ॥

আপন আপন চায় মান, আর মিথ্যা প্রপঞ্চকেই জানিতে হয় সত্য করিয়া।

মিথ্যা কখনও করিবে না কাজ, ওরে নির্লজ্জ, শোন্ আমি তোকে করিতেছি বারণ।

কবীর কহেন, "মানুষ করিলনা খোঁজ, অরণ্যে পথহারার মত মরিল ঘুরিয়া ঘুরিয়া।"

৭

হংসা বগু দেখো য়ক রংগ
চরৈ হরিয়রৈ তাল্।
হংসা ক্ষীরতে জানিয়ে
বগুহি ধরৈঁগে কাল॥

হংস ও বক চাহিয়া দেখ একই রঙ, চরিতেছেও একই হরিত সরোবরে। কাল ক্ষীর-গ্রহণের দ্বারা হংসকে চিনিয়া ধরিবে বককে।

৮

গিরহী তজিকে ভয়ে উদাসী
বন খণ্ড তপকো জায়।

চোলী থাকি মারিয়া
বেরই চুনি চুনি খায় ॥

গার্হস্থ্য ছাড়িয়া হইল উদাসীন, তপস্যায় অন্ত গেল বনখণ্ডে। দেহকে মারিল ক্লান্ত করিয়া, (অবশেষে) বাছিয়া বাছিয়া খাইতে লাগিল জঙ্গলী ফুল।

৯

জাকো মুনিবর তপ করৈ
বেদ থকে গুন গায়।
সোউ দেব সিখাপনা
কোঈ নহীঁ পতিয়ায়॥

মুনিবর যাঁহাকে করেন তপস্যা, বেদ ক্লান্ত যাঁহার গুণগানে। সেই দেবতা দিয়েছেন শিক্ষা, কেহই তবু করেনা প্রত্যয়।

১০

জানা নহীঁ বুঝা নহীঁ
সমুঝি কিয়া নহি গৌন।

অংধে কো অংধা মিলা
রাহ বতাবৈ কৌন ॥

না জানিল, না বুঝিল, প্রবুদ্ধ হইয়া না করিল যাত্রা। অন্ধের সহিত মিলিল অন্ধ, এখন পথ দেয় কে বলিয়া ?

১১

সাহেব সাহেব সব কহৈঁ
মোহি অন্দেসা ঔর।
সাহেবসে পরিচয় নহীঁ
বৈঠেংগে কেহি ঠৌর ॥

"স্বামী, স্বামী" বলে সবাই, আমার হইয়াছে আর এক ভাবনা। স্বামীর সহিতই হইল না পরিচয়, আমি বসিব কোন ঠাঁই।

কবীর উপদেশ

১

সীল সন্তোষ সদা সমদৃষ্টি
রহনি গহনিমেঁ পূরা।
তাকে দরস পরস ভয় ভাজৈ
হোই কলেস সব দূরা॥
নিসি বাসর চরচা চিত চংদন
আন কথা ন সোহাবৈ।
করণী ধরণী সংগীত গাবৈ
প্রেম রঙ্গ উড়াবৈ॥
রাগ সরূপ অখংডিত অবিচল
নির্ভয় বেপরবাঈ।
কহৈঁ কবীর তাহি পগ পরসো
ঘট ঘট সব সুখদাঈ॥

তাঁহার দরশ পরশ যে পাইয়াছে সর্ব্বদা শীলে সন্তোষে, সম দৃষ্টিতে, স্থিতিতে এবং গ্রহণে

সে পরিপূর্ণ। তাঁহাকে দর্শন করিলে স্পর্শ করিলে, ভয় পলায়ন করে; সমস্ত ক্লেশ দূর হইয়া যায়।

নিশি দিন তাঁহার চর্চ্চা করাই চিত্তের পক্ষে চন্দন-লেপ-স্বরূপ; অন্য কথা ভালই লাগে না।

সকল কর্ম্মে সকল বিশ্রামে একটি পরিপূর্ণ সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বদাই সে প্রেমের আনন্দ সম্ভোগ করিতেছে।

"যিনি সঙ্গীতস্বরূপ, যিনি অখণ্ডিত, যিনি অবিচল, যিনি নির্ভয়, যিনি নিরুদ্বেগ (প্রশান্ত)", কবীর কহেন, "তাঁহারই চরণ স্পর্শ কর, তিনিই ঘটে ঘটে সর্ব্ববিধ আনন্দ বিধান করিতেছেন।"

২

মৈঁ তো যা দিন ফাগ মচৈহোঁ

জা দিন পিয় মোরে দ্বার ঐহৈঁ॥

রংগ রহী রংগরেজবা বাহী
সুরংগ চুনরিয়া রংগৈগহোঁ।
জোগিন হোয়কে বন বন ঢূঢ়োঁ
বাহি নগরমেঁ রৈহোঁ॥
মালপনা গল সেলী বনৈহোঁ
অংগ ভভূত কাঁগহোঁ।
কহৈঁ কবীর পিয় দ্বারে ঐহৈঁ
কেসর মাথ রংগৈহো॥

আমি তো সেই দিন বসন্তের উৎসব করিব, যে দিন প্রিয়তম উপস্থিত হইবেন আমার দ্বারে।

তিনিই বর্ণ তিনিই রঞ্জনকারী, সেই সুরঙেই ওড়্না আমার করিব সুরঞ্জিত।

যোগিনী হইয়া যে আমি বনে বনে বেড়াই অন্বেষণ করিয়া, সেই নগরেই আমি করিব বাস।

আমার তারুণ্যকে (ফকীরের) মালা করিয়া কণ্ঠে করিব ধারণ, অঙ্গে মাখিব ভস্ম।

কবীর কহেন, "যে দিন প্রিয়তম আমার আসিবেন দ্বারে, সে দিনই কেশরেরদ্বারা মস্তক করিব রঞ্জিত।

৩

সংসকিরিত ভাষা পঢ়ি লীন্‌হা
জ্ঞানী লোগ কহোরী।
আসা তৃস্নামেঁ বহি গয়ো সজনী।
কামকে তাপ সহোরী॥
মান মনীকী মটুকী সির পর
নাহক বোঝ মরোরী।
মটুকী পটক মিলো পীতমসে
সাহব কবীর কহোরী॥

আমি সংস্কৃত ভাষা শিখিয়া ফেলিয়াছি, আমাকে সকল লোক বলুক জ্ঞানী। হায় হায়, আশার তৃষ্ণায় যে বেড়াইতেছি ভাসিয়া ভাসিয়া, কামনার তাপ যে নিরন্ত করিতেছি সহ!

(হে কবীর,) মান অভিমানের বোঝা মাথার উপর বৃথা মরিলি টানিয়া !

কবীর কহেন, "ঠেলিয়া ফেলিয়া দাও সেই বোঝা, মিলিত হও প্রিয়তমের সঙ্গে, তাঁহাকে স্বামী বলিয়া করিয়া লও সম্বোধন।"

৪

সাধ সংগত পীতম
উহাঁ চল জাইয়ে।
ভাব ভক্তি উপদেস
তহাঁতে পাইয়ে॥
সংগত হি জরি জাব
না চরচা নামকী
দূলহ বিনা বরাত
কহো কিস কামকী॥
দুবিধাকো কর দূর
পীতমকো ধ্যাইয়ে।
আন দেবকী সেব
ন চিত্ত লগাইয়ে॥

আন দেবকী সেব
ভলী নহিঁ জীবকো।
কহৈঁ কবীর বিচার
ন পাবৈ পীবকো॥

যেখানে সাধুসঙ্গ, যেখানে প্রিয়তম, সেখানে যাও চলিয়া। তাব ভক্তি উপদেশ সব সেখান হইতে কর গ্রহণ।

জ্বলিয়া যাউক সেই সমস্ত, যেখানে নাই সেই নামের চর্চ্চা। আচ্ছা বল, বর ছাড়া বরযাত্রী, সে কিরূপ? দ্বিধাকে দূর করিয়া প্রিয়তমকে কর ধ্যান।

অন্য দেবতার সেবায় চিত্তকে লাগাইও না। অন্য দেবতার সেবায় জীবের নাই মঙ্গল।

কবীর বিচার করিয়া কহিতেছেন "প্রিয়তমকে তাহা হইলে যায় না পাওয়া।"

৫

দুবিধাকো করি দূর
পীবকো সেবয়ে।

কবীর উপদেশ

তেরী ভব সাগরমেঁ নাব

সুরতসূঁ খেবরে ॥

সুমির সুমির পীবনাম

চিরংজীব জীবরে ।

প্রীত সহত বিন মোল

ঘোল কর পীবরে ॥

চিত্তমেঁ নহিঁ প্রীত

সাঈঁকে হেতকা ।

প্রেম বিনা বেকাম

মটীলা খেতকা ॥

উঁচে বৈঠ কচহরী

ভাব চুকাবতে ।

তে মাটী মিলি গয়ে

নজর নহিঁ আবতে ॥

তূ মায়া ধনধাম

দেখ মত ভুলরে ।

দিনা চারকা রংগ

মিলেগা ধূলরে ॥

বার বার নর দেহ
নহিঁ মিলা সাঈঁ রে।
চেত সকে তো চেত
কহৈ কবীর রে॥

দ্বিধাকে দূর করিয়া প্রিয়তমের কর সেবা। ভবসাগরের মধ্যে তোমার নৌকাখানি, প্রেমের সহিত তুমি ধর পাড়ি।

স্মরণ কর, স্মরণ কর প্রিয়তমের নাম, শাশ্বত জীবনকে কর লাভ। প্রেমই অমূল্য মধু, ইহা গুলিয়া কর পান।

চিত্তে নাই প্রেম, স্বামীর জন্য নাই আকাঙ্ক্ষা। নিষ্ফল ক্ষেত্রের ন্যায় প্রেমবিনা তুমি ব্যর্থ।

বিচারাসনে উচ্চ হইয়া বসিয়া যাহারা ন্যায় বিধান করিতেন, তাঁহারাও আজ গিয়াছেন মাটিতে মিশিয়া, হইয়া গিয়াছেন নজরের বাহির।

তুমি মায়া, ধন, ধাম দেখিয়া ভুলিয়া যাইওনা। চারি দিনের এই রঙ্গ অবশেষে যাইবে ধূলায় মিলিয়া।

বার বার হইল নরদেহ, কিন্তু স্বামীর দেখা তো গেল না পাওয়া। কবীর কহিতেছেন, "যদি পার জাগিতে তো হও জাগ্রত।"

৬

জ্ঞান আরতী ইমরিত বাণী।
পূরণ ব্রহ্ম লেব পহিচানী॥
জিনকে হুকুম পবন ঔর পানী।
তিনকী গতি কোই বিরলে জানী॥
দৃষ্টি বিনা দুনিয়া বৌরাণী।
ভরম ভরম ভটকৈ নর থানী॥
গগন বাব গরজে অসমানা।
নিঃচৈ ধুজা পুরুষ কহরাণা॥
কহৈঁ কবীর সোই সংত সিয়ানা।
জিন নিজ পির সুরকো জানা॥

জ্ঞান আরতিতে (শ্রবণ কর) অমৃতবাণী ; পূর্ণ ব্রহ্মকে লও চিনিয়া। পবন এবং জল যাঁহার আজ্ঞা, তাঁহার রীতি কচিতই কেহ জানে।

সেই দৃষ্টি বিনা জগত হইয়া রহিয়াছে পাগল। ভ্রমে ভ্রমে গহ্বরে গহ্বরে মানুষ মরিতেছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।

গগনের বায়ু আকাশে করিতেছে গর্জ্জন ; স্ফুরিত হইতেছে স্বামীর নিশ্চয়-ধ্বজা।

কবীর কহেন, "সেই সাধকই তো চতুর, যিনি চিনিয়াছেন আপন প্রিয়তমের সুর।"

৭

জাকী জিভ্যা বংধ নহীঁ
হৃদয়া নাহীঁ সাঁচ।
তাকে সংগ ন লাগিয়ে
ঘালৈ বটিয়া মাঝ॥

যাহার জিহ্বা নহে সংযত, হৃদয়ে যাহার

নাই সত্তা, তাহার সহিত মিলিও না ; কারণ পথের মাঝে সে করে সর্ব্বনাশ।

৮

জো জানহু জীব অপনা
 করহু জীবকো সার।
জিয়রা ঐসা পাহুনা
 মিলৈ ন দূজী বার॥

আপন বলিয়া যদি জান জীবকে, তবে জীবকেলও সার করিয়া। জীবের মত অতিথি আর তো দ্বিতীয়বার মেলে না।

৯

জো জানহু জগ জীবনা
 জো জানহু সো জীব।
পানী পচাবহু আপনা
 তো পানী মাংগে ন পীব॥

জগতকে যদি জানিয়া থাক জীবন বলিয়া, তবে সেই জানার মত জীবন কর যাপন

(অর্থাৎ সেইরূপ জ্ঞানের মত জীবন কর নিয়মিত)।

আপনাকে যদি পরিণত করিয়া থাক জলে,
তবে আর পান করিতে চাহিবে না জল।

১০

পানী প্যাবত ক্যা ফিরো
ঘর ঘর সায়র বারি।
তৃষাবংত জো হোয়গা
পীবৈগা ঝখমারি॥

জল পান করাইয়া কি ফিরিতেছ? ঘরে ঘরে যে সাগরবারি! তৃষ্ণার্ত্ত যদি হয়, তবে দায় ঠেকিয়া করিবে (সেই জল) পান।

কবীর সাধনা

১

গুরুদেব বিন জীবকী কল্পনা না মিটৈ
গুরুদেব বিন জীবকা ভলা নাহী ।
গুরুদেব বিন জীবকা তিমর নাসৈ নহীঁ
সমঝ বিচার লে মনৈ মাহীঁ ॥
রাহি বারীক গুরুদেবতেঁ পাইয়ে
জনম অনেককী অটক খোলৈ ।
কহৈঁ কবীর গুরুদেব পূরন মিলৈ
জীব ঔর সিব তব এক তোলৈ ॥

গুরুদেব বিনা জীবের কল্পনা মিটিয়া যায় না, গুরুদেব বিনা জীবের কল্যাণ নাই। গুরুদেব বিনা জীবের অজ্ঞানতিমির নষ্ট হয় না, মনের মধ্যে এই কথা বেশ বুঝিয়া বিচার করিয়া দেখ।

তাঁহা হইতেই (সাধনার) সূক্ষ্ম পথের সন্ধান পাইলে, বহু জনমের বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়। কবীর কহেন, "পরিপূর্ণ গুরু যদি মিলে, তবে জীব আর শিব এক সমান হইয়া যায়।"

২

করৌ সতসংগ গুরুদেবকে চরণ গহি
জাসুকে দরশতেঁ ভর্ম ভাগৈ।
সীল ঔ সাঁচ সন্তোষ আবৈ দয়া
কালকী চোট ফির নাহিঁ লাগৈ॥
কালকে জালমেঁ সকল জীব বন্ধিয়া
বিন জ্ঞান গুরুদেব ঘট অন্ধিয়ারা।
কহৈঁ কবীর জম জন্ম আবৈ নহী
পরস পারস পদ হোয় ন্যারা॥

সেই গুরুদেবের চরণ (অন্তরে) গ্রহণ করিয়া সৎসঙ্গ কর, তাঁহার দর্শনেতেই সকল ভ্রম পলাইয়া যায়; শীল এবং সত্য, সন্তোষ ও

দয়া জাগ্রত হয়, মৃত্যুর আঘাত আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কালের বন্ধনের মধ্যে সকল জীবই বদ্ধ, গুরুদেবের জ্ঞান বিনা জীব অন্ধকার। কবীর কহেন, "তাঁহার চরণ পরশ-মণি। (যে সেই) পরশ পাইয়াছে, জন্ম মৃত্যু আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, (সে একেবারে জন্ম মৃত্যুর) অতীত ধামে গমন করে।

৩

ধীরে ধীরে পগ ধরো মুসাফির,
সাঁচী হৈ অধবনী।
মনমেঁ চিন্তা ক্যা করৈ বোরে,
না সাহেবসে বনী॥
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো,
অব না সমুঝ বড়ী।
যা ঘরসে অব যা ঘর জৈহো
লিখনী সূঝ পড়ী॥

সোপান অত্যন্ত দুর্গম, হে যাত্রী, ধীরে ধীরে রাখ পা। ওরে পাগল, কেন বৃথা মনে মনে করিতেছিস্ চিন্তা? স্বামীর সঙ্গে বুঝি তোর এখনও হয় নাই প্রেম? কবীর কহেন, "শোন ভাই সাধু, তোমার বুদ্ধি এখনও হয় নাই পরিণত, এই ঘরহইতে যখন সেই ঘরে হইবে উপনীত, তখন (সমস্ত বিশ্বে যে তাঁহার মহা পত্র লেখা আছে) সেই পত্র তোমার চক্ষে হইবে প্রকাশিত।

৪

চেত সবেরে চলনা বাট ॥
মন মালী তন বাগ লগায়া
চলত মুসাফিরকো রিঝায়া।
তন সরায়মেঁ মন সুস্তায়া
অব চলো সাহব দরবার ॥

প্রত্যূষেই জাগ্রত হও, পথ হইবে চলিতে। মনমালী এই তনু-উদ্যানকে সাজাইয়াছে,

চলন্ত পান্থকে (এই উদ্যানে বিশ্রাম করাইয়া) সে করিল তৃপ্ত। তনু-উদ্যানে মন বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, এখন যাই চল প্রভুর দরবারে।

৫

মেরা দিল সাহিবসে রাজী।
বেদ পঢ়ংন্তে পংডিত ভূলে
কতেব পঢ়ংতে কাজী॥
সার শব্দসোঁ সুরত লগাঈ,
ভয়া সবসে রাজী।
কহৈ কবীর সুনো ভাঈ সাধো
সতগুরু নৌবত বাজী॥

আমার চিত্ত স্বামীর সঙ্গে রাজী। পণ্ডিত আছেন বেদপাঠের মধ্যে ভুলিয়া। কাজী আছেন কোরানপাঠের মধ্যে ভুলিয়া।

আমি সার (সত্য) রাগিণীর সহিত প্রেমকে মিলাইয়াছি, এখন সকলের সাথেই আমি রাজী, (সকলেরই আমি অনুগামী এবং সর্ব্বত্রই

আমার আনন্দ)। কবীর কহেন, শোনো ভাই, সাধু, সত্যপুরে নহবত উঠিয়াছে বাজিয়া।"

৬

তোর হীরা হিরাইল্‌বা কিঁচড়মেঁ ॥
কোই ঢুঁঢ়ৈ পূরব কোঈ ঢুঁঢ়ৈ পশ্চিম,
কোঈ ঢুঁঢ়ৈ পানী পথরেমেঁ।
দাস কবীর য়ে হীরাকো পরখৈঁ
বাঁধ লিহলৈঁ জীয়রাকে অচরেমেঁ ॥

তোর রতন কাদার মধ্যে গিয়াছে হারাইয়া। কেহ খুঁজিতেছে পূর্ব্বদিকে, কেহ খুঁজিতেছে পশ্চিমদিকে, কেহ খুঁজিতেছে জলে, কেহ খুঁজিতেছে পাথরের মধ্যে।

দাস কবীর সেই রতন পরখ করিয়া জীবনের অঞ্চলে তাহাকে লইয়াছে বাঁধিয়া!

৭

আয়ো দিন গৌনেকৈ হো,
মন হোত হুলাস।

ডোলিয়া উতারৈ বাজা বনবাঁ হো,
কই কোই ন হমার।
পইয়াঁ তোরী লাগী কহরবা হো,
ডোলী ধর ছিন বার।
মিল লেব সখিয়া সহেলর হো,
মিলোঁ কুল পরিবার॥
দাস কবীর গাবৈঁ নিরগুন হো
সাধো করিলে বিচার।
নরম গরম সোদা করিলে হো,
আগে হাট ন বজার॥

দিন আসিতেছে প্রিয়তমের গৃহে যাইবার, মন আমার উঠিতেছে উল্লসিত হইয়া।

[কিন্তু এ ভাব তো রহিল না। হঠাৎ যখন তাঁহার বাহক আসিয়া আমাকে বহন করিয়া লইয়া চলিল, তখন ভয়ে বিহ্বল হইলাম।] (তাঁহার বাহকেরা) শিবিকা আমার নামাইল বিজন অরণ্যের মধ্যে, যেখানে আমার কেহই নাই।

"ওগো বাহক, তোর পায়ে ধরি, একটু ক্ষণ কর বিলম্ব। আমি (একটিবার) সখি সঙ্গিনীদের সঙ্গে দেখা করিয়া আসি; কুল পরিবারের সঙ্গে (একটু) সাক্ষাৎ করিয়া আসি।"

দাস কবীর এই নির্গুণ সঙ্গীত গাহিতেছেন "ওগো সাধু, বুঝিয়া দেখ, ভাল মন্দ যাহাকিছু কিনিবার বেচিবার এখনই শেষ করিয়া ফেল, সম্মুখে নাই হাট নাই বাজার।"

৮

ভজু মন জীবন নাম সবেরা॥

সুন্দর দেহ দেখ জিন ভূলো,

সফল হোত মিয়াঁ করত বসেরা।

য়া নগরীমেঁ রহন ন পৈহো

কোই রহি জায় ন দুক্‌খ ঘনেরা।

কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো

ঐসন জনম ন পৈহো ফেরা॥

হে মন জীবন (ব্রহ্ম) নাম এই প্রভাত কালে কর ভজন। এই সুন্দর দেহ

দেখিয়া যাইও না ভুলিয়া, যদি স্বামী ইহাতে করিতেন বাস, তবেই ইহা হইত সফল।

এই নগরে তো (বেশী দিন) থাকিতে পাইবে না। এখানে দুঃখ সমূহের মধ্যে কেহ বাস করিতেও পারে না।

কবীর কহেন, "শোনো ভাই সাধু, এমন জন্ম আর পাইবে না ফিরিয়া (জন্ম সফল করিয়া লও)।"

৯

কা নর সোবত মোহনিসামেঁ
জাগত নাহিঁ কূচ নিয়রানা।
হোত পুকার নগর কসবেমেঁ
মুসাফির সভৈ অকুলানা।
পূরণ ব্রহ্মকী হোত তয়ারী
অন্ত ভুবন বিচ প্রাণ লুকানা।
প্রেম নগরিয়ামেঁ হাট লগতু হৈ
জনম জনমকে প্যাস বুঝানা॥

হে নর, কেন আছ মোহ নিদ্রায় শুইয়া ? যাত্রা করিবার হইয়াছে সময় আসন্ন, এখনও জাগিতেছ না ? সমস্ত নগরে জাগণের আসিয়াছে আহ্বান, সকল যাত্রী উঠিয়াছে ব্যাকুল হইয়া।

পূর্ণ ব্রহ্মের যাত্রার চলিয়াছে আয়োজন। এই জগতের অন্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে প্রাণ। প্রেমের নগরে কি হাটই বসিয়াছে! তৃপ্ত হইয়া গেল জনম জনমের পিপাসা।

১০

অরে দিল,

প্রেম নগরকা অন্ত ন পায়া।

জ্যোঁ আয়া ত্যোঁ জাবৈগা॥

সুন মেরে সাজন সুন মেরে মীতা।

য়া জীবনমেঁ ক্যা ক্যা কীতা।

সির পাহনকা বোঝা লীতা।

আগৈ কৌন ছুড়াবেগা॥

পরলী পার মেরা মীতা খড়িয়া ।
উস মিলনেকা ধ্যান ন ধরিয়া ।
টূটী নাব উপর জা বৈঠা ।
গাফিল গোতা খাবৈগা ॥
দাস কবীর কহৈ সমুঝাঈ ।
অন্তকাল তেরো কৌন সহাঈ ।
চলা অকেলা সংগ ন কাঈ ।
কিয়া অপনা পাবৈগা ॥

ওরে চিত্ত, এই প্রেমনগরের মরম না জানিলি! যেমন আসিয়াছিস্, তেমনি যাইবি চলিয়া ?

শোনো মোর স্বজন, শোনো মোর মিতা, এই জীবনে তুমি করিয়াছ কি কি ? মাথায় লইয়াছ পাষাণের বোঝা, পরে ইহা হইতে কে করিবে তোমাকে মুক্ত ? ঐ তীরে আমার বন্ধু দাঁড়াইয়া, তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য না করিলি কোন চিন্তা ? নৌকা ভাঙিয়াছে বলিয়া গিয়া বসিলি উপরে ? বসিয়া

বসিয়া থাইবি ব্যর্থ ঢেউ? দাস কবীর বুঝাইয়া কহিতেছেন, "অন্তকালে তোর সহায় হইবে কে? একলা চলিলি, সঙ্গী তো কেহ নাই, আপন কর্ম্মের ফলই পাইবি।"

১১

ঘড়া জ্যোঁ নীরকা ফূটা।
পত্র জ্যোঁ ডারসে টূটা॥
বিন প্যার আপা অভিমানী
সব নর জান জিংদগানী॥

তলায় ফুটা জলকুম্ভের যে অবস্থা, শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন পত্রের যে অবস্থা, প্রেম হইতে বিমুখ অহং-অভিমানী জীবনের ঠিক সেই অবস্থা। হে সকল মানব, ইহা জানিয়া লও।

১২

দিন দস নৈহরবা খেললে,
নিজ সাস্থর জানা হো॥

গংগ-জমুন বিচ রেওয়া
তহঁ বাগ লগায়া হো।
কচ্চী কলী ইক তোড়কে
মলিয়া পছতায়া হো॥

বাপের ঘরে দিন দশেক খেলিয়া লও; ওগো, আপন স্বামীর ঘরে তোমাকে যাইতেই হইবে।

গঙ্গা ও যমুনার (জ্ঞান ও প্রেম) মধ্যে যে দ্বীপ, সেইখানে বাগান হইয়াছে লাগান, (সেই উদ্যানের মধ্যে) একটি মাত্র মুকুল, তাহা অপরিস্ফুট অবস্থায় ভাঙ্গিয়া, মালী বেচারা অনুতাপে গেল দগ্ধ হইয়া।

১৩

জো তু পিয়কী লাড়লী
অপনা করলে রী।
খণ্ডন কল্পনা মেটকে
চরনন চিত দে রী॥

পিয়কৌ মারগ কঠিন হৈ
খাঁড়েকী ধারা।
ডিগমিগৈ তৌ গিরি পড়ৈ
নহি উতরৈ পারা॥

পিয়কৌ মারগ স্নগম হৈ
তেরো চ'ল অনেড়া।
নাচ ন জানৈ বাবরী
কহৈ আঙ্গন টেঢ়া॥

জো তূ নাচন নিকসী
তো ঘূংঘট কৈসা।
ঘূংঘটকা পট খোল দে
মত কর অন্দেসা॥

চঞ্চল মন ইত উত ফিরৈ
পরিবর্ত্ত জনাবৈ।
সেবা লাগী আনকী
পিয় কৈসে পাবৈ॥

পিয় খোজত ব্রহ্মা থকে
সুর নর মুনি দেবা

কহৈ কবীর বিচার কে
কর পীতমকী সেবা ॥

তুমি যদি প্রিয়তমের সোহাগিণী, তবে তাঁহাকে করিয়া লও আপনার। সমস্ত খণ্ডতা সমস্ত কল্পনা মিটাইয়া তাঁহার চরণে চিত্ত কর সমর্পণ।

প্রিয়তমের (কাছে যাইবার) পথ অতিশয় কঠিন, শাণিত খড়্গের ন্যায় তীক্ষ্ণ সেই পথ। শিথিলভাবে পদ বিক্ষেপ করিলেই চরণ হইবে স্খলিত, পথ আর যাইবে না পার হওয়া।

প্রিয়তমের পথ অতি সুগম, তোরই চলন কুৎসিত। ওরে মূঢ়া, তুই জানিস না নাচিতে, আর অঙ্গন বলিস—বাঁকা।

নৃত্য করিতেই যদি হইলি বাহির, তবে কেন আর অবগুণ্ঠন? খুলিয়া ফেল্ অবগুণ্ঠনাবরণ, করিস্ না বৃথা চিন্তা।

(তোর) চঞ্চল মন ফিরিতেছে এদিকে

ওদিকে, আর প্রমাণ দিতেছে চঞ্চলতার। (তোর চঞ্চল মন) সেবিতেছে অন্যকে, স্বামীকে পাইবি তবে কেমন করিয়া ?

প্রিয়তমকে অন্বেষণ করিতে করিতে ব্রহ্মা, সুর, নর, মুনি, দেবতা সকলেই হইয়া গিয়াছেন ক্লান্ত। কবীর বিচার করিয়া কহিতেছেন, "(একমাত্র) প্রিয়তমকেই কর সেবা।"

১৪

তেরো কো হৈ রোকনহার
মগনসে আব চলী ॥
লোক লাজ কুলকী মর্জাদা
সিরসে ডার অলী ।
পটক্যো ভার মোহ খগুকা
নিরভয় রাহ গহী ।
কাম ক্রোধ হংকার কল্পনা
দূরমন্ত দূর করী ।
মান অপমান দোউ ধর পটুক্যো
হোই নিঃশঙ্ক রলী ॥

পাঁচ পচীস করে বস অপনে
আঁখ মহাজ্ঞান ভরী।৮

অগলবগলকো হঁস হঁস দেখী
সনমুখ ডগর ধরী॥

দয়া ধর্ম্ম হিরদে ধর রাখ্যৌ
পর উপকার বড়ী।

দয়া সরূপ সকল জীবন পর
জ্ঞান গুমান ভরী॥

ছিমা শীল সন্তোষ ধীর ধর
কর সিংগার খড়ী।

ভঈ হুলাস মিলী জব পিয়কো
জগত পসার চলী॥

দীপক জ্ঞান লিয়ে কর অপনে
নিরখ পুরুষ ভঈ মোদ ভরী।

দেখ পিয়কো রূপ মগন ভঈ
নিরখ পীঠ পর ধায় চঢ়ী।

করত বিলাস পিয়া অপনে সংগ
দেহ প্রাণ পর প্রেম ভরী॥

সুখ সাগরসে বিলসন লাগী
বিছুরে পিয় ধন মিলি জোগঈ।
কহৈঁ কবীর মিলী জব পিয়তেঁ
জম জন্মকো অমব ভঈ ॥

কে আছে তোমাকে বাধা দিবার? পরমানন্দে তুমি আইস অগ্রসর হইয়া। ফেলিয়া দাও মাথা হইতে লোকলজ্জা কুলের মর্য্যাদা, যাহা মাথায় আছে উচ্চ হইয়া।

মোহের ভার খণ্ডতার ভার যে মাথার উপর (কলসীর ন্যায়) চাপিয়া রহিয়াছে, তাহা ঠেলিয়া দিয়াছি ফেলিয়া। অভয় পথে করিয়াছি যাত্রা। কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, কল্পনা (অসত্য, খণ্ডিত তত্ত্ব) দুর্ম্মতি দূরে করিয়াছি নিক্ষেপ। মান অপমান এই দুইটাকেই দূরে দিয়াছি ফেলিয়া। অন্তরের সহিত হইয়াছি যুক্ত। পঞ্চ তত্ত্ব, পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে আপনার অধীন করিয়া মহাজ্ঞানের দ্বারা নয়নকে করিয়াছি পূর্ণ।

(এই সংসার পথের) এপাশ ওপাশ হাসিতে হাসিতে দেখিতেছি, আর সম্মুখ পথে হইতেছি অগ্রসর।

দয়া ধর্ম্মকে হৃদয়ে করিয়াছি ধারণ। পরোপকারকে জীবনের করিয়াছি শ্রেষ্ঠ ব্রত, সকল জীবের প্রতি পরিপূর্ণ দয়া হইয়াছে উৎপন্ন। জ্ঞানের দ্বারা সকল সংশয়কে করিয়াছি পরিপূর্ণ।

ক্ষমা, শীল, সন্তোষ, ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আপনার নেপথ্য রচনা করিয়াছি সম্পূর্ণ। প্রিয়তমের সহিত যখন মিলিত হইলাম তখন কী আনন্দই হইল! তখন সমস্ত জগতে (আপনাকে) চলিলাম প্রসারিত করিয়া।*

জ্ঞানের দীপ আপন করে লইয়া স্বামীকে দেখিয়া আনন্দে হইলাম পরিপূর্ণ।

* অথবা—সমস্ত জগৎকে প্রসারিত করিয়া চলিলাম।

প্রিয়তমের রূপ দেখিয়া আমি আনন্দে হইলাম পরিপূর্ণ। তাঁহার রূপ নিরীক্ষণ করিয়া ধাবিত হইয়া বসিলাম তাঁহার সিংহাসনের উপর, এবং আপন প্রিয়তমের সঙ্গে বিলাস (প্রেমলীলা করিতে করিতে দেহ-প্রাণ প্রেমে করিলাম পূর্ণ। বিরহিনী নারী যখন বিরহী প্রিয়তমের সঙ্গে গেল মিলিয়া, তখন আনন্দসাগরে চলিতে লাগিল বিলাস। কবীর কহেন, "প্রিয়তমের সঙ্গে যখন হইল মিলন, তখন মরণে জনমে হইলাম অমর।"

১৫

মৈঁ দেখা তোরী নগরী অজব জোগিয়া ॥
জোগিকৈ মঢ়ৈয়া অজব অনূপ।
উল্টী নীম দঙ্গৈ মহবূব ॥
জট বিন লট বিংন অংগ ন ভভূত।
লখ ন পড়ৈ জোগী ঐসো অবধূত ॥

জোগিয়াকী নগরী রহৌ মত কোয় ।
জো রে বসৈ সো জোগিয়া হোয় ।
কহৈঁ কবীর জোগী বরনো ন জায় ।
জহঁ দেখো প্রেমঘন পতিয়ায় ॥

হে অপূর্ব্ব যোগী, আমি তোমার ধাম করিতেছি দর্শন ।

অপূর্ব্ব, অনুপম সেই যোগীর কুটীর (মন্দির)। প্রিয়তম সেখানে বিপরীত করিয়া দিয়াছেন নিয়ম ।

(সেই যোগীর) না আছে জটা, না আছে জুট, না আছে অঙ্গে বিভূতি। এমন সে অব্যক্ত, যে তাহার রূপও হয় না দৃষ্ট ।

সেই যোগীর ধামে কেহ করিও না বাস। ওরে, যে করে সেখানে বাস, সেও হইয়া যায় যোগী ।

কবীর কহেন "সেই যোগীর কি করা যায় বর্ণনা? যেখানে করি নেত্রপাত, সেখানেই দেখি সেই প্রেমঘন রূপ।"

১৬

চুনরিয়া পচরংগ হমৈঁ ন সুহায় ॥
পাঁচ রংগকৈ হমরী চুনরিয়া,
প্রেম বিনা রংগ ফাক দিখায় ॥
য়হ চুনরী মোরে মৈকেসে আঈ
অপনে পিয়াসে লেব বদলায় ।
তোরী চুনর পর সাহব রীঝে
জম দহিজরবা ফির ফির জায় ॥
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো ।
কো অব আবৈ কো ঘর জায় ॥

(বিষয় বাসনা হেতুক) পাঁচ রঙ্গা চাদর আমাকে মানায় না, আর ভালও লাগে না।

পাঁচ বর্ণে আমার চাদর রঞ্জিত, কিন্তু প্রেমের বর্ণে রঞ্জিত না হওয়ায় খুলিল না ইহার রঙ্গ। এই চাদর আমার বাপের ঘরে পাইয়াছি, প্রিয়তমের সঙ্গে এখন ইহা লইব বদলাইয়া।

তোমার এই উত্তরীয় দেখিয়াই তোমার স্বামী পরিতৃপ্ত। হতভাগ্য মৃত্যু (তোমার দ্বার হইতে) পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। কবীর কহেন "শোনো ভাই সাধু, এখন কেবা (বাহিরে) আসে, আর কেবা ঘরে যায়?"

১৭

কৌন রংগরেজবা রংগৈ মোরী চুঁদরী ॥
পাঁচ তত্তকৈ বনী চুঁদরিয়া,
চুঁদরী পহিরকে লাগৈ বড়ী সুন্দরী ॥
সোরহো সিংগার বত্তীসো অভরন।
পিয় পিয় রটত পিয়া সংগ ঘুমরা ॥
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো।
বিন সন্তসংগ কৌন বিধি সুধরী ॥

কোন রঙ্গরেজ (বর্ণকর) আমার উত্তরীয় খানা (এমন করিয়া) রঙ্গাইল? পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা এই উত্তরীয় খানি নির্ম্মিত, ইহা পরিধান করিলে আমাকে বড়ই সুন্দরী দেখায়।

ষোল প্রকার নেপথ্য বিধানে অলঙ্কৃত হইয়া, বত্রিশ প্রকার আভরণে সজ্জিত হইয়া, "প্রিয় প্রিয়" বলিতে বলিতে প্রিয়তমের সঙ্গে আমি করিতেছি প্রেম ক্রীড়া। কবীর কহেন, "শোনো ভাই সাধু, সত্যের সঙ্গ বিনা কেমন করিয়া আমি শোধরাইব (সুধারা প্রাপ্ত হইব)?"

১৮

কৈসে হোরী খেলোঁ পিয়া সংগ
দুবিধা রার মচায় রহীরে।
তীনো তাল মৃদঙ্গ বজাবৈ
মৈঁ মৈঁ রাগিনী ছায় রহীরে॥
নাচত লাজ কর্ম্মকে আগে
সংসা ভার বজায় রহীরে।
আশা কটোরা মদ বিষ ভরি ভরি
তৃষ্ণা মনকো ছকায় রহীরে॥
দাস কবীর কহৈঁ কর জোরী
হমরী তো ঐসিহী বীত গঈরে॥

প্রিয়তমের সঙ্গে কেমন করিয়া হোরী খেলিব? সংশয় সেই মিলন সভার মধ্যে বাধাইয়া তুলিয়াছে কলহ। উচ্চ নীচ মধ্যম সব তালেই মৃদঙ্গ "মৈঁ মৈঁ" (আমি, আমি) সুরের দ্বারা (সেই মিলনসভাকে) করিতেছে আচ্ছন্ন।

কর্ম্মকে পশ্চাতে রাখিয়া লজ্জা তাহার সম্মুখে করিতেছে নৃত্য।

সংশয় ভাব বাজাইতেছে সেই নৃত্যের তাল, অহমিকার পাত্রে মদবিষ ভরিয়া ভরিয়া পিপাসা মনকে করিতেছে প্রবঞ্চিত। দাস কবীর করযোড়ে কহিতেছেন "আমার তো এমন করিয়াই (জনম) গেল বহিয়া।"

১৯

মন তোহিঁ নাচ নচাবৈ মায়া ॥
আসা ডোরী লগায় গলে বিচ
নট জিসি কপিহি নচায়া।

নাচত সীস ফিরৈ সবহীসে
পরম সুরত বিসরায়া ॥
কাম হেতু তুম নিস দিন নাচের
কা তুম ভরম ভুলায়া।
প্রেম হেতু তুম কবহু ন নাচের
জো অসল হৈ তুম ছায়া ॥
ধ্রু প্রহলাদ অচল ভয়ে জাসে
ভরমী অচল পদ পায়া।
অজহুঁ চেত হেত কর পিউসোঁ
হে রে নিলজ বেহায়া ॥
সুখ সম্পতি সাজ বড়াঈ
লিখ তেরে সাথ পঠায়া।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো
সম্পদসে পদহি ছিপায়া ॥

হে মন, মায়া তোমাকে বেড়াইতেছে নাচাইয়া। বাজীকর যেমন বানর নাচায়, তোমার গলায় তেমন আশার রজ্জু বাঁধিয়া বেড়াইতেছে নাচাইয়া।

সকলের কাছেই মস্তক প্রণত করিয়া বেড়াইতেছ নাচিয়া। যিনি পরম, যিনি প্রেম-রূপ, (তাঁহাকেই) গিয়াছ ভুলিয়া! কামের জন্য তুমি নিশিদিন নাচিতেছ, কোন্ ভ্রমে আছ তুমি ভুলিয়া!

সেই প্রেমের জন্য তুমি একদিনও নাচিলে না, যিনি আসল এবং তুমি যাঁর ছায়া।

ধ্রুব প্রহ্লাদ অচল পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন যাঁহার কৃপায়, বিভ্রান্ত অচল ধামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন যাঁহা হইতে, ওরে নির্লজ্জ, ওরে বেহায়া, এখনও সচেতন হইয়া তুই সেই প্রিয়তমেরই সঙ্গে করিয়া নে প্রেম।

তিনিই সুখ সম্পত্তি সাজ সজ্জা ও শ্রেষ্ঠত্ব লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তোমার সঙ্গে। কবীর কহেন, "শোন ভাই সাধু. এই সকল সম্পদের মধ্যে (সেই পরম) পদ রাখিয়াছেন প্রচ্ছন্ন।"

কবীর তত্ত্ব

১

তূ সুরত নৈন নিহার

যহ অণ্ডমেঁ সারা হৈ।

তূ হিরদে সোচ বিচার

য়হ দেস হমারা হৈ ॥

সতগুরু দরস হোয় জব ভাঈ

বহ দৈ তুমকো প্রেম চিতাঈ।

সুরত নিরতকে ভেদ বতাঈ

তব দেখে অণ্ডকে পারা হৈ ॥

সকল জগতমেঁ সতকা নগরী

চিত ভুলাবে বাঁকী ডগরী।

সো পঁহুচে চালে বিন পগরী

ঐসা খেল অপারাহৈ ॥

লীলা সুকৃথ অনন্ত বঁহাকী

জহঁ রাস বিলাস অপারা হৈ।

গহন তজন ছুটে রহ পাঈ
　　ফির নহিঁ পানা সতানা হৈ ॥
পদনিরবান হৈ অনন্ত অপারা
　　সুরতি মুরতি লোক পসারা।
সত্তপুরুষ নূতন তনধারা
　　সাহিব সকল রূপ সারা হৈ ॥
বাগবগীচে খিলী ফুলবারী
　　অমৃত লহরে হো রহিঁ জারী।
হংসা কেল করত তঁহ ভারী
　　জহঁ অনহদ ঘুরৈ অপারা হৈ ॥
তামধ অধর সিংঘাসন গাজৈ
　　পুরুষ মহা তঁহ অধিক বিরাজৈ
কোটিন সূর রোম ইক লাজৈ
　　ঐসা পুরুষ দীদারা হৈ ॥
পহু বীনা সতরাগ উচারৈঁ
　　জো বেধত হিয়ে মঁঝারা হৈ।
জম জমকা অমৃতধারা
　　জহঁ অধর অমৃতফুহারা হৈ ॥

সতসে সত্ত সুন্ন কহলাঈ
৮ সত্ত ভণ্ডার মাহীকে মাহীঁ।
নিঃতত রচনা তাহি রচাঈ
জো সবহিনতেঁ ন্যারা হৈ॥
অহদ লোক বঁহা হৈ ভাঈ
পুরুষ অনামী অকহ কহাঈ।
জো পঁহুচে জানেংগে বাহী
কহন সুননতে ন্যারা হৈ॥
রূপ সরূপ কছু বহঁ নাহীঁ
ঠৌর ঠাবঁ কছু দীসৈ নাহীঁ।
অরজ তূল কুছ দৃষ্টি ন আঈ
কৈসে কহুঁ সুমারা হৈ॥
জাপর কিরপা করিহৈঁ সাঈঁ
অহদ মারগ পাবৈ তাহী।
উল্টো পরলয় পারত নাহীঁ
জব পাবৈ দীদারা হো॥
কহৈঁ কবীর মুখ কহা ন জাঈ
না কাগদ পর অংক চঢ়াঈ।

মানো গূংগে সম গুড় খাঈ
কৈসে বচন উচারা হো ॥

হে মন, প্রেমের নেত্রে দেখ চাহিয়া, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ, তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে করিয়া রহিয়াছেন ব্যাপ্ত। অন্তরে তুমি বুঝিয়া বিচার করিয়া দেখ, এই জগৎ আমার জগৎ।

সেই সত্য গুরুর সঙ্গে যখন হইবে দেখা, তখন তিনি তোমার প্রেমকে করিয়া দিবেন জাগ্রত। তিনি যখন প্রেম ও বৈরাগ্যের রহস্য দিবেন বুঝাইয়া, তখন বুঝিবে যে তিনি বিশ্বের অতীত।

সকল জগৎ সেই সত্যের ধাম, সেই (বিশ্ব জগতের) বঙ্কিম শোভন পথগুলি মুগ্ধ করিয়া ফেলে চিত্তকে। যে সেই সৌন্দর্য্য যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে, সে একটুও পথ না চলিয়াই উপনীত হয় তাহার গন্তব্য ধামে; এমনি তাঁহার অপার আনন্দের খেলা।

সেথানে রসলীলায় অনন্ত আনন্দ, যেথানে অপার রাস-বিলাস-লীলা (সকল রস সুমধুর ছন্দে হাত ধরাধরি করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিয়া ঘুরিতেছে)। ইহা পাইলে সমস্ত "পাওয়ার" ও সমস্ত "ত্যাগ করার" অবসান হয়—"পাওয়া" আর কথনও জীবনকে করে না সন্তপ্ত।

তিনি নির্ব্বাণ পদ, তিনি অনন্ত অপার, তিনিই আপনার সুরতিতে (আনন্দে) মুরতি লোক (আপনার মধ্য হইতে) প্রসারিত করিতেছেন। সেই সত্য পুরুষ হইতে নিত্য নব নব তনু ধারা হইতেছে নিঃসৃত। সেই স্বামী সকলরূপে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া প্রাণ হইয়া আছেন সকলরূপের। সকল উদ্যান, সকল উপবন, সকল মালঞ্চ হইয়া যাইতেছে পুষ্পে পুষ্পে পুষ্পময়; আর অমৃত-লহরীমালা হইতেছে প্রতিভাত। হংস (জীবাত্মা) সেথানে অতি বিরাট খেলায়

হইয়া গিয়াছে মগ্ন। অসীম সেইখানে অপার রাগিনীতে উঠিয়াছে বাজিয়া।

তাহার মধ্যে অনন্তের সিংহাসন বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্যমান, সেইখানে সেই মহাপুরুষ কি অপূর্ব্ব ভাবে বিরাজমান। অপূর্ব্ব প্রেমস্বরূপ আমার স্বামী, কোটি কোটি সূর্য্য তাঁহার এক এক রোমের দীপ্তিতে হইয়া যায় নিষ্প্রভ।

পন্থ-বীণায়* কী সত্য রাগিনী হইয়া উঠিতেছে ঝঙ্কৃত, সেই সুর হৃদয়ের মধ্যে হইয়া যাইতেছে বিদ্ধ। সেখানে জনম মরণের

---

* ব্রহ্ম সাধনের এক একটি পথ যেন এক মহা-ব্রহ্ম-বীণার এক একটি তন্ত্রী। সকল তন্ত্রীর নানাবিধ সুরে যেন এক মহা-ব্রহ্মরাগিনী ঝঙ্কৃত হইতেছে। অথবা প্রত্যেক চরণ পাতে পাতে সুখদুঃখের নানাবিধ ঝঙ্কারে পথ বীণাটি অতি নিবিড় মধুর সুরে সুরে উঠিতেছে বাজিয়া বাজিয়া।

অমৃতধারা হইয়া উঠিতেছে উচ্ছ্বসিত। অনন্তের অমৃত উৎস সেথানে হইয়া উঠিতেছে উৎসারিত।

সকল সত্যের যাহা সত্য, সকলে তাহাকে জানে শূন্য বলিয়া, অথচ সত্যের ভাণ্ডার নিহিত তাহারি মধ্যে। সকল তত্ত্বের অতীত রচনা সেথানে নিত্য হইতেছে রচিত, তিনি যে সকল তত্ত্বের অতীত। সেইথানে অসীম লোক, সেথানে আমার স্বামী, তাঁহার নাম কি যায় বলা? এ এক অবর্ণনীয় কাহিনী! যিনি সেথানে পৌঁছিয়াছেন তিনিই এই তত্ত্ব জানেন, ইহা বচনের ও শ্রবণের অতীত। রূপ স্বরূপ নাই সেথানে কিছুই, কায়া আয়তন কিছুই সেথানে যায় না দেথা, দৈর্ঘ্য প্রস্থ কিছুই নয়নে যায় না দেথিতে পাওয়া, কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিব তাহার পরিমাণ?

স্বামী যাহার উপর কৃপা করিবেন, অসীমের পথকে সেই হইবে প্রাপ্ত। সেই পরম সুন্দরকে

পাইলে আর জন্ম মৃত্যুদ্বারা হইবে না সে ব্যথিত।

কবীর কহেন, "ইহা নহে মুখে কহিয়া বুঝাইবার, নহে লেখায় প্রকাশ করিবার। বোবা যেন খাইয়াছে মিষ্ট। বাক্যে কেমন করিয়া সে সেই মাধুর্য্যকে বলিবে প্রকাশ করিয়া ?

২

বেদ্ কহে সরগুণকে আগে
নিরগুনকা বিসরাম।
সরগুন নিরগুন তজহু সোহাগিন
দেখ সবহি নিজধাম॥
সুখ দুখ বঁহা কছু নহিঁ ব্যাপৈ
দরসন আঠৌ জাম।
নূরৈ ওঢ়ন নূরৈ আসন
নূরৈকা সিরহান॥
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
সতগুর নূর তমাম॥

'বেদ কহেন সগুণের পারে স্তব্ধ হইয়া আছেন নির্গুণ। 'ওগো সোহাগিনী, সগুণ নির্গুণ প্রভৃতি বিচার কর ত্যাগ। সমস্তই তুমি দেখ আপনার ধাম। সুখ দুঃখ সেখানে কিছুমাত্র পারে না ব্যাপিতে। দিবারাত্রি সেখানে ব্রহ্ম দরশন। জ্যোতিই বসন, জ্যোতিই আসন, জ্যোতিরই মধ্যে মাথা রাখা। কবীর কহেন, "হে ভাই সাধু, সৎগুরু আগাগোড়া জ্যোতির্ময়।"

৩

অজর অমর জহঁ জরামরণ নহিঁ
পহুচেঁ প্রেমী সুয়ানা।
রাগ নিরখ পরখ ছবি ঝলকৈ
আনন্দকা মূল ঠিকানা।
ছন্দৈ ছন্দ প্রগট ভয়ে বাহর
কহি গয়ে বেদ পুরাণা।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো
ছন্দমেঁ সুরত সমানা॥

অজর অমর ধাম, যেখানে নাই জরা মরণ—প্রেমিক সুজন পৌঁছে সেই ধামে।

সেই রাগিণী দেখিয়া স্পর্শ করিয়া রূপ উঠে ঝলকিত হইয়া; তিনি আনন্দের মূল ঠিকানা।

ছন্দে ছন্দেই সেই রাগিণী বাহিরে হইয়াছে প্রকাশিত; বেদ পুরাণ ইহা গিয়াছেন কহিয়া। কবীর কহেন, "হে ভাই সাধু, সেই ছন্দের মধ্যে প্রেম সমাহিত।"

৪

দূর গবন তেরো হংসা হো
ঘর অগম অপার॥
নহিঁ রহঁ কায়া নহিঁ রহঁ মায়া
নহিঁ রহঁ ত্রিগুণ পসার।
চার বরণ উহ রাঁ হৈ নাহী
না হৈ কুল ব্যোহার॥
নৌ ছঃ চৌদহ বিদ্যা নাহিঁ
নহিঁ রঁহ ভেদ বিচার।

তপ জপ সংজম তীরথ নাহীঁ
নাহীঁ নেম অচার ॥
পাঁচ তত্ত নহি উৎপত্তি ভইলে
সো পরলম্বকে পার ।
তীন দেব না তেঁতীস কোটী
নাহিঁ দসো অবতার ॥
পুরুষ রূপ কহঁা বরনৌঁ মহিমা
তিন গতি অপরম্পার ।
কোটি ভানুকী সোভা জিন্‌হ্‌কে
ইক ইক রোম উজার ॥
ছর অচ্ছর দূনোঁসে ন্যারা
সোঙ্গ নাম হমার ।
অমৃতবাণী লেইকে আয়ো
মিরতু লোক মংঝার ॥
সকল জগকে তুম সব হংসা
গহিলো শব্দ হমার ।
দাস কবীরা কস ছিপাবৈঁ
সবকো কহত পুকার ॥

হে হংস (জীব বা সাধক), বহুদুর হইবে তোমাকে যাইতে, অগম্য অপার তোমার ধাম। সেখানে না আছে কায়া, না আছে মায়া, না আছে ত্রিগুণের পসার। চারিবর্ণ সেখানে নাই, কুল ব্যবহার সেখানে কোথায় ?

নববিধ বিস্তা, ষড়্‌বিস্তা, চৌদ্দ বিস্তা সেখানে নাই ; বেদ বিচার সেখানে নাই। তপ জপ সংযম তীর্থ সেখানে নাই, নিয়ম আচার সেখানে নাই। সেই প্রলয়ের পারে পঞ্চতত্ত্বের উদয়ই হয় নাই। তিন দেব, ত্রিশ কোটি দেব, এবং দশ অবতার কিছুই সেখানে নাই।

যিনি স্বামী তাঁহার রূপ কেমন করিয়া করিব বর্ণনা ? অপরম্পার তাঁহার মহিমার গতি, যাঁহার এক এক রোমের উজ্জ্বলতায় কোটি ভানুর দীপ্ত প্রভা।

সান্ত ও অনন্ত এই উভয়েরই অতীত আমার নাম (স্বরূপ)। এই মৃত্যু লোকের মধ্যে আমি

অমৃত বাণীকে লইয়া আসিয়াছি। এই জগতে যত হংস আছ, তোমরা সকলে আমার কথা গ্রহণ করিয়া লও। দাস কবীর কেমন করিয়া, সেই অমৃত বাণীকে রাখিবে গোপন করিয়া? সকলকে ডাকিয়া সে উচ্চকণ্ঠে কহিতেছে সেই বাণী।

৫

চল হংসা রা দেস জহঁ
পিয়া বসৈ চিত চোর।
সুরত সোহাগিন হৈ পনিহারিন্
ভরৈ ঠাঢ় বিন ডোর॥
রহি দেসরা বাদর ন উমড়ৈ
রিমঝিম বরসৈ মেহ।
চৌবারেমেঁ বৈঠে রহো না
জা ভীজহু নির্দেহ॥
রহি দেসবামেঁ নিত্ত পূর্ণিমা
কবহু ন হোয় অংধের।

এক সুরজকৈ কৌন বতাবৈ
কোটিন সূরজ উঁজেড় ॥

হে মন, চল সেই দেশে, যেখানে মনোহরণ প্রিয়তম করেন বাস। সেখানে সোহাগিনী "প্রীতি", কলস লইয়া ভরিতেছেন জল, বিনাদড়ী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কূপ হইতে তুলিতেছেন জল।

সেখানে মেঘ আকাশকে করেনা আচ্ছন্ন, অথচ রিমঝিম করিয়া মেঘ হইতে হইতেছে বৃষ্টি। দ্বার-প্রান্তে থাকিও না বসিয়া; হে অদেহ, সেই ধারায় গিয়া হইয়া লও সিক্ত। সেই দেশে নিত্য পূর্ণিমা—কখনও সেখানে হয় না অন্ধকার। এক সূর্য্যের আর কোন কথা—কোটি সূর্য্যের প্রভায় সেই ধাম সমুজ্জ্বল।

৬

হমতো একহী কর জানো ॥
দোয় কহৈ তেহিকো দুবিধা হৈ,
জিন সত নাম ন জানো ॥
মায়া দেখকে জগত লুভানো
কাহেরে নর গরবানো ।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো
প্রেমকে হাত কাহে ন বিকানো ॥

আমি তো "এক" বলিয়াই জানি; যে বলে দুই, তাহারি তো দ্বিধা। যে সত্যনামকে জানে নাই, তাহারই দুই বলিয়া হয় ভ্রম।

মায়া (খণ্ডতা) দেখিয়া জগৎ করিতেছে লোভ। (খণ্ডতাকে লাভ করিয়া) ওরে নর তুই গর্ব্ব করিস কিসের?

কবীর কহেন, "শোন ভাই সাধু, প্রেমের হাতে কেন না বিকাইলে নিজকে?"

৭

কহৈঁ কবীর সুনো হো সাধো
অমৃত বচন হমার।
জো ভল চাহো আপনো
পরখো করো বিচার॥
জে করতাতেঁ উপজে
তাসোঁ পরি গয়ো বীচ।
অপনী বুদ্ধি বিবেক বিন
সহজ বিসাঙ্গৈ মীচ॥
য়হিমেঁতে সব মত চলে
য়হী চল্যো উপদেস।
নিশ্চয় গহি নির্ভয় রহো
সুন পরম তত্ত্ব সংদেস॥
কেহি গাবো কেহি ধ্যাবহু
ছোড়ো সকল ধমার।
য়হ হিরদে সবকো বসে
কোঁয় সেবো সুন উজাড়॥

দূরহি করতা থাপিকে
করী দূরকী আস।
জো করতা দূরৈ হুতে
তো কো জগ সিরজৈ আন॥
জো জানো য়হঁ হৈ নহী
তো তুম ধায়ো দূর।
দূরসে দুর ভ্রমি ভ্রমি
নিস্ফল মরো বিসূর॥
দুর্লভ দরসন দূরকে
নিয়র সদাসুখ-বাস।
কহৈঁ কবীর মোহিঁ ব্যাপিয়া
মত দুখ পাবে দাস॥
আপ অপনপৌ চীন্হহু
নখ সিখ সহিত কবীর।
আনংদ মংগল গাবহু
হোহি অপনপৌ থীর॥

কবীর কহেন, "হে সাধু, শোন আমার

অমৃত বাণী। যদি আপন কল্যাণ চাও, তবে কর ইহা পরীক্ষা, দেখ বিচার করিয়া। যে কর্ত্তা হইতে হইয়াছ উৎপন্ন, তাঁহার সহিত (আপন মোহে) হইয়া পড়িয়াছ ব্যবহিত। আপনার বুদ্ধি বিবেকের অভাবে সহজেই ক্রয় করিয়াছ মৃত্যুকে। ইহাঁব মধ্য হইতে (উৎপন্ন হইয়াই) সব মত চলিয়াছে, এই নিশ্চয়কে গ্রহণ করিয়া হও নির্ভয়। এই পবমতত্ত্ব সংদেশ কর শ্রবণ।

কাহার নাম গাহিতেছ, কাহাকে করিতেছ ধ্যান? ছাড়িয়া দেও এই সব গণ্ডগোল। ইনি সকলের অন্তরে করেন বাস, তবে বৃথা কেন শূন্যতাকে, প্রাণহীন মরুকে কর সেবা?

সেই কর্ত্তাকে দূরেই স্থাপন করিয়া, দূরকেই কবিলে সম্মানিত। আরে, কর্ত্তা যদি থাকিতেন দূরেই, তবে অন্য আর কে জগৎকে করিতেছেন সৃষ্টি?

যদি মনে কর তিনি এখানে নাই তবে

তুমি দূরে হও ধাবমান; এবং দূর হইতে অধিকতর দূরে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া নিষ্ফল মর কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

দূরের দর্শন দুর্লভ। নিকটেই নিত্য আনন্দের বাস। কবীর কহেন, "পাছে তাঁহার দাস (আমি) কোথাও দুঃখ পায়, সেই ভয়ে তিনি আমাতে হইয়া রহিয়াছেন ব্যাপ্ত। হে কবীর, আপনাকে আপনি লও চিনিয়া, তিনি তোমার আদি অন্তকে মিলিত করিয়া বিরাজমান। আনন্দ মঙ্গল কর গান, আপনাতে আপনি হও স্থির।"

৮

না মৈঁ ধর্ম্মী নহিঁ অধর্ম্মী
না মৈঁ জতী ন কামী হো।
না মৈঁ কহতা না মৈঁ সুন্‌তা
না মৈঁ সেবক স্বামী হো॥

না মৈঁ বংধা না মৈঁ মুক্তা
না বিরত মৈঁ রংগী হো।
না কাহুসে ন্যারা হুআ
না কাহুকে সংগী হো॥
না হম নরক লোককো জাতে
না হম স্বর্গ সিধারে হো।
সবহি কর্ম হমারা কিয়া
হম কর্মনতেঁ ন্যারা হো॥
য়া মতকো কোই বিরলা বুঝৈ
সো অটল হো বৈঠে হো।
মত কবীর কাহুকো থাপে
মত কাহুকো মেটে হো॥

না আমি ধর্ম্মী, না আমি অধর্ম্মী, না আমি যতী, না আমি কামী, না আমি কিছু বলি, না আমি কিছু শুনি, না আমি সেবক, না আমি স্বামী, না আমি বদ্ধ, না আমি মুক্ত, না আমি বিরত, না আমি রঙ্গী (রস যে সম্ভোগ করে),

না আমি কাহারও নিকট হইতে গিয়াছি দূরে,
না আমি কাহারও সঙ্গী।

না আমি নরক লোকে করি গমন, না আমি স্বর্গ পথে করিব যাত্রা, সব কর্ম্মই আমার করা, অথচ আমি সব কর্ম্ম হইতে দূরে (স্বতন্ত্র)।

এই মতকে ক্বচিতই কেহ বোঝে; যে বোঝে, সে বসে অটল হইয়া। না কবীর কাহাকেও করেন স্থাপিত, না কাহাকেও ফেলেন মিটাইয়া।

৯

অপনপৌ আপুহি তৈঁ বিসরো॥
জৈসে স্বান কাচ মংদিরমে
ভ্রমসে ভূঁকি মরো।
জ্যোঁ কেহরী নিরখি কূপ জল
প্রতিমা দেখি গিরো॥
বৈসেহী গজ স্ফটিক সিলামেঁ
দসনন আনি অড়ো।

কহৈঁ কবীর নলনিকে সুগনা
তোহি করন পকড়ো ॥

তুই আপনি আপনাতে করিলি ভুল! কুকুর যেমন কাঁচের মন্দিরে (আপন প্রতি-বিম্ব দেখিয়া শত্রু বোধে) ভ্রমবশতঃ চীৎকার করিয়া মরে; যেমন কেশরী কুপ জলের প্রতিবিম্বে আপন দেহ দেখিয়া (শত্রু বোধে) লাফাইয়া পড়ে; তেমনি হস্তী স্ফটিক শিলাতে (আপন প্রতিবিম্বকে শত্রু মনে করিয়া) আপন দন্ত বসাইয়া আপনি হয় বদ্ধ।

কবীর কহেন, "ওরে পাশবদ্ধ শুক, তোরে ধরিল কে?"

১০

সত্ত নাম হৈ সবতেঁ ন্যারা
নির্গুণ সর্গুন শব্দ পসারা।
নির্গুন বীজ সর্গুন ফল ফুলা।
সাখা জ্ঞান নাম হৈ মুলা ॥

মূলগহেতেঁ সব সুখ পাবৈ।
ডাল পাতমেঁ মূল গঁবাবৈ॥

সাঈঁ মিলানী সুখদিলানী।
নির্গুন সর্গুন ভেদমিটানী॥

সত্য নাম সব (কিছু) হইতে স্বতন্ত্র। (তাঁহার) শব্দই নির্গুণ সগুণ প্রসারিত করিয়াছে।

নির্গুণই বীজ, সগুণ ফল ফুল; জ্ঞানই শাখা, নামই মূল।

মূল গ্রহণ করিলেই মিলিবে সব সুখ। শাখায় পত্রে মূলই করিবে উপনীত।

স্বামীর-সঙ্গে-মিলন-করা, সকল সুখ-প্রাপ্ত-করা, নির্গুণ-সগুণ ভেদ-মিটান (সেই মূল-গ্রহণ)।

১১

নাম তত্ত সংসারমেঁ
ঔর সকল হৈ পোচ।

কহনা, সুননা দেখনা
করনা সোচ অসোচ ॥
নিস বাসর ইক পল নহিঁ ন্যারা।
জানে মাশুক জাননহারা ॥
সুরত নিরতমেঁ রাখৈ জহবাঁ।
পহুচৈ অজর অমর ঘর তহবাঁ ॥

সংসারের মধ্যে সেই নামই (সত্তা) এক মাত্র তত্ত্ব; বচন, শ্রবণ, দর্শন, কর্ম্ম, শুচি, অশুচি প্রভৃতি আর সব কিছু (তাহার) নীচে।

কি দিবা কি রাত্রি, এক পলের জন্যও তিনি নহেন দূরে; মর্ম্মজ্ঞ প্রেমিক ইহা জানেন।

প্রেমবৈরাগ্যকে গ্রহণ করিয়া যেখানেই রাখ, অজর অমর ধাম সেখানেই হয় উপস্থিত।

১২

সতলোকৈ সবলোকপতি
সদা সমীপ প্রমাণ।

পরম জোতসোঁ জোত মিলি
প্রেম সরূপ সমান ॥
অংস নামতেঁ ফির ফির আবৈ।
পূরণ নাম পরম পদ পাবৈ ॥
নহিঁ আবৈ নহিঁ জায় সো প্রাণী।
সত্য নামকো জেহি গতি জানী ॥
সত্ত নামমেঁ রহৈঁ সমাঈ।
জুগ জুগ রাজ করৈ অধিকাঈ ॥
সত্তলোকমেঁ জায় সমানা।
সত্ত পুরুষসো ভয়া মিলানা ॥
সাঈঁ সুঘর দরস দিখলাবা।
জনম জনমকী ভূখ মিটাবা ॥
সুরত সোহাগিন্ ভই আগে ঠাঢ়ী।
প্রেম সুভাব প্রীতি অতি বাঢ়ী ॥
পুহুপ গগনমেঁ জায় সমানা।
বাস সুবাস চহুঁ দিস আনা ॥

সত্য লোকই সকল লোকের পতি, (তাঁহার) চিরন্তন সান্নীপ্যই তাহার প্রমাণ।

পরম জ্যোতিতে সকল জ্যোতি মিলিত, প্রেম-স্বরূপে (সকল স্বরূপ) রহিয়াছে ডুবিয়া।

অংশনামে আসিতে হয় ফিরিয়া ফিরিয়া। পূর্ণনামে প্রাপ্ত হওয়া যায় পরমপদ। সত্য নামের গতি (মর্ম্ম) যে জানে, সেই প্রাণী আর আসেও না, যায়ও না।

সত্য নামে সে থাকে ডুবিয়া, যুগ যুগ সে করে মহারাজত্ব। সত্য লোকের মধ্যে সে হয় নিমজ্জিত, সত্য পুরুষেব সঙ্গে হইয়া যায় তাহার মিলন। স্বামী দেখাইয়াছেন (তাঁহার) সুধামের দর্শন, জন্ম জন্মের ক্ষুধা তিনি করিয়াছেন তৃপ্ত। তাঁহার সোহাগিনী প্রেম আসিয়া দাঁড়াইল সম্মুখে ; আর (আমার) প্রেম, স্বভাব প্রীতি অতিশয় উঠিল ভরিয়া।

গগনের মধ্যে সমাহিত হইল পুষ্প, (তাহার) গন্ধ সুগন্ধ চারিদিকে পড়িল ছড়াইয়া।

১৩

প্রথম এক জো আপৈ আপ।
নিরাকার নির্গুন নির্জাপ॥
নহিঁ তব আদি অন্ত মধ তারা।
নহিঁ তব অন্ধ ধুন্ধ উজিয়ারা॥
নহিঁ তব ভূমি পবন অকাসা।
নহিঁ তব পাবক নীর নিবাসা॥
নহিঁ তব সরস্থতি জমুনা গংগা।
নহিঁ তব সাগর সমুদ তরংগা॥
নহিঁ তব পাপ পুন্ন বেদ পুরানা।
নহিঁ তব ভয়ে কতেব কুরানা॥
কহৈঁ কবীর বিচারকে
তব কুছ কিরয়া নাহিঁ।
পরম পুরুষ তহঁ আপহী
অগম অগোচর মাহিঁ॥
করতা কছু খাবৈ নহিঁ পীবৈ।
করতা কবহুঁ মরৈ ন জীবৈ॥

করতাকে কুছ রূপ ন রেখা।
করতাকে কুছ বরণ ন ভেখা॥
জাকে জাত গোত কছু নাহী॥
মহিমা বরনি ন জায় মো পাহী॥
রূপ অরূপ নহী তেহি নাঁর।
বর্ণ অবর্ণ নহী তেহি ঠাঁর॥

প্রথমে সেই এক আপনাতেই আপনি, নিরাকার নিগুর্ণ রূপের অগম্য হইয়া ছিলেন বিদ্যমান।

না ছিল তখন আদি, না ছিল তখন মধ্য, না ছিল তখন অন্ত। না ছিল তখন নয়ন, না ছিল তখন অন্ধকার কুহেলিকা ও প্রকাশ।

না ছিল তখন ভূমি, পবন, আকাশ; না ছিল তখন অগ্নি, জল, জীব নিবাস। না ছিল তখন সরস্বতি, যমুনা, গঙ্গা; না ছিল তখন সাগর, সমুদ্র, তরঙ্গ।

না (ছিল) তখন পাপ পুণ্য, বেদ পুরাণ; না হইয়াছিল তখন কিতাব কোরাণ।

কবীর বিচার করিয়া কহিতেছেন, "তখন কোন ক্রিয়াই নাই। পরম পুরুষ সেখানে আপনিই অগম্য অগোচরের মধ্যে (নিমজ্জিত)"

কর্ত্তা না কিছু খান, না কিছু করেন পান। কর্ত্তা না কখনও মরেন, না কখনও বাঁচেন। কর্ত্তার না আছে রূপ বা রেখা, না আছে কিছু বর্ণ বা বেশ।

যাঁহার না আছে জাত, না আছে গোত্র, না আছে আর কিছু ; তাঁহার মহিমা বর্ণনা করা আমার সাধ্য নহে।

রূপ, অরূপ, নাম, তাঁহার নাই ; বর্ণ, অবর্ণ, ধাম তাঁহার নাই।

১৪

কহেঁ কবীর বিচারকে
জাকে বর্ণ ন গাঁর।
নিরাকার ঔর নির্গুনা
হৈ পূরণ সব ঠাঁর॥

করতা আনংদ খেল লাঈ।
ওঁকারতে সৃষ্টি উপাঈ॥
আনংদ ধরতী আনংদ অকাস।
আনংদ চংদ সূর পরকাস॥
আনংদ আদি অংত মধ তাবা।

আনংদ অংধকূপ উজিয়ারা॥
আনংদ সাগর সমুদ্র তবংগা।
আনংদ সরসুতি জমুনা গংগা॥

করতা এক ঔর সব খেল।
মরণ জনম বিরহ মেল॥
খেল জল থল সকল জহানা।
খেল জানোঁ জমী অসমানা॥

খেলকা য়হ সকল পসারা।
খেল মাহিঁ রহৈ সংসারা॥
কহৈঁ কবীর সব খেলনমাহীঁ।
খেলনহারকো চীন্হৈঁ নাহীঁ॥

কবীর বিচার করিয়া কহিতেছেন, "যাঁহার

না আছে বর্ণ, না আছে গ্রাম, যিনি নিরাকার ও নির্গুণ, তাঁহার দ্বারা সকল স্থান রহিয়াছে পরিপূর্ণ।

কর্ত্তা আনন্দের খেলা আনিলেন, এবং (ভাবরূপ) ওঁকার হইতে সৃষ্টি করিলেন উৎপন্ন। ধরিত্রী (তাঁহার) আনন্দ, আকাশ (তাঁহার) আনন্দ। আনন্দ—চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ, আনন্দ—আদি মধ্য অন্ত। আনন্দ—নয়ন অন্ধকূপ, জ্যোতি। আনন্দ—সাগরসমুদ্রতরঙ্গ। আনন্দ—সরস্বতি, যমুনা, গঙ্গা।

কর্ত্তা এক জন, আর জন্ম, মরণ, বিরহ, মিলন প্রভৃতি সবই তাঁহার (আনন্দের) খেলা। খেলা—জল, স্থল, সকল বিশ্ব; খেলা—পৃথিবী ও আকাশ। খেলাতেই এই সকল সৃষ্টি প্রসারিত; খেলার মধ্যেই সংসার অবস্থিত।"

কবীর কহেন, "সকল (সংসার) এই

খেলারই মধ্যে, (তবু) যাঁহার খেলা, তাঁহাকে যায় নাই চেনা।"

১৫

আপুহি সবমেঁ রমা হৈ
আপ সবনকে পার।
রূপ রংগ সব আপুহী
আপুহি সিরজনহার॥
আগে বহুত বিচার ভৌ
রূপ অরূপ ন তাহি।
বহুত ধ্যান করি দেখিয়া
নহি তেহি সংখ্যা আহি॥

আপনিই সকলের মধ্যে রমিতেছেন, অথচ আপনিই সকলের অতীত। রূপ রংগ সমস্তই আপনি, আপনিই সৃজন কর্ত্তা।

আগে অনেক বিচার হইয়াছে, রূপ অরূপ নাই তাহাতে; বহুতর ধ্যান করিয়া দেখিয়াছি, না তাহাতে আছে সংখ্যা।

১৬

বহুতক সাহস করো জিয় অপনা ।
তেহি সাহবসে ভেঁট ন সপনা ॥

আপনার জীবনে বহুতর সাহস কর। ঠিক সেই স্বামীর সহিতই সাক্ষাৎ (চলিয়াছে); স্বপ্ন নহে।

১৭

পরদে পরদে চলি গঈ
সমুঝি পরী নহি বাণি।
জো জানৈ সো বাঁচিহৈ
হোত সকলকী হানি:
মনমত মরৈ ন জীবহি
জীবহি মরণ ন হোয়।
শূন্য সনেহী রাম বিনু
চলে অপন পৌ খোয়॥
আপু আপ চেতে নহীঁ
কহৌ তো রুসরা হোয়।

কহহিঁ কবীর জো আপু ন জাগে
নিরা নাস্তি অস্তি ন হোয় ॥

পরদার পর পরদা গিয়াছে চলিয়া, তবু তো বাণী ভাল করিয়া যায় নাই বুঝা। সকলেরই হানি হইতেছে ; কেবল যে জানিতে পারিয়াছে, সেই গেল বাঁচিয়া।

কল্পনা জীবিতও নহে মৃতও নহে, জীবিত হইলে ত কল্পনার মরণই হইত না। স্বামীকে ছাড়িয়া শূন্যে যাহার প্রেম, সে (ভবের খেলায়) চলিল "দান" হারাইয়া। কবীর কহেন, "যে আপনাতে আপনি হয় না সচেতন, এবং তাহা কহিলে করে রাগ, যে আপনিই না জাগে, তাহার কেবলমাত্র 'নাস্তি,' কিছুমাত্র 'অস্তি' তাহার হইতেই পারে না।"

১৮

পাহন ফোরি গংগ য়ক নিকরী
চহুঁ দিশ পানী পানী।

তেহি পানীতে পর্ব্বত বূড়ে
দরিয়া লহর সমানী ॥

পাষাণ ভেদ করিয়া এক গঙ্গা হইল বাহির; চতুর্দ্দিকে কেবল জল আর জল। সেই জলেতে পর্ব্বত গেল ডুবিয়া। নদী সমাহিত হইল তরঙ্গের মধ্যে।

১৯

উলটী গংগ সমুংদ্রহি সোখৈ
শশি ঔ সূরহি গ্রাসৈ ॥
বৈঠী গুফামেঁ সব জগ দেখা
বাহর কছূ ন সূঝৈ ॥
উলটা জ্ঞান পারধী লাগৈ
সূরা হোয় সো বূঝৈ ॥
কথনী বদনী নিজকৈ জোহৈঁ
ঈ সব অকথ কহানী।
ধরতী উলটি অকাশ হি বেধৈ
ঈ পুরুষনকী বানী

কবীর তত্ত্ব

গঙ্গা উলটিয়া সমুদ্রকে করিল শোষণ এবং চন্দ্র সূর্য্যকেও করিল গ্রাস।

গুহার মধ্যে বসিয়া দেখিলাম সমস্ত বিশ্ব, বাহিরে আর দেখিতেছি না কিছুই; বাণ উলটিয়া "ধী"র অতীতকে লাগিতেছে; যে পণ্ডিত সেই ইহা বোঝে।

কথা ও বাক্য "নিজেকে"ই খুঁজিতেছে, এই সবই তো অকথ্য কথা, ধরিত্রী উলটিয়া আকাশকে বিদ্ধ করিতেছে, ইহাই স্বামীর বাণী।

২০

গায়ন কহৈ কবহু নহি গাবৈ
অনবোলা নিত গাবৈ।
নটবট বাজা পেখনী পেখৈ
অনহদ হেত বঢ়াবৈ॥
বিনা পিয়ালা অমৃত অঁচবৈ
নদী নীর ভবি রাখৈ।

কহৈঁ কবীর সো যুগ যুগ জীবৈ
জো রাম সুধারস চাখৈ

গাহিতে কহিলে কখনই গাহে না গান, অথচ বিনাকহায় নিত্য করে গান; সম্ভোগ করে নৃত্য বাদ্য তামাশা, অসীমের আকাঙ্খাকে তোলে বাড়াইয়া। পেয়ালা বিনা অমৃত করে পান; নদী রাখে জল ভরিয়া। কবীব কহেন, "রাম সুধারস যে চাখে, সে যুগ যুগ থাকে বাঁচিয়া।"

২১

ঝী ঝী জংতর বাজৈ।
কর চরণ বিহুনা নাচৈ॥
কর বিনু বাজৈ সুনৈ শ্রবণ বিনু
শ্রবণ শ্রোতা সোঈ।
পাটন সুবাস সভা বিনু অবসর
বুঝৌ মুনি জন সোঈ॥

ঝী ঝী করিয়া বাজিতেছে যন্ত্র। কর চরণ

বিনাই চলিয়াছে নৃত্য। বিনা করেই বাজে; বিনা শ্রবণেই শোনে; তিনিই শ্রবণ, তিনিই শ্রোতা। রুদ্ধদ্বার সুগন্ধ, বিনা সভায় সুযোগ; মুনিজনে ইহা লও বুঝিয়া।

কবীর প্রেম

১

রতন জতন করু
প্রেমকে তৃত ধরু।
সতগুরু ইমরিত নাম
জুগতকৈ রাথবরে॥
বাবাঘর রহলোঁ
ববুঈ কহোলো।
সৈয়াঁঘর চতুর সয়ান
চেতব ঘররা আপন রে॥
খেলত রহলৌ মৈঁ
সুপলী মৌনিয়া।
ঔচক আয়ে লেনিহার
চলব কেসিয়া ঝারয়ে॥
চুন চুন কলিয়াঁ মৈঁ

সেজিয়া বিছোলোঁ।
বিনারে পুরুষবাকৈ নারী
তড়পৈ দিনবা রাতরে॥
ডাল ঝুরায় গৈলে
ফূল কুম্হিলায় গৈলে।
উড়ত হংসা অকেল
কোঈ নহিঁ দেখলরে॥
অবকা ডরৈলু নারি
চলহুঁ মন মারি।
য়হি বাটে পুরিছো
জোবনারে॥
দাস কবীর ইহৈ
গাবৈ নিরগুণবা।
অবকী উহরা জার তো
ফের নহিঁ আউবরে॥

আমি সেই পরম রতনের আদর করিব, প্রেমের তত্ত্বকে (জীবনে) ধারণ করিব, সত্য

গুরুর অমৃত নাম এই জগতে আমি স্থাপন করিব। পিতৃগৃহে যখন আমি ছিলাম, তখন আমাকে সকলে পিতার দুলালী বলিয়া জানিত। জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানময় গৃহ আমার স্বামীর; সেই ঘরকে আমার চৈতন্য দ্বারা আমি আপন করিয়া লইব। একেবারে তুচ্ছ খেলায় মধ্যে যখন আমি মগ্ন ছিলাম, ঠিক তখনই হঠাৎ তাঁহার দূত দেখি আমার দ্বারে উপস্থিত। কোন মতে কেশ-সজ্জা করিয়া আমি সেখানে যাত্রা করিতেছি।

এতকাল আমি কত কুসুম চয়ন করিয়া করিয়া শয্যা রচনা করিয়াছি, আমার স্বামী বিহনে আমার প্রাণ দিবারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে। এখন সরোবর হইয়া গিয়াছে নীরস। কমলদল হইয়া গিয়াছে শুষ্ক, হংস (আমার জীবাত্মা) একেলা উড়িয়াছে আকাশে, সঙ্গী তাহার কেহ নাই; হায় রে, কে তাহাকে দেখিবে!

ওগো নারী, এখন আর কিসের ভয়? এখন মন স্থির করিয়া চল। এই পথেই তোমার যৌবন লাভ করিবে পরিপূর্ণ সার্থকতা। দাস কবীর এই নির্গুণ গানই গাহিতেছে, "এবার যদি সেখানে যাই, তবে আর হইবে না ফিরিয়া আসা।"

২

মোর ফকিররা মাংগি জায়
মৈঁ তো দেখন ন পোলোঁ যো॥
মংগনসে ক্যা মাংগিয়ে
বিন মাংগে জো দেয়।
কহৈঁ কবীর মৈঁ হোঁ বাহীকো
হোনী হোয় সো হোয়॥

আমার ভিখারী (আমার কাছে) কি জানি ভিক্ষা মাগিয়া গেল গো, আমি তো তাহাকে দেখিতেও পাইলাম না।

ভিখারীর কাছে আবার কিসের ভিক্ষা?

না চাহিতেই তো সে সব দিতে প্রস্তুত। কবীর কহেন, "আমি তো তাহারই, ইহাতে যাহা হইবার হউক।"

৩

নৈহরসে জিয়রা ফাটরে॥
নৈহর নগরী জিসকৈ বিগড়ী
উসকা ক্যা ঘর বাটরে।
তনিক জিয়ররা মোর ন লাগৈ,
তন মন বহুত উচাটরে॥
যা নগরীমেঁ লখ দরবাজা
বীচ সমুন্দর ঘাটরে।
কৈসেকৈ পার উতরিহোঁ সজনী
অগম পন্থকো পাটরে।
অজব তরহকা বনা তংবুরা
তার লগৈ মন মাতরে।
খূঁটি টূটি তার বিলগানা
কৌউ ন পূছত বাতরে॥

হঁস হঁস পূছৈ মাতু পিতাসেঁ।
ভোরৈ সাসুর জাবরে।
জো চাহৈঁ সো রোগী করিহৈঁ
পত রাহীকে হাথরে॥
ন্হায় খোয় তুলহিন হোয় বৈঠী
জোহৈ পিয়কী বাটরে।
তনিক ঘুংঘটরা দিখায় সখীরী
আজ সোহাগকী রাতরে॥
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
পিয়া মিলনকী আসরে।
ভোর হোত বন্দে য়াদ করোগে
নীংদ ন আবৈ খাটরে॥

আমার স্বামীর গৃহের জন্য এখন ব্যাকুল আমার প্রাণ। স্বামীর গৃহ যাহার নিকট হয় নাই প্রসন্ন, তার ঘরই বা কি পথই বা কি। ওগো, আমার (কিছুতেই আর) বিন্দুমাত্র লাগে না মন। আমার তনু মন হইয়া আছে অত্যন্ত ব্যাকুল।

লক্ষ দ্বার সেই পুরের কিন্তু মধ্যে অতল সমুদ্র ব্যবধান। ওগো সখি, কেমন করিয়া উত্তীর্ণ হইব সেই পথ? অগম্য সেই পথের বিস্তার। (আমার দেহ) কী আশ্চর্য্য ভাবে নির্ম্মিত এই বীণা, ইহার তন্ত্রীগুলি নিয়ন্ত্রিত হইলে মোহিত হইয়া যায় মনপ্রাণ। আর যদি তাহার খুঁটি ভাঙ্গিয়া যায় কি তার শিথিল হইয়া যায়, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসাও করে না কেহ।

হাসিয়া হাসিয়া আমার মাতা পিতাকে (সংসার) কে জিজ্ঞাসা করি, আমি প্রভা-তেই স্বামীর গৃহে যাইব। তাঁহারা অমনি রাগ করিয়া বলেন, "যাহা ইচ্ছা তাই উনি করিবেন, স্বামী উঁহারই কথার বশ কিনা! নাহিয়া খাইয়া অমনি স্বামীর জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছেন! অমনি স্বামীর পথ খুঁজিতেছেন!"

ওগো সখি, আজ আমার অবগুণ্ঠন একটু-

খানি অপসারিত কর, আজ যে প্রেমসোহাগের রাত্রি! কবীর কহেন, "শোন ভাই সাধু, আজ আমার প্রাণ প্রিয়মিলনের জন্য ব্যাকুল, আমার শয্যায় আমার আর নিদ্রা নাই, প্রভাতেই আমাকে তুমি স্মরণ করিও।"

৪

পীতমকা ব্যোহার অনোখা
বঢ় সাথ লে রে॥
পিয়া তুম্হারে রংগ বিরংগে
তুম হো নার কুচাল।
সংগ তুম্হারো কৈসে নিবহৈ
মূরখ মূঢ় গবাঁর॥
ইত উত তকনা ছোড়দে বহুরা
অপনে মহল চঢ়ি আব।
ইমৃত সমুন্দর নহাও বহুরা
অন্তর সেজ বিছাও।
ইসকে প্রীতম আন মিলৈঁগে
দুবিধা দুর বহার॥

কহৈঁ কবীর সুনো হো বহুরা
সত সংগতকো ধার।
সার সুর নির্বারিকে রে
অমর লোক চলি আব॥

তোমার প্রিয়তমের ব্যবহার তোমার কাছে বোধ হইবে অত্যন্ত বিচিত্র। ওগো বধূ, তুমি শিখিবার যাহা, তাহা লও শিখিয়া; ওগো বধূ, তোমার প্রিয় যে স্বীয় আনন্দে রঙ্গে বিরঙ্গে বিচিত্র, আর তুমি অত্যন্ত দুঃশীল, তুমি মূর্খ, মূঢ়, গ্রাম্য, তাঁহার সঙ্গ তুমি কেমন করিয়া করিবে লাভ? ওগো বধূ, ছাড়িয়া দেও এদিক ওদিক তাকান, আপনার মন্দিরে আসিয়া কর আরোহণ। ওগো, তুমি অমৃতের সমুদ্রে করিয়া লও স্নান, অন্তরের শয্যা দাও বিছাইয়া। তোমার প্রিয়তম তোমার সহিত আসিয়া হাসিয়া হইবেন মিলিত, মনের সকল দ্বিধা করিয়া দাও দূর।

কবীর কহেন, "ওগো বধূ, তুমি সত্যের সঙ্গের অন্ত হও ধাবিত, সেই সখি সুরকে নিজের জীবনে বাধাহীন করিয়া অমৃতলোকে আইস চলিয়া।"

৫

দুলহিনী তোহি পিয়কে ঘর জানা॥
কাহে রোবো কাহে গাবো,
কাহে করত বহানা।
কাহে পহিয়ো হরি হরি চুরিয়াঁ।
পহিরো প্রেমকৈ বানা॥
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো
বিন পিয়া নহিঁ ঠিকানা॥

ওগো বধূ, তোমাকে প্রিয়তমের ঘরে যাইতেই হইবে। কাঁদিলেই বা হইবে কি, গাহিলেই বা হইবে কি, বৃথা বাহানা করিলেই বা হইবে কি? (বালিকার ন্যায়) সবুজ সবুজ চুড়ী কেন বৃথা পরিয়াছ? প্রেমের বসন

কর পরিধান। কবীর কহেন, "শোন ভাই সাধু, প্রিয়তম বিনা আর নাই অন্য ঠিকানা (গতি)।"

৬

জীব মহলমেঁ সিব পহুনরা
কঁহা করত উনমাদ রে।
পঁহুছা দেরা করিলে সেবা
রৈন চলী আবত রে॥
জ্‌গন জ্‌গন কবৈ পতীছন
সাহবকা দিল লাগারে॥
সূঝত নাহিঁ পরম-সুখ-সাগর
বিনা প্রেম বৈরাগরে॥
সরবন সুর বুঝি সাহবসে
পূরণ প্রগটে ভাগরে।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাগ হমারা
পায়া অচল সোহাগরে॥

এই জীবনমন্দিরে সেই শিব (মঙ্গল

স্বরূপ) হইয়াছেন উপস্থিত। সাবধান, কোথায় দাঁড়াইয়া করিতেছ উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার!

দেবতা আসিয়া (মন্দিরে) হইয়াছেন উপস্থিত, করিয়া লও তাঁহার সেবা, ঐ দেখ ঘনাইয়া আসিতেছে রাত্রি।

কত যুগ যুগ ধরিয়া প্রিয়তম করিয়া আছেন আমার প্রতীক্ষা, আমাতে যে তাঁহার মজিয়াছে মন। হায়রে, এতদিন প্রেম ও বৈরাগ্য ছিল না বলিয়া সেই পরম-সুখ সাগর দেখিয়াও পারি নাই চিনিতে।

শ্রবণে যে সুর বাজিয়াছিল, তাহা প্রিয়-তমের নিকট লইয়াছি বুঝিয়া। আমার আজ পরম সৌভাগ্য সমুদিত। কবীর কহেন, "শোন আমার কি ভাগ্য, আমি প্রিয়তমের নিকট অচল সোহাগ করিয়াছি লাভ।"

৭

কা লৈ জৈবৌ, পীতম ঘর ঐবৌ ॥
গাবঁকে লোগ জব পুছন লগিহৈঁ,
তব হম কা রে বতৈবৌঁ ॥
খোল ঘুঁংঘট জব দেখন লগিহৈঁ
তব হম বহুত লজৈবৌঁ।
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো
ফির পীতম নহিঁ পৈবৌ ॥

ওগো, প্রিয়তম আসিবেন আমার ঘরে, তিনি যাইবেন কী লইয়া? গ্রামের লোক যখন তাঁহার বিষয়ে নানা কথা করিবে জিজ্ঞাসা, ওগো, তখন আমি কীই বা বলিব?

অবগুণ্ঠন খুলিয়া যখন তিনি আমার মুখের দিকে থাকিবেন চাহিয়া, তখন লজ্জায় আমি যে যাইব মরিয়া। কবীর কহেন, "শোন ভাই সাধু, তবে কি আর প্রিয়তমকে কখনও পাইব?"

৮

চল চলরে ভঁবরা কঁবল পাস।
তেরা কঁবল গাবৈ অতি উদাস॥
খোজ করত বহু বার বার।
তন বন ফুল্যো ডার ডার॥
দিবস চারকে সুরংগ ফূল।
রহি লখ মনমেঁ লাগল শূল।
পুহপ পুরানে জৈবৈ সূখ।
তব ভঁবরা কহাঁ সমাবে দুখ॥

চল চল্, ওরে ভ্রমর, চল্ তোর কমলের কাছে। তোর কমল গাহিতেছে বিষাদের অতি উদাস গীত।

এই তনু বন এখন শাখায় শাখায় পুষ্পিত, তোমার কমল বার বার চাহিতেছে তোমার পথ।

দিন চারির জন্তে এই রমণীয় কুসুমের বিচিত্র শোভা, তাহা দেখিয়াই তো মনের

মধ্যে বাজিতেছে গভীর বেদনা। এই পুষ্প পুরাতন হইলে যাইবে শুকাইয়া, তখন কোথায় রাখিব এই দুঃখ ?

৯

কর সাহবসে প্রীত রে মন
কর সাহবসে প্রীত।
ঐসা সময় বহুরি নঁহি পৈহো
জৈহে ঔসর বীত॥
তন সুন্দর ছবি দেখ পিয়াসী
রখ পিতমমেঁ চিত।
উস রোসনসে ধরলে শোভা
জৈসে তৃনপর সীত॥
সরন আয়ে সো সবহি উবারৈঁ
যহী সাহবকী রীত।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো
চলিহো ভবঘর জীত॥

ওরে মন, সেই স্বামীর সহিত করিয়া,

নে প্রেম, স্বামীর সহিত প্রেম কর্। এমন সময় আর পাইবি না ফিরিয়া। এমন সুযোগ যাইবে চলিয়া।

(একী সুন্দর তনু !) এই তনুর শোভন-সৌন্দর্য্য দেখিয়া যিনি পিপাসী, সেই প্রিয়তমের মধ্যে রাখ আপনার চিত্তকে। তৃণের উপরে যেমন শিশির-বিন্দুর শোভা, সেইরূপ তাঁহার জ্যোতিতে (উদ্ভাসিত হইয়া) তুই শোভাকে কর্ ধারণ।

তাঁহার শরণ লইলে, সব কিছুই হয় অক্ষয়,এমনি স্বামীর স্বভাব। কবীর কহেন, "শোন ভাই সাধু, তুমি ভবধামকে করিয়া যাইবে জয় (যদি তাঁহার শরণ লও)।"

১০

সাঁঝ পড়ে দিন বীতবে,
চকবী দীন্হা রোয় ।
চল চকবা বা দেশকো,
জহাঁ রৈন ন হোয় ॥

চকরী বিছুড়ী সাঁঝকী,
আন মিলৈ পরভাত।
জো নর বিছুরে প্রেমসে,
দিবস মিলৈ নহিঁ রাত॥

দিবা অবসান, সন্ধ্যা আসিয়াছে নামিয়া, চক্রবাকী কাঁদিয়া কহিল, "ওগো চক্রবাক, চল সেই দেশে, যেখানে নাই রাত্রির অধিকার।"

চক্রবাকী সন্ধ্যার সময় তাহার প্রিয়তম হইতে হয় বিচ্ছিন্ন, আর সেই প্রভাতে পাবার তাহাদের হয় মিলন। যে ব্যক্তি সেই প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহার না মিলন দিবসে, না মিলন রাত্রিতে।

১১

হমসে রহা ন জায়
মুরলিয়াকৈ ধুন সুনকে।
বিনা বসন্ত ফূল ইক ফূলৈ
ভঁবর সদা বোলায়॥

গগন গরজৈ বিজুলী চমকৈ
উঠতী হিয়ে হিলোর।
বিগসত কঁবল মেঘ বরসাঐ
চিতবত প্রভুকী ওর॥
তারী লাগী তঁহা মন পহুঁচা
গৈব ধুজা ফহরায়।
কহৈঁ কবীর আজ প্রাণ হমারা
জীবত হী মর জায়॥

ওগো, মুরলীর ধ্বনি শুনিয়া আর যে আমি পারিতেছি না থাকিতে।

বসন্ত বিনাই কি এক কমল হইতেছে বিকশিত, সদাই সে ভ্রমরকে করিতেছে নিমন্ত্রণ!

গগন করিতেছে গর্জ্জন, বিজুলী হইতেছে চমকিত, আর আমার হৃদয়ে উঠিতেছে তরঙ্গ। আর কমল উঠিতেছে বিকশিত হইয়া,

মেঘ করিতেছে বর্ষণ, আর চিত্ত স্বামীর জন্য উঠিতেছে ব্যাকুল হইয়া।

যেখানে (বিশ্ব) তালে বাজিতেছে, সেখানে পৌঁছিয়াছে আমার মন। প্রচ্ছন্ন ধ্বজা সেখানে পত পত করিয়া উড়িতেছে। কবীর কহেন, "আজ প্রাণ আমার জীবনেই যাইতেছে মরিয়া।"

১২

ঐসা প্রেম কহাঁ হৈ ভাই ॥

সাত দীপ নৌখণ্ডকো ব্যাপৈ,

জহরাঁ খোঁজ লগাঈ।

বা দেসবাকৈ খবর ন জানৈ

জহঁ য়হ প্রেম ন পাঈ ॥

প্রেম নগরকী গৈল কঠিন হৈ,

বহঁ কোই জান ন পাঈ।

চাঁদ সুরজ জহঁ পৌন ন পানী

পতিয়া কৌন লৈ জাঈ ॥

সোহঙ্কার সে কায়া সিরজী
তামেঁ রংগ সমাঈ।
কহৈং কবীর সুনো ভাই সাধো
বিরলৈ য়হ ঘর পাঈ॥

হে ভাই, এমন প্রেম আর আছে কোথায়? সপ্ত দ্বীপ নব খণ্ড বসুধা ব্যাপিয়া এই প্রেম, যেখানে খোঁজ করি সেখানেই এই প্রেম, এমন দেশের খবরই তো জানি না যেখানে না পাই এই প্রেম।

প্রেম নগরের পথ অতি কঠিন, সেখানে কেহ পারে না যাইতে। চন্দ্র, সূর্য্য, পবন, জলের সেখানে নাই প্রবেশ, আমার প্রেমপত্র সেখানে বহন করিবে কে? আপনার সহিত অভেদ করিয়া তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন কায়া, এবং তাহাতে তাঁহার (প্রেম) রঙ্গ দিয়াছেন ভরিয়া। কবীর কহেন, "শোন ভাই সাধু, সেই ধামকে অল্প লোকই হইয়াছে প্রাপ্ত।"

১৩

মেরী নজরমেঁ মোতি আয়া হৈ ॥
অহদ গুফামেঁ সোহং রাজৈ
মুরলী অধিক বজায়া হৈ ॥
সত্তলোক সত্ত পুরুষ বিরাজৈ
অলখ সুগম দোউ ভায়া হৈ ।
পুরুষ অনামী সব পর স্বামী
অপার পার জো গায়া হৈ ॥

আমার নয়নে তাঁহার (প্রেমের) দৃষ্টি পড়িয়াছে। অসীম গুহায় তাঁহার আমার অভেদ বিরাজ করিতেছে, সেখানে কী অপরূপ সুরই বাঁশরীতে বাজাইতেছেন। এই সত্যলোকে সত্যপুরুষ করেন বিরাজ। অলখ্য ও সুগম এই দুই রূপেই তিনি হইয়াছেন প্রকাশিত। আমার স্বামীর কোন নাম হইতে পারে না, তিনিই সকলের উপর স্বামী; অপার পার এই দুই সুরই তিনি গাহিয়াছেন।

১৪

সুর সর ছতিয়া বহাবৈ
জো পিয়সৈ লগাবৈঁ হো।
ঘটহিমেঁ মান সরোবর
ঘাট বংধাবৈঁ হো ॥
ঘটহিমেঁ পাঁচৌ সখিয়াঁ
ঝুলহৈ নহবাবৈঁ হো।
ঘটহিমেঁ মন হৈ মালী
ফুলমাল লে আবৈ হো ॥
ঘটহিমেঁ জ্ঞানকে জেবর
জীবেঁ পহিরাবৈঁ হো।
ঘটহিমেঁ সোরহো সিংগার
ঝুলহৈ পহিরাবৈঁ হো ॥
ঘটহিমেঁ নেহ সজনিয়া
চরণ পখারৈঁ হো।
ঘটহিমেঁ পাঁচো সোহাগিন
মঙ্গল গাবৈঁ হো ॥

৩

কবীর

ঘটহিমেঁ চিত পিয়াসী
পিয়ার পুরাবৈঁ হো।
সুরত নিরতসে কলস
তহাঁ ভররাবৈ হো॥
ঘটহিমেঁ অনহদ বাজন
বজরাবৈঁ হো।
ঘটহিমেঁ সুরত নার তো
ঝুলহৈ রিঝাবৈঁ হো॥
লোক বীচ লোক পার
পিয়া ঘর জাউব হো।
কহৈঁ কবীর ধরম দাস
বহুর নহি আউব হো॥

যে তাহার বক্ষ প্রিয়তমের সহিত মিলায়, সে বক্ষে সুর নদীর ধারা প্রবাহিত করায়। এই ঘটের (দেহ) মধ্যেই যে মানসরোবর তাহাতে সে ঘাট বান্ধায়, এই দেহেই যে পাঁচ সখী (ইন্দ্রিয়) আছে তাহারা প্রিয়তমকে

স্নান করায়। তাহার এই দেহের মধ্যেই যে মনমালী আছে, সে ফুলমালা যোগায়। তাহার এই দেহের মধ্যেই জ্ঞানের যে মণি আছে, তাহা দ্বারা সে জীবকে অলঙ্কৃত করে। তাহার এই দেহের মধ্যেই ষোল প্রকার শৃঙ্গারে (প্রসাধন) প্রিয়তমকে সে সজ্জিত করে।

তাহার দেহের মধ্যেই যে প্রেম সজনী আছে, সে প্রিয়তমের চরণ ধোয়াইয়া দেয়। এই দেহের মধ্যেই পাঁচ সোহাগিনী (ইন্দ্রিয়) মঙ্গল গায়। তাহার এই দেহেই চিত্ত পিপাসিত, প্রিয়তম সেই তৃষ্ণাকে পরিপূর্ণ করিয়া দেন। সেখানেই সে প্রেম ও বৈরাগ্যদ্বারা কলস ভরিয়া লয়। তাহার দেহেই অসীম রাগিণী বাজিয়া ওঠে। এই দেহেই প্রেমসুন্দরী সেই স্বামীকে তৃপ্ত করেন।

লোক লোকান্তরের মধ্যে এবং লোক

লোকান্তরের অতীত যে প্রিয়তমের ঘর, সেখানে আমি যাইব। কবীর কহেন, "হে ধর্ম্মদাস, আর আমি ফিরিয়া আসিব না।"

১৫

চরখা চলৈ সুরত-বিরহিনকা ॥
কায়া নগরী বনী অতি সুন্দর
মহল বনা চেতনকা।
সুরত ভাঁবরী হোত গগনমেঁ
পীঢ়া জ্ঞান রতনকা ॥
মিহীন সূত বিরহিন কাতৈঁ
মাঁঝা প্রেম ভগতিকা।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো ॥
মালা গূঁথো দিন রৈনকা ॥
পিয়া মোর ঐহৈঁ পগা রখিহৈঁ
আঁসু ভেঁট দৈহোঁ নৈনকা ॥
প্রেমবিরহিণীর চরখা চলিয়াছে। এই

দেহনগরী অতি সুন্দর রচনা, চৈতন্যের (কি আশ্চর্য্য) প্রাসাদ রচিত! প্রেমের ছন্দে ছন্দে পা ফেলিয়া ফেলিয়া চক্রাকারে কী নৃত্যই হইতেছে গগনধামে, তাহার নীচে জ্ঞানরতনের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। বিরহিণী কি সূক্ষ্ম সূত্রই প্রস্তুত করিতেছে ও প্রেমভক্তি দ্বারা তাহা মার্জ্জিত করিয়া লইতেছে!

কবীর কহেন, "হে সাধু, আমি সেই সূত্রে দিবস রাত্রির মালা গাঁথিতেছি। আমার প্রিয়তম (আমার জীবনের মধ্যে) যখন আসিয়া তাঁহার চরণ রাখিবেন, তখন আমার নয়ন-সলিল-বিন্দুর মালা গাঁথিয়া উপহার দিব।"

১৬

কোটিন ভানু চন্দ্র তারাগণ
ছত্রকী ছাঁহ রহাঈ।
মনমেঁ মন নৈননমেঁ নৈনা
মন নৈনা ইক হো জাঈ॥

সুরত সোহাগিন মিলত পিয়াকো
তনকৈ তপন বুঝাঈ।
কহৈঁ কবীর মিলে প্রেম পূরা
পিয়ামেঁ সুরত মিলাঈ॥

কোটি কোটি সূর্য্য, চন্দ্র, তারাগণ তাঁহার মহাছত্রের তলে শোভমান। তিনি মনের মধ্যে মন হইয়া আছেন, তিনিই আবার নয়নের মধ্যে নয়ন হইয়া আছেন। হায় হায়, মন আর নয়ন, যদি এক হইয়া যাইত, তবে আমার প্রেমসোহাগিনী তাহার প্রিয়তমকে পাইত, তনুমনের সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাইত। কবীর কহেন, "প্রিয়তমের মধ্যে প্রেমকে মিলিত করিলে, তবে পরিপূর্ণ প্রেম মিলে।"

১৭

জিন পিয়া প্রেম-রস প্যালা।
সোই জন মতবালা॥

জরা মরন ভয় ব্যাপৈ নাহী
মিলা পিয়া ঘর আলা ॥
বিন ধরনী হরিমন্দির দেখা
বিন সাগর ঝর পানী ।
বিন দীপক মন্দির উজিয়ারা
বোলৈ প্রেমরস বাণী ॥
চাঁদ ন সূরজ দিবস নহিঁ রজনী
তহা সুরত লৌ লাবৈ ।
অমৃত পিয়ৈ মগন হোয় বৈঠে
অনহদ নাদ বজাবৈ ॥
চাঁদ সূরজ একৈ ঘর রাখৈ
ভূলা মন সমঝাবৈ ।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো
সহজ সহজ গুন গাবৈ ॥

যে প্রেমরসের প্যালা পান করিয়াছে, সে জন একেবারে প্রেমে মত্ত হইয়া গিয়াছে। জরা মরণের ভয় আর তাহাকে ব্যাপিতে

পারে না, কারণ সে প্রিয়তমের পরম ধামকে প্রাপ্ত হইয়াছে। সে ধরণী বিনা হরিমন্দির দেখিয়াছে, বিনা সাগরে উত্তাল-জল-উচ্ছ্বাস দেখিয়াছে, বিনা দীপে মন্দির দীপ্যমান দেখিয়াছে। সে যেই বাণী বলে, তাহাও প্রেম-রসে সিক্ত।

সেখানে চন্দ্র সূর্য্য নাই, দিবস রজনী নাই, সেখান পর্য্যন্ত সে তাহার প্রেমের ধ্যানকে লইয়া যায়। প্রেমামৃত পান করিয়া সে (আনন্দে) মগন হইয়া বসিয়া অসীম রাগিণী তোলে বাজাইয়া। চন্দ্র সূর্য্য এক ঘরে রাখে, ভ্রান্ত চিত্তকে সে প্রবুদ্ধ করে। কবীর কহেন, "হে ভাই সাধু, সে সহজেই সেই সহজের গুণ গায়।"

১৮

আজ মেরে পীতম ঘর আয়ে।
রহস রহসমেঁ অঙ্গনা বুঁহারেঁ।
মোতিয়ন আঁখ পুরায়ে॥

চরণ পখার প্রেম-রস করিকে
সব সাধন বরতাউঁ ॥
পাঁচ সখী মিল মঙ্গল গাবৈঁ,
রাগ সুরত লৌঁ লাউঁ ॥
করূঁ আরতী প্রেম নিছাবর
পল পল বলি বলি জাউঁ ॥
কহৈঁ কবীর ধন ভাগ হমারা
পরম পুরুষ বর পাউ ॥

আজ আমার প্রিয় যে আমার ঘরে আসিয়াছেন, আজ আনন্দে আনন্দে আমি আমার অঙ্গন পরিষ্কৃত করিতেছি। আজ অশ্রুমুক্তায় আমার নয়ন ভরিয়া আসিতেছে।

তাঁহার পদ প্রক্ষালন করিয়া, প্রেমরস পান করিয়া, আমার সকল সাধনা আজ সার্থক করিব।

আজ আমার ঘরে পাঁচ সখী (ইন্দ্রিয়) মঙ্গল গাহিতেছে, তাঁহার প্রেমের সুরে তাহারা সুর মিলাইয়াছে।

প্রেমের অর্ঘ্য লইয়া আমি তাঁহার আরতি করিব, প্রতি পলে পলে তাঁহার চরণে আমাকে আমি ডালি দিব। কবীর কহেন, "ধন্য আমার ভাগ্য, পরম পুরুষ আমার বরকে আমি পাইলাম।"

১৯

আজ সুবেলী সুহাবনী
পীতম মেরে আয়ে।
চংদন অগর বসায়ে
কুসমন চৌক পুরায়ে॥
সেত সিংঘাসন বৈঠে পীতম
সুর্ত্ত নিরত কর দেখা।
পিয়া প্রেমতেঁ দরসন পায়ে
জীয়রা ভরকে পেখা॥
ঘর অঙ্গনমেঁ আনন্দ হোবৈ
সুরত রহী ভরপূর।

ঝরি ঝরি পড়ে অমীরস দুর্লভ
হৈ নেড়ে নহীঁ দূর ॥
অগম অচাল গতিকো লখিহৈ
সাহিব সবকে জীরা।
কহৈঁ কবীর সুনো ধর্ম্মদাস
ভেঁটলে অপনো পীরা ॥

আজ আমার শুভলগ্ন. ওগো সুভাসিনী, আজ প্রিয়তম আমার ঘরে আসিয়াছেন। চন্দনে অগুরুতে মন্দির আমার সুবাসিত হইয়া উঠিল, অঙ্গন আমার কুসুমে কুসুমে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

শুভ্র সিংহাসনে প্রিয়তম আমার উপবিষ্ট, প্রেম ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহা আমি দেখিয়াছি। প্রিয়তমের প্রেমের বলেই তো এই দর্শন লাভ হইল, জীবন ভরিয়া (পরিপূর্ণ করিয়া) দেখিয়া লইলাম।

আমার ঘরে আমার অঙ্গনে আজ কি

আনন্দ, প্রেম আজ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। দুর্লভ অমৃতরস আজ ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, প্রিয়তম যে আমার নিকটে, প্রিয়তম তো দূরে নহেন।

অগম্য ও অচলের গতি (রহস্য) দেখা হইল, স্বামী আমার সকলের জীবন। কবীর কহেন, "শোন ভাই ধর্ম্মদাস, আজ আপনার প্রিয়তমকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লও।"

২০

আজ দিনকে মৈঁ জাউ বলিহারী।
পীতম সাহব আয়ে মেরে পহুনা।
ঘর অংগন লগৈ সুহৌনা॥
সব প্যাস লগৈ মঙ্গল গাবন।
ভয়ে মগন লখি ছবি মনভাবন॥
চরণ পখারুঁ বদন নিহারুঁ।
তন মন ধন সব সাঈঁ পর বারুঁ।
জা দিন আয়ে পিয়াধন সোঈ।

হোত আনন্দ পরম সুখ হোঈ ॥
সাহিব মিলি মোরি দুর্মতি খোই ॥
সুরত লগী সন্ত নামকী আসা ।
কহৈঁ কবীর দাসনকে দাসা ॥

আজিকার দিনের আমি বলিহারী যাই। প্রিয়তম স্বামী আজ আমার ঘরে অতিথি আসিয়াছেন। আমার গৃহ, আমার অঙ্গন, পরম শোভন হইয়া উঠিল। আমার যত তৃষ্ণা ছিল সব মঙ্গল গান করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার মনোহরণ ছবি (পরম সুন্দর রূপ) দেখিয়া আমার সকল তৃষ্ণা (আনন্দ সাগরে) মগ্ন হইয়া গেল।

তাঁহার চরণ প্রক্ষালন করিতেছি, আর তাঁহার বদন নেহারিতেছি। (তাঁহার রূপ দেখিয়া) এখন আমার তনু মন ধন সব স্বামীর চরণে ডালি দিতেছি।

যে দিন প্রিয়তম, আমার ধন, আমার

ঘরে আসেন, সেদিন আমার গৃহে কি আনন্দ, সে দিন পরম সুখ! সেই স্বামীর দেখা পাইলে আমার সকল দুর্ম্মতি দূরে পলায়ন করে।

"(আমার) প্রেম তাঁহাতে লাগিয়াছে, সেই সত্য নামের জন্য (আমার মন এখন) ব্যাকুল।" দাসের দাস কবীর এই গান গাহিতেছেন।